

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৫



অত-তাহরীক

مجلة "التحریر" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

সূচীপত্র

১৮তম বর্ষ	১২তম সংখ্যা
ফিলক্বদ-ফিলহজ্জ	১৪৩৬ হিঃ
ভাদ্র-আশ্বিন	১৪২২ বাং
সেপ্টেম্বর	২০১৫ ইং

সম্পাদক মঞ্জুরী সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউন্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৯৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদ	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

☆ সম্পাদকীয়	০২
☆ প্রবন্ধ :	
◆ ঈদায়ন সম্পর্কিত কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	০৩
◆ ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (২য় কিত্তি) -মুহাম্মাদ আবু তাহের	০৭
◆ আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্বরূপ (৪র্থ কিত্তি) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম	০৯
◆ জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যিকতা (৩য় কিত্তি) -অনুবাদ : আব্দুর রহীম	১৪
◆ আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম (৬ষ্ঠ কিত্তি) -অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ	১৭
☆ ভ্রমণ স্মৃতি :	২০
◆ মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন -আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল	
☆ হকের পথে যত বাধা :	২২
◆ আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না	
☆ কবিতা :	২৩
◆ আরাফাত	
◆ মসজিদে মন ছুটলো গো	
◆ বাঁচার দাবী	
☆ সোনামণিদের পাতা :	২৪
☆ স্বদেশ-বিদেশ	২৫
☆ মুসলিম জাহান	২৭
☆ বিজ্ঞান ও বিস্ময়	২৭
☆ সংগঠন সংবাদ	২৮
☆ প্রশ্নোত্তর	৩৫
☆ বর্ষসূচী	৪২

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

নৃশংসতার প্রাদুর্ভাব : কারণ ও প্রতিকার

(১) গত ২রা আগস্ট '১৫ শেরপুরে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ৮ বছরের শিশু রাহাত-কে তার আপন খালু অপহরণ করে ২ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবী করে। অতঃপর তাকে হত্যা করে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেয়। ৮ই আগস্ট দুপুরে নালিতাবাড়ী উপയেলার মধুটিলা ইকোপার্কের কাছে একটি পাহাড় থেকে তার কংকাল উদ্ধার করা হয় (ইনকিলাব ১৪.৮.১৫, ৫/৫ কলাম)। (২) ৮ই জুলাই সিলেটে সবজি বিক্রেতা ১৩ বছরের কিশোর সামিউল আলম ওরফে রাজন-কে চুরির অপবাদ দিয়ে খুঁটির সাথে বেঁধে দেড় ঘণ্টা যাবৎ নৃশংসভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। উল্লাসের সাথে পিটানোর ভিডিওচিত্র ধারণ করে নির্যাতনকারীরাই তা ছড়িয়ে দেয়। (৩) ৩রা আগস্ট খুলনায় নির্যাতনের শিকার হওয়া সাতক্ষীরার রসূলপুর গ্রামের ১২ বছরের রাকিব গ্যারেজ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এ কারণে আগের গ্যারেজ মালিক ও তার সহযোগীরা তাকে ধরে মোটরসাইকেলের চাকায় হাওয়া দেওয়ার কমপ্রেসর মেশিনের নল মলদ্বারে ঢুকিয়ে দিয়ে পেটে বাতাস ভরে শিশুটির পেট ফুলে নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে যায় ও ফুসফুস ফেটে মারা যায়। বয়স্ক নির্যাতনকারীদের অন্তর একটুও কাঁপেনি। (৪) ৩রা আগস্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকা থেকে সুটকেসের ভিতরে থাকা ৯ বছরের একটি ছেলের লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। তার বুক ও কপালে ইস্ত্রীর ছাঁকার দাগ এবং পিঠে ছিল পাঁচ ইঞ্চির মতো গভীর ক্ষত। সম্ভবতঃ সে কোন গৃহকর্মী। (৫) ২৩শে জুলাই মাগুরায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গর্ভবতী মা ও তাঁর পেটের ৮ মাসের শিশু গুলিবিদ্ধ হয়। শিশুটির পিঠ ফুঁড়ে বুক দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেছে। এরপরেও মা ও বাচ্চাটি অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। শিশুটি এখন 'বেবী অফ নাজমা' বা বাংলাদেশের একমাত্র 'বুলেট কন্যা' নামে খ্যতি পেয়েছে। (৬) ৩রা আগস্ট গভীর রাতে বরগুণায় রবিউল আউয়াল নামে ১০ বছরের এক মাদরাসা ছাত্রকে মাছ চুরির কথিত অপরাধে চোখ উপড়িয়ে শাবল দিয়ে বীভৎস কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করেছে স্থানীয় এক ব্যক্তি। আহ কি নৃশংস, কি জঘন্য, কি মর্মান্তিক এসব ঘটনা! এরা পশুরও অধম।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের তথ্য মতে বিগত সাড়ে তিন বছরে দেশে ৯৬৮টি শিশুকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ২৬৭টি সংগঠনের মোট শিশু অধিকার ফোরামের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১২ সালে ২০৯, ২০১৩ সালে ২১৮, ২০১৪ সালে ৩৫০ জন শিশুকে হত্যা করা হয়। চলতি বছরের সাত মাসেই সংখ্যাটি দাঁড়িয়েছে ১৯১ জনে। বর্তমানে শিশুহত্যার প্রক্রিয়া বীভৎস থেকে বীভৎসতর হচ্ছে বলে জানান বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের পরিচালক। নির্যাতনকারীরা হচ্ছে প্রভাবশালী। ঘটনা ঘটছে, মামলা হচ্ছে। কিন্তু বিচার যে শেষ হচ্ছে, তার কোনো নথী নেই। ঘটনা ঘটার পর সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, দেখছি বা তদন্তাধীন আছে। জানতে চাইলে মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ বলেন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের বাইরে হয়তো আরও অনেক ঘটনা ঘটছে, যেগুলো জানা যাচ্ছে না। তিনি সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং অপরাধীদের দ্রুত বিচারের ওপর গুরুত্ব দেন।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইন কমিশনের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী ও শিশু-সংক্রান্ত মামলাসহ প্রায় ৩০ লাখ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ সংখ্যাটি প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে। এ বিষয়ে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক বলেন, বিচার-প্রক্রিয়ার শ্লথ গতিতে অপরাধীরা অপরাধ করা থেকে নিরুৎসাহিত তো হয়ই না, বরং উৎসাহিত হয়। অপরাধীরা ভেবেই নিচ্ছে যে, অন্যায় করলে বিচার আর কী? ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুর সমন্বিত সেবাকেন্দ্র) সমন্বয়কারী বিলকীস বেগম বলেন, এক বছর বয়সী শিশুকে পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়। আমাদের কাছে যখন ওই শিশুকে আনা হয় তখন তার যৌনাঙ্গ একেবারে ছিঁড়ে গেছে। এক বা দুই বছর বয়সী কম থাকলেও তিন, চার বা পাঁচ বছর বয়সী শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে প্রতিনিয়ত শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে বলে মনে করেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের অধ্যাপক তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতা এবং ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শক্তি ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে দুর্বৃত্তপারায়ণ ও পশু প্রবৃত্তির লোকদের প্রাধান্য থাকায় এ ধরনের অমানবিক ঘটনাগুলো ঘটছে (সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো, ৭.৮.১৫ইং)।

সেই সাথে ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে নারী নির্যাতন। ধর্ষণ ও গণধর্ষণ। গত ৬ মাসে সারাদেশে ১০ হাজার মামলা হয়েছে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের (ইনকিলাব ৬.৮.১৫ইং)। সবশেষে গত ১৩ই আগস্ট মাদারীপুরের অষ্টম শ্রেণীর দুই স্কুল ছাত্রীকে ১৮/২০ বছর বয়সের চারজন যুবক ধর্ষণের পর হত্যা করে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে লাশ ফেলে রেখে গেছে (প্রথম আলো ১৪.৮.১৫ইং)। ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মতো অমানবিক, অনৈতিক, বর্বর এ ধরনের নিষ্ঠুরতার শিকার হয়ে সামাজিকভাবে নানা সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ভুক্তভোগীরা। ভিকটিম ও তার পরিবার লোকলজ্জা, সামাজিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। কেউ কেউ অপমান সহ্যে না পেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। বর্ণিত রিপোর্টগুলিতে কি প্রমাণ হয় যে, আমরা মানুষের সমাজে বাস করছি?

কারণ : উপরের আলোচনায় সৃষীদের বক্তব্যে নৃশংসতার কারণ ও প্রতিকার কিছুটা বর্ণিত হয়েছে। সেই সাথে আমাদের পরামর্শ হ'ল সেটাই যা মন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি বলতে আড়ষ্টবোধ করেছেন। আর তা হ'ল, এসবের মৌলিক কারণ রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, আল্লাহহীন শিক্ষা ও শাসন ব্যবস্থা এবং নিজেদের মনগড়া বিচার ব্যবস্থা।

প্রতিকার : (১) ধর্মীয় অনুশাসন এবং পারিবারিক ও সামাজিক শাসন যোরদার করা। (২) আল্লাহমুখী শিক্ষা, শাসন ও বিচার ব্যবস্থা কায়ম করা। (৩) বড়-ছোট নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দাঁতের বদলে দাঁত ও চোখের বদলে চোখ নীতি অবলম্বন করা (মায়োদাহ ৪৫)। (৪) যেসব অভিযোগের সত্যতা হাতে-নাতে পাওয়া যায়, সেগুলির শাস্তি আদালতের মাধ্যমে সাথে সাথে বাস্তবায়ন করা এবং যাকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাকে সেভাবেই হত্যা করা। এ ধরনের দু'চারটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে দেশ দ্রুত শান্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন -আমীন! (স.স.)।

ঈদায়ন সম্পর্কিত কতিপয় ত্রুটি-বিদ্যুতি

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মুসলমানদের জন্য বছরে শরী‘আত সম্মত দু’টি ঈদ রয়েছে। তা হ’ল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। অনেক মানুষ অজ্ঞতা, অলসতা বা অবহেলা ও উদাসীনতা বশতঃ ঈদে নানা রকম ভুল-ত্রুটি করে থাকে। আলোচ্য নিবন্ধে এসব ভুল-ত্রুটি উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

১. গোসল না করা :

কোন কোন মানুষ ঈদের ছালাতের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জন ও গোসল করা থেকে বিরত থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং ঈদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। যাযান হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: لَا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ. قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ. ‘জনৈক ব্যক্তি আলী (রাঃ)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তুমি চাইলে প্রতিদিন গোসল করবে। সে বলল, না, এ গোসল নয়। বরং ঐ গোসল, যা মুস্তাহাব। তিনি বললেন, জুম‘আর দিন, আরাফার দিন, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন’।^১

নাফে‘ (রহঃ) বলেন, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন’।^২

২. উত্তম পোশাক পরিধান না করা :

মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ ঈদের ছালাতের জন্য সুন্দর পোশাক পরিধান করে না; বরং ছালাতের পরে সুন্দর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে বের হয়। এটা ঠিক নয়। বরং ঈদের ছালাতের জন্য যথাসম্ভব উত্তম পোশাক পরিধান করতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ يَلْبَسُ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিনে লাল বর্ণের চাদর পরিধান করতেন’।^৩

৩. ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খেজুর না খাওয়া :

অধিকাংশ মানুষ ঈদুল ফিতরের দিনে শিরনি-সেমাই, ফিরনি-পায়েশ ইত্যাদি খেয়ে ছালাতের জন্য ঈদগাহে অভিমুখে গমন করে। কেউবা কিছু না খেয়েই ছালাতের জন্য বের হয়ে যায়। এটা সুনাত পরিপন্থী। বরং ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে

যাওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেয়ে বের হওয়া সুনাত। আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে কয়েকটি খেজুর না খেয়ে (ঈদগাহে) গমন করতেন না’।^৪ অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَمْرًا ‘তিনি বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন’।^৫

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ [يَوْمَ الْفِطْرِ] قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ. ‘ঈদুল ফিতরের দিন (বাড়ী থেকে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া সুনাত। এমনকি একটা খেজুর হ’লেও’।^৬

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ لَا يَخْرُجَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ شَيْئًا وَيُسْتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُفِطِرَ عَلَى تَمْرٍ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ. ‘বিধানগণের একদল ঈদুল ফিতরের দিন কোন কিছু খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। আর খেজুর খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব। ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় করে ফিরে না আসা পর্যন্ত কিছু খাবে না’।^৭

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, لَا نَعْلَمُ فِي اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ اخْتِلَافًا ‘ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যয়ে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভিন্নতা আমরা অবগত নই’।^৮

৪. ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খাওয়া :

কোন কোন মানুষ ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বে বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে বের হয়। এটাও ঠিক নয়। বরং উচিত হ’ল এ দিন ছালাত আদায়ের পূর্বে কোন কিছু না খাওয়া। বুরাইদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَصَلِّيَ ‘নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিনে কোন কিছু না খেয়ে বের হ’তেন না। আর ঈদুল আযহার দিনে ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না’।^৯ অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يَأْكُلَ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يَذْبَحَ ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু

১. বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৭৭, হা/১৪৬-এর শেষে, সনদ ছহীহ; সিলসিলা আহার আছ-ছহীহাহ হা/৩৫৩, সনদ হাসান।
২. মুওয়াত্তা মালেক হা/৬০৯, ২/২৪৮; সিলসিলা আহার আছ-ছহীহাহ হা/৩৫২, সনদ ছহীহ।
৩. তাবারানী, মু‘জামুল আওসাত ২/৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৭৯, ৩/২৭৪, সনদ ছহীহ।

৪. বুখারী হা/৯৫৩।
৫. বুখারী, হা/৯৫৩, ইবনু খুযায়মা, হা/১৪২৯; দারাকুত্নী হা/১৭৩৬।
৬. বাযযার, ১/৩১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩০৩৮, সনদ ছহীহ।
৭. তিরমিযী, হা/৫৪২, ২/৪২।
৮. ফাৎহুল বারী ২/৪৪৭; তহফাতুল আহওয়ায়ী ৩/৮১; মির‘আত ৫/৩৮।
৯. তিরমিযী হা/৫৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৬; মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ।

না খেয়ে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিনে কুরবানী না করে কিছু খেতেন না।^{১০} অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, 'فِيَا كُلِّ مِنْ أَضْحِيَّتِهِ 'তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন'^{১১} তবে কলিজা হ'তে খাওয়ার হাদীছ যঈফ।^{১২}

৫. একই রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন :

অধিকাংশ মানুষ যে রাস্তায় ঈদগাহে গমন করে ঐ রাস্তা দিয়েই প্রত্যাবর্তন করে থাকে। এটা সুন্নাতী পদ্ধতি নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে গমন করা এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'إِذَا كَانَ يَوْمٌ عَيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ 'নবী করীম (ছাঃ) ঈদের দিনে রাস্তা পরিবর্তন করতেন'^{১৩}

৬. ওযর ব্যতীত যানবাহনে চড়ে ঈদগাহে গমন করা :

বর্তমানে বহু মানুষ বিনা কারণে যানবাহনে চড়ে ঈদগাহে যায়। অথচ উত্তম হ'ল পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। তবে দূরত্ব বা অন্য কোন কারণে যানবাহনে চড়ে যাওয়া যায়। আলী ইবনু আবী তালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعَيْدِ مَاشِيًا وَأَنْ تَأْكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ 'সুন্নাত হ'ল ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং বাড়ী থেকে বের হওয়ার পূর্বে কিছু খাওয়া'^{১৪} ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছটি হাসান এবং এ হাদীছের উপরেই অধিকাংশ বিদ্বানের আমল। আর তাঁরা লোকদের ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ঈদুল ফিতরের ছালাতের পূর্বে খেয়ে বের হওয়া মুস্তাহাব বলেছেন। ইমাম তিরমিযী আরো বলেন, কোন ওযর ব্যতীত যানবাহনে না চড়ে ঈদগাহে যাওয়া মুস্তাহাব।^{১৫}

৭. ঈদায়নের দিনে তাকবীর না পড়া :

ঈদের দিনে আনন্দের পাশাপাশি তাকবীর পাঠ করা মুসলমানদের জন্য যরুরী বিষয়। ঈদুল ফিতর সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'وَلْتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ' এবং 'وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ' যাতে তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং তোমাদের হেদায়াত দান করার জন্য তোমরা আল্লাহর মহত্ত্ব বর্ণনা কর। আর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। ঈদুল আযহা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ' 'আর তোমরা নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে আল্লাহকে স্মরণ করবে' (বাক্বারাহ ২/২০৩)।

১০. আহমাদ হা/২১৯৬৪, সনদ হাসান।

১১. মুসনাদ আহমাদ হা/২৩০৩৪; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১।

১২. সুবুলুস সালাম (তা'লীক আলবানী), ২/২০০১।

১৩. বুখারী হা/৯৮৬; মিশকাত হা/১৪৩৪।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/১২৯৪-৯৭; তিরমিযী হা/৫৩০, সনদ হাসান।

১৫. তিরমিযী 'জুম'আ' অধ্যায়।

ঈদুল আযহায় তাকবীর পাঠের সময় হচ্ছে আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন পর্যন্ত। অর্থাৎ ১৩ই যিলহজ্জ আছর পর্যন্ত। যেমনভাবে আলী, ইবনু মাসউদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে।^{১৬}

আর ঈদুল ফিতরে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকে ঈদের ছালাত পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতে হয়। ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন। তিনি 'أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَكْبُرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى وَحَتَّى يَفْضِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا فَضِيَ الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ' ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হয়ে তাকবীর পড়তে পড়তে ঈদগাহে আসতেন এবং ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পড়তেন। ছালাত শেষ হ'লে তিনি তাকবীর পড়া বন্ধ করতেন'^{১৭} অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَالْعَبَّاسِ، وَعَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأَيْمَانَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَانَ، رَافِعًا صَوْتَهُ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، فَيَأْخُذُ طَرِيقَ الْحَدَادِينِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُصَلَّى، فَإِذَا فَرَغَ رَجَعَ عَلَى الْحَدَائِثِ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদের দিনে ফযল ইবনু আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস, আব্বাস, আলী, জা'ফর, হাসান, হুসাইন, উসামা বিন যায়েদ, যায়েদ বিন হারেছাহ, আয়মান ইবনু উম্মে আয়মানকে সাথে নিয়ে (ঈদের ছালাতের উদ্দেশ্যে) বের হ'তেন উচ্চঃস্বরে 'তাহলীল' (লা ইলাহা ইল্লাহ) ও তাকবীর বলতে বলতে। তখন তিনি কর্মকারদের রাস্তা ধরে ঈদগাহে পৌছতেন এবং ছালাত শেষে মুচিদের রাস্তা ধরে বাড়ী পৌছতেন'^{১৮}

৮. ঈদের রাতকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা :

সারা বছর রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা সুন্নাত। বিশেষত রামাযান মাসের রাত্রিতে। যেমনভাবে ছহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَهُوَ بَشَرٌ، وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ' 'যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবেবের আশায় রাত্রি জাগরণ করবে, তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'^{১৯}

১৬. ইরওয়া ৩/১২৫।

১৭. বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, সনদ মুরসাল ছহীহ।

১৮. বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, সনদ ছহীহ।

১৯. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

আর রামাযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায় রাত্রি জাগরণ করা অতীব যত্নসহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছুওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে জাগরণ করে ইবাদত করবে, তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে'।^{২০}

এছাড়া ফযীলতের আশায় অন্য কোন রাত্রিকে শারঈ দলীল ব্যতীত ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা বিদ'আত। যেমন কিছু মানুষ ফযীলতের আশায় ঈদায়নের রাত্রিকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। এ ব্যাপারে তিনটি যঈফ ও জাল হাদীছ পেশ করা হয়। যথা :

১. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ۔

(১) ওবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার রাত্রিতে জাগরণ করবে (ইবাদত করবে), তার অন্তর মরবে না যেদিন অন্তর সমূহ (অর্থাৎ সকল মানুষ) মারা যাবে'।^{২১} এ বর্ণনাটি মাওযু' বা জাল। এর সনদে ওমর ইবনু হারুণ আল-বালখী রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাস্নিন ও ছালেহ জায়রাহ বলেন, সে মিথ্যুক। এজন্য আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটি জাল।^{২২}

২. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَتِي الْعِيدَيْنِ لِلَّهِ مُحْتَسِبًا لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ۔

(২) আবু উমামা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ছুওয়াব লাভের আশায় দু'ঈদের রাত্রি জাগরণ করবে, তার অন্তর মরবে না, যেদিন অন্তর সমূহ (অর্থাৎ সকল মানুষ) মারা যাবে'।^{২৩} বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল (যঈফ)। এর সনদে বাক্বিয়া ইবনুল ওয়ালীদ আছে, সে মুদাল্লাস রাবী, অথচ সে আনআন পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে। এজন্য আলবানী বলেন, বর্ণনাটি অত্যন্ত যঈফ।^{২৪} ইরাকী বলেন, এর সনদ যঈফ। আল-বুছীরী বলেন, বাক্বিয়ার তাদলীস করার কারণে এ বর্ণনাটির সনদ যঈফ (দুর্বল)।^{২৫}

২০. বুখারী হা/২০১৪; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৫৮।

২১. আব্বারানী, মু'জামুল কাবীর, মু'জামুল আওসাত; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/১৯৮।

২২. সিলসিলা যঈফা, হা/৫২০; যঈফুল জামে' হা/৫৩৬১; যঈফ আত-তারগীব হা/৬৬৬৮।

২৩. ইবনু মাজাহ হা/১৭৮২; যঈফ তারগীব হা/৬৬৬৬; যঈফুল জামে' হা/৫৭৪২।

২৪. সিলসিলা যঈফা হা/৫২১, ৫১৬৩।

২৫. সিলসিলা যঈফা ২/১১ পৃঃ।

৩. عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ مَرْفُوعًا : مَنْ أَحْيَا اللَّيْلِيَّ الرَّابِعَ، وَجَبَّتْ لَهُ الْعُنَّةُ : لَيْلَةُ التَّرْوِيَةِ، وَلَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ، وَلَيْلَةُ الْفِطْرِ۔

(৩) মু'আয (রাঃ) হ'তে মারফু' সূত্রে বর্ণিত আছে, 'যে ব্যক্তি চারটি রাত্রি জাগরণ করবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সেগুলো হ'ল তারবিয়ার রাত (৮ই যিলহজ্জ), আরাফার রাত, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের রাত'।^{২৬} এ বর্ণনাটি মাওযু' বা জাল। এর সনদে আব্দুর রহীম ইবনু যায়েদ আল-উময়া রয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনু মাস্নিন বলেন, সে মিথ্যুক। এর সনদে সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ রয়েছে, সে যঈফ (রাবী)। ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন, حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ 'হাদীছটি ছহীহ নয়'। আলবানী বলেন, এটি মাওযু বা জাল।^{২৭}

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈদায়নের রাত্রিতে জাগরণের ফযীলত সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত নেই। এ ব্যাপারে উদ্ধৃত সকল হাদীছই যঈফ ও মাওযু, যা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আর উক্ত বর্ণনাগুলি দ্বারা ঈদায়নের দু'রাত্রিতে ইবাদত করা মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারেও দলীল গ্রহণ করা যায় না।

সুতরাং অন্যান্য রাত্রির চেয়ে ঈদের রাত্রিতে জাগরণের ব্যাপারে বিশেষ কোন ফযীলত ও গুরুত্ব নেই। যদি কারো নিয়মিত রাত্রি জাগরণের অভ্যাস থাকে, সে এই রাত্রি জাগরণ করে নফল ছালাত আদায় করলে তার জন্য নেকী ও কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি অধিক ফযীলত লাভ করার বিশ্বাস ও ধারণায় এই দুই রাত্রি জাগরণ করে তাহ'লে সেটা ভুল ও বিদ'আতী আমল হবে।

৯. নীরবে-নিঃশব্দে ঈদগাহে গমন করা :

কিছু মানুষ চুপ-চাপ ঈদগাহে গমন করে। কেউবা গল্প করতে করতে গিয়ে ঈদের মাঠে উপস্থিত হয়। তাকবীর পাঠ করে না। আর চুপচাপ বসে থেকেই ছালাত আদায় করে। এটা ঠিক নয়। বরং মুসলমানের জন্য কর্তব্য হ'ল বাড়ী থেকে বের হয়েই ঈদগাহে গমনের পথে তাকবীর পাঠ করতে থাকবে এবং ছালাত আদায়ের পূর্ব পর্যন্ত উচ্চৈঃশব্দে তাকবীর পাঠ করবে ইসলামের এই মহান নিদর্শন প্রচারের জন্য। আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ 'এটাই আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে এটাতো তার হৃদয়ের তাক্বওয়া সঙ্গাত' (হুজ্বা ২২/৩২)।

ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন বের হ'তেন এবং ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন।^{২৮}

২৬. নাছরুল মাকদেসী, জুয মিনাল আমালী ২/১৮৬; আল-ইলালুল মুতানাহিয়া হা/৯৩৪, ২/৫৬৮।

২৭. সিলসিলা যঈফা হা/৫২২।

২৮. বায়হাক্বী ৩/২৭৯; ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩, মুরসাল ছহীহ।

يَكْرِى النَّاسَ فِي خُرُوجِهِمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ بِكَرِّهِمْ
- لصَلَاتِي الْعِيدِ جَهْرًا-
ইবনু আবী মূসা বলেন, يَكْرِى النَّاسَ فِي خُرُوجِهِمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ بِكَرِّهِمْ
- لصَلَاتِي الْعِيدِ جَهْرًا- 'মানুষ তাদের বাড়ি থেকে দু'ঈদের
ছালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে উঠেঃস্বরে তাকবীর বলত'।^{২৯}

يَكْرِى جَهْرًا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ
ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, يَكْرِى جَهْرًا إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ
'বাড়ী থেকে বের হয়েই উঠেঃস্বরে তাকবীর
বলবে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত'।^{৩০} ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন,
এ বিষয়টি আলী, ইবনু ওমর, আবু উমামা, আবু রুহম এবং
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনেক ছাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।^{৩১}
এটা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, আবান ইবনু ওছমান এবং
আবু বকর ইবনু মুহাম্মাদেরও অভিমত। নাখঈ, সাঈদ ইবনু
জুবায়ের ও ইবনু আবী লাইলা উক্ত আমল করতেন। হাকাম,
হাম্মাদ, মালেক, ইসহাক ও আবু ছাওরও অনুরূপই বলেছেন।

১১. তাকবীরের শব্দাবলী :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু,
ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল
হাম্দ'।^{৩২} অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া
কোন মা'বুদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা
আল্লাহরই জন্য।^{৩৩} অন্য বর্ণনায় এসেছে, اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ
اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, আল্লা-হু আকবার
ওয়া আজাল, আল্লা-হু আকবার, ওয়ালিল্লা-হিল হাম্দ'।^{৩৪}

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
অনেক বিদ্বান পড়েছেন, اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
'আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল
হাম্দু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাওঁ ওয়া
আছীলাহ'। অর্থ: আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই
জন্য। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি'।^{৩৫}
ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এটাকে সুন্দর বলেছেন।^{৩৬}

১২. ঈদের ছালাত আদায়ে অবহেলা করা :

অনেকে মনে করে ঈদের সুন্নাত। এ কারণে কোন কোন
লোক ফজরের ছালাত আদায় করেই ঘুমিয়ে যায় বা বৈষয়িক
কোন কাজে ব্যস্ত থাকে এবং ঈদের ছালাত আদায় করা

থেকে বিরত থাকে। এটা ঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হচ্ছে
ঈদের ছালাত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদ। অবজ্ঞা ও অবহেলাবশতঃ
এ ছালাত পরিত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ ঈদের ছালাত
আদায়ের জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিতেন। উম্মু আতিয়া
(রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,
يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ
وَالْحَيْضُ، وَلَيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ
الْمُصَلِّيَ. قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحَيْضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ
-عُرْفَةَ- يَوْمَئِذٍ، پর্দানশীন, ঋতুবতী মহিলারা
বের হবে এবং ভাল কাজ (ঈদের খুৎবা) ও মুমিনদের
দো'আতে শরীক হবে। ঋতুবতী মহিলারা ঈদগাহ হ'তে দূরে
থাকবে। হাফছা (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম,
ঋতুবতীও কি বের হবে? তিনি বললেন, সে কি আরাফাত ও
অমুক অমুক স্থানে উপস্থিত হয় না?।^{৩৭}

كَانَ يَأْمُرُ بِنَاتِهِ وَنِسَائِهِ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي
অন্য হাদীছে এসেছে, كَانَ يَأْمُرُ بِنَاتِهِ وَنِسَائِهِ أَنْ يَخْرُجْنَ فِي
الْعِيدَيْنِ 'তিনি (নবী করীম ছাঃ) স্বীয় কন্যা ও স্ত্রীগণকে
দু'ঈদের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিতেন'।^{৩৮}

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ঈদায়নের যেসব সুন্নাতী আমল
ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তা পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের
জন্য যরুরী। অবহেলা, অবজ্ঞা বা উদাসীনতায় এসব সুন্নাত
ত্যাগ করলে গোনাহগার হ'তে হবে। ঈদের ছালাত আদায়ের
সাথে সাথে ঈসব সুন্নাত পালনে আমরা সবাই সচেষ্ট হই।
আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৩৭. বুখারী হা/৩২৪, ৯৮০, ১৬৫২।

৩৮. আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১১৫; ছহীছল জামে' হা/৪৮৮৮।

বিক্রয় কর্মী আবশ্যিক

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বই, পত্রিকা ও অন্যান্য
প্রকাশনা সমূহ ব্যাপকহারে প্রচার ও পরিবেশনের লক্ষ্যে
দেশের বিভিন্ন যেলায় ও সিটি করপোরেশনগুলিতে যোগ্য
বিক্রয় কর্মী আবশ্যিক। 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর
কর্মীগণ অগ্রাধিকারযোগ্য। আগ্রহী প্রার্থীগণ আগামী ২০
সেপ্টেম্বর '১৫-এর মধ্যে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ১
কপি ছবি, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)
সনদ সহ নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগ

আব্দুল বারী

ম্যানাজার

হাদীছ ফাউন্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ

নওদাপাড়া (আমচতুর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫; ০১৯১৫০১২৩০৭;

০১৭৭০৮০০৯০০।

২৯. আল-মুগনী ২৫৬, ২৬২ পৃঃ।

৩০. আল-মুগনী, ২৫৬, ২৬২।

৩১. তদেব।

৩২. মুছনাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫

পৃঃ ফিক্কুহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃঃ; আল-মুগনী ২/২৫৪-৫৬ পৃঃ।

৩৩. ইবনু আবী শায়বাহ, ২/২; বায়হাক্বী ৩/৩১৫; ইরওয়া ৩/১২৫-২৬।

৩৪. ইরওয়া ৩/১২৬, সনদ ছহীহ।

৩৫. কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা, পৃঃ ২৮।

৩৬. যাদুল মা'আদ (বৈরুত : ১৪১৬হিঃ/১৯৯৬খ্রিঃ), ২/৩৬১ পৃঃ;

নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৭ পৃঃ

ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মুহাম্মাদ আবু তাহের*

(২য় কিস্তি)

পোশাক পরিধান সম্পর্কে কতিপয় আদব :

ইসলামে পোশাক পরিধানের কিছু আদব রয়েছে। প্রত্যেক মুমিনকে তা মেনে চলা উচিত। এতে একদিকে যেমন সন্মাত পালন হবে, অপরদিকে পোশাক পরিধানের জন্য ছওয়াবের অধিকারী হবে। এসব আদবের কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ডান দিকে থেকে পরিধান করা ও বাম দিক থেকে খোলা :

সকল ভাল ও কল্যাণময় কাজের মত পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করা ইসলামী আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন হাদীছের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ডান দিক থেকে পরিধান করা এবং বাম দিক থেকে খোলা উত্তম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَعْلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) জুতা ব্যবহার করতে, চুল-দাড়ি আঁচড়াতে, পবিত্রতা অর্জনে ও তাঁর সকল বিষয়ে ডান দিক থেকে শুরু করা পসন্দ করতেন।'। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِيَمَانِهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন জামা পরিধান করতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন।'। অপর একটি হাদীছে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِعُوا بَأْيَامِنِكُمْ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যখন পোশাক পরিধান করবে এবং যখন ওয়ূ করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।'। জুতা পরিধানের ক্ষেত্রেও ডান দিক থেকে শুরু করার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ এসেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اتَّعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشَّمَالِ، لَتَكُنَّ الْيُمْنَى أَوْلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرُهُمَا تُنْزَعُ.

* পরিচালক, কিউসেট ইনস্টিটিউট, সিলেট।

১. বুখারী হা/১৬৮;

২. তিরমিযী হা/১৭৬৬; ছহীফুল জামে' হা/৪৭৭৯; মিশকাত হা/৪৩৩০, সনদ ছহীহ

৩. আবু দাউদ হা/৪১৪১; মিশকাত হা/৪০১, সনদ ছহীহ।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন জুতা পরিধান করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে এবং যখন খুলবে তখন বাম দিক থেকে শুরু করবে। যাতে ডান পা প্রথমে আবৃত ও শেষে অনাবৃত হয়'।^১

২. পোশাক পরিধানের দো'আ :

ইসলামী জীবন-পদ্ধতির অন্যতম দিক সকল কর্মে হৃদয়কে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত রাখা ও তাঁর কাছে কল্যাণ, দয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা। পোশাক পরিধানের সময়েও প্রার্থনা করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَجَدَّ تَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ إِمَّا قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ.

আবু সাঈদ (রাঃ) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নতুন পোশাক পরিধান করলে তার নাম উল্লেখ করতেন, জামা বা পাগড়ি যাই হোক। অতঃপর বলতেন, 'হে আল্লাহ! আপনারই সকল প্রশংসা, আপনিই আমাকে এই পোশাকটি পরিধান করিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও মঙ্গল প্রার্থনা করছি এবং এর উদপাদনের মধ্যে যত কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা প্রার্থনা করছি। আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এর অকল্যাণ থেকে এবং এর উৎপাদনের মধ্যে যা কিছু অকল্যাণলকর রয়েছে তা থেকে'।^২ পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দো'আও বর্ণিত হয়েছে,

سَعِيْ كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةَ،
আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাকে বিনা শ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং রযী দান করেছেন'।^৩

কাউকে নতুন পোশাক পরিহিত দেখলে দো'আ করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের রীতি বা সন্মাত।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ قَمِيصًا أبيضَ فَقَالَ تَوْبُكَ هَذَا غَسِيلٌ أَمْ حَدِيدٌ. قَالَ لَا بَلْ غَسِيلٌ. قَالَ الْبَسْ حَدِيدًا وَعَشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا.

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-কে একটি সাদা জামা (বড় পিরহান) পরিহিত অবস্থায় দেখলে তিনি প্রশ্ন করেন, তোমার কাপড়টি কি ধোয়া না নতুন? তিনি উত্তরে বললেন, নতুন নয়; বরং ধোয়া কাপড়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নতুন পোশাক পর,

৪. বুখারী হা/৫৮৫৫; তিরমিযী হা/১৭৭৯; মিশকাত হা/৪৪১০।

৫. আবু দাউদ হা/৪০২০; তিরমিযী হা/১৭৬৭; মিশকাত হা/৪৩৪২, সনদ ছহীহ।

৬. আবু দাউদ হা/৪০২৩; মিশকাত হা/৪১৪১।

প্রশংসিতভাবে জীবন যাপন কর, শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ কর এবং আল্লাহ তোমাকে পৃথিবীতে এবং আখিরাতে পরিপূর্ণ শান্তি ও আনন্দ প্রদান করুন।^১

قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبَسَ أَحَدُهُمْ ثَوْبًا جَدِيدًا قِيلَ لَهُ تَبْلَى لَهُ وَيُخْلَفُ اللَّهُ تَعَالَى.

আবু নাযরাহ মুনযির ইবনু মালিক নামক তাবিঈ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণের মধ্যে রীতি ছিল যে, তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ নতুন পোশাক পরিধান করলে (তার শুভকামনা করে) বলা হ'ত, এই পোশাক তোমার দেহেই পুরাতন ও জীর্ণ হয়ে যাক এবং মহান আল্লাহ এর পরিবর্তে অন্য পোশাক তোমাকে দান করুন।^২ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘ জীবন দান করুন, যে জীবনে এই পোশাক ও অনুরূপ আরো অনেক পোশাক জীর্ণ করার সুযোগ তুমি পাও।

عَنْ أُمِّ خَالِدِ بْنِتِ خَالِدٍ قَالَتْ : أَتَيْتِ النَّبِيَّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ : مَنْ تَرَوْنِ أَنْ نَكْسُوَ هَذِهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، قَالَ : ائْتُونِي بِأُمَّ خَالِدٍ فَأَتَيْتِ بِهَا تُحْمَلُ، فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، وَقَالَ أَتَيْتِي وَأَخْلَقِي، البخاري-

উম্মু খালিদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কিছু কাপড় নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে কিছু কালো নকশীদার ছোট চাদর ছিল। তিনি বললেন, আমরা এগুলো পরব, তোমাদের মত কী? উপস্থিত সকলে চুপ থাকল। তারপর তিনি বললেন, উম্মু খালিদকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে বহন করে আনা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের হাতে একটি চাদর নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, তুমি পুরাতন কর ও ছিড়ে ফেল (অর্থাৎ তুমি বহুদিন বাঁচ)। ঐ চাদরে সবুজ অথবা হলুদ রঙের নকশী ছিল। তিনি বললেন, হে খালিদের মা! وهذا سنأه! অর্থাৎ এটি কত সুন্দর! হাবশী ভাষায় সানাহ অর্থ সুন্দর।^৩

দো'আ মুমিন জীবনের অন্যতম সম্পদ। দো'আ ইবাদত। মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ করলে তিনি খুশি হন। মুমিনের উচিত জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও মাসনূন দো'আগুলি পাঠ করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

৩. পুরুষদের কাপড় বুলিয়ে পরিধান না করা :

ইসবাল অর্থ বুলিয়ে দেওয়া, ঢেলে দেওয়া। শারঈ পরিভাষায় গোড়ালীর নিচে কাপড় বুলে পড়াকে ইসবাল বলে। এর বিধান দু'টি। (ক) অহংকার বশতঃ কেউ যদি এই কাজ করে তাহ'লে সকল আলেমদের অভিমত হ'ল সে জাহান্নামে যাবে। (খ) অসতর্কতা বশতঃ যদি বুলে যায় তাহ'লে গুনাহ

হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خِيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে অহমিকার সাথে তার ইযার বুলিয়ে পরিধান করবে, আল্লাহর সাথে হালাল বা হারাম কোন প্রকারের সম্পর্ক তার থাকবে না'^৪

বিভিন্ন হাদীছ থেকে জানা যায় যে, লুঙ্গি, পাজামা, জামা ইত্যাদি পায়ের পাতা পর্যন্ত বা মাটি পর্যন্ত বুলিয়ে পরা তৎকালীন সমাজের একটি অতি প্রচলিত রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই রীতি পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ বিষয়ে একটি হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْإِزَارُ إِلَيَّ نَصْفُ السَّاقِ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا الْإِزَارُ إِلَيَّ نَصْفُ السَّاقِ فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ لَا خَيْرَ فِيمَا 'ইযার (লুঙ্গি) পায়ের নালার মাঝামাঝি (অর্ধ সাক) পর্যন্ত পরতে হবে। মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুব কঠিন হয়ে পড়ল। তিনি যখন দেখলেন যে, মুসলমানদের জন্য বিষয়টি খুবই কষ্টকর তখন বললেন, পায়ের গিরা পর্যন্ত। এর নিচে কল্যাণ নেই'^৫ অপর একটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدًا شَقِيَ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءً.

সালিম বিন আব্দুল্লাহ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ নিজের পোশাক বুলিয়ে পরবে, আল্লাহ তার প্রতি ক্বিয়ামতের দিন (দয়ার) দৃষ্টি দিবেন না। তখন আবু বকর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার লুঙ্গির এক পাশ বুলে থাকে, আমি তাতে গিরা না দিলে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যারা অহংকার বশতঃ এমন করে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও'^৬ অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِيهِ النَّارُ.

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, ইযারের বা পরিধেয় বস্ত্রের যে অংশ পায়ের গোড়ালির নীচে থাকবে, সে অংশ জাহান্নামে যাবে'^৭

[চলবে]

১. ইবনু মাজাহ হা/৩৫৫৮; ছহীহাহ হা/৩৫২।

২. আবু দাউদ হা/৪০২০।

৩. বুখারী হা/৫৮২৩।

৪. আবু দাউদ হা/৬৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৬০১২, সনদ ছহীহ।

৫. আহমাদ হা/১৩৬৩০; ছহীহাহ হা/১৭৬৫।

৬. আহমাদ হা/৬২০৩; বুখারী হা/৫৭৮৪।

৭. বুখারী হা/৫৭৮৭; নাসাঈ হা/৫৩৩০; ছহীহুল জামে' হা/৫৫৯৫।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্বরূপ

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম*

(চতুর্থ কিস্তি)

তৃতীয় প্রকার : توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর একত্ব : পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর ও সর্বোত্তম নাম ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। যেগুলোর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ বলেন, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَرَبُّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 'আর আল্লাহর রয়েছে সর্বোত্তম নাম সমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে' (আ'রাফ ৭/১৮০)। রাসূল (ছঃ) বলেছেন, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِّائَةً إِلَّا وَاحِدًا مِّنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ - 'আল্লাহর নাম সমূহের মধ্যে নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি তা গণনা করবে বা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।^১

আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা : মাহান আল্লাহ আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। দান করেছেন অফুরন্ত নে'মতরাজী। যার কোন একটির শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়। দিয়েছেন সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনার যাবতীয় উপকরণ। প্রস্তুত রেখেছেন তাঁর সংকর্মশীল বান্দাদের জন্য পুরস্কার স্বরূপ চীরস্থায়ী শান্তির আবাস জান্নাত। সেই আল্লাহ সম্পর্কে জানতে কার না ইচ্ছা হয়? প্রত্যেক মুমিন বান্দার অন্তর তাঁর সম্পর্কে জানার জন্য অধীর আগ্রহে ব্যকুল থাকে। যে যত বেশী আল্লাহকে চিনবে ও জানবে, সে তত বেশী আল্লাহর নৈকট্য হাছিলে সক্ষম হবে। সে সর্বদা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করবে। ভয় করবে একমাত্র আল্লাহকেই। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে অন্য কারো সামনে মাথা নত করবে না। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুই তাকে পরাজিত করতে পারবে না। আর তাঁর সম্পর্কে জানার অন্যতম মাধ্যম হ'ল, তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। আল্লাহর নাম সমূহের একটি হ'ল الرزاق (আর-রাযযাক) তথা রিযিকদাতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর এই নামটি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে, সে কেবল আল্লাহকেই রিযিকদাতা হিসাবে বিশ্বাস করবে। সে কখনোই রিযিক লাভের জন্য মূর্তির কাছে যাবে না। যাবে না কোন পীর, দরবেশ, অলী-আওলিয়ার কবরের কাছে সন্তান চাওয়ার জন্য। বরং একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাইবে। আল্লাহর অপর

একটি নাম হ'ল الشافي (আশ-শাফী) তথা আরোগ্য দানকারী। যে আল্লাহর এই নামটি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে, সে কেবল আল্লাহকেই আরোগ্যদানকারী হিসাবে বিশ্বাস করবে এবং একমাত্র আল্লাহর কাছেই সুস্থতা কামনা করবে। এর জন্য কখনই ল্যাংটা বাবা, পানি বাবা, মাটি বাবা, চরমোনাই, আটরশী, শাহজালাল, শাহমখদুম ইত্যাদি বাবার কাছে যাবে না। অনুরূপভাবে আল্লাহ হ'লেন السميع والبصير তথা সর্বশ্রোতা ও সর্বদৃষ্টা। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সর্বশ্রোতা ও সর্বদৃষ্টা হিসাবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, সে যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপনীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে। কেননা সে যখনই কোন পাপে লিপ্ত হবে, তখনই স্মরণ করবে যে আল্লাহ তার সবকিছুই দেখছেন ও লিপিবদ্ধ করছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই লিপিবদ্ধ আমলনামা হাতে দিয়ে বলবেন, قَدْ أَفْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 'তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট' (বানী ইসরাইল ১৭/১৪)। তাই আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং এক্ষেত্রে তাঁকে এক (একক) মানা অতীব যরুরী। কেননা যে তিনটি ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক (একক) না মানলে মুসলিম হওয়া যায় না, সে তিনটির একটি হ'ল, توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত) তথা আল্লাহকে তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে এক (একক) মানা।

আসমাউছ ছিফাত সম্পর্কিত কতিপয় মূলনীতি

১. আল্লাহর সকল নামই حسنى 'হসনা' তথা সর্বোত্তম : আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই সর্বোত্তম। অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোনটিকে কোনটির উপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। বরং সবগুলোকেই সর্বোত্তম বলে বিশ্বাস করতে হবে। কেননা তাঁর নাম সমূহ পরিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত; যাতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিমাণও ঘাটতি নেই। আর তাই তো তিনি নিজেই কুরআন মাজীদের চারটি আয়াতে তাঁর নাম সমূহকে হসনা বা সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন।

১- وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا -

১. 'আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সর্বোত্তম নাম সমূহ। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে' (আ'রাফ ৭/১৮০)।

২- قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ -

২. বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর অথবা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সর্বোত্তম নাম সমূহ তো তাঁরই! (বানী ইসরাইল ১৭/১১০)।

* লিসাজ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব; প্রধান দা'ঈ, বাংলা বিভাগ, আল-ফুরকান সেন্টার, হুগা, বাহরাইন।

১. বুখারী হা/২৭৩৬, ৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭।

৩- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى -

৩. 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। সর্বোত্তম নাম সমূহ তাঁরই' (ভূহা ২০/৮)।

৪- هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ -

৪. 'তিনিই আল্লাহ, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক, রূপদাতা। সর্বোত্তম নাম সমূহ তাঁরই। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (হাশর ৫৯/২৪)।

২. আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা নির্ধারিত : আল্লাহ তা'আলা যেমন তাঁর সর্বোত্তম নাম সমূহের মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন; তেমনি তিনি তাঁর নাম সমূহ কুরআন মাজীদে বর্ণনাও করেছেন। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নাম সমূহের বাইরে কোন নামে আল্লাহকে ডাকা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহর জন্য শোভনীয় নাম সমূহ ও গুণাবলী মানুষের বিবেক দ্বারা নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহর গুণাবলীর বিষয়টি গায়েবী। যা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। আল্লাহ বলেন, 'وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ' আর আল্লাহর নিকটেই রয়েছে গায়েবের চাবি-কাঠি। তিনি ব্যতীত কেউ তা জানে না' (আন'আম ৬/৫৯)। তাই আল্লাহকে খোদা, ঈশ্বর, ভগবান, গড ইত্যাদি নামে ডাকা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহর নির্ধারিত নামের বাইরে অন্য কোন নামে ডাকা মানেই তাঁর সম্বন্ধে ইলম বিহীন কথা বলা। আর আল্লাহ তা'আলা ইলম বিহীন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ -

'বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ, যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না' (আ'রাফ ৭/৩৩)।

৩. আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী অসংখ্য : আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর সংখ্যা কত তা মানুষের অজানা। কেননা রাসূল (ছাঃ) দো'আ করেছেন এই মর্মে যে,

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ... -

'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার ঐ সকল নামের দ্বারা যা আপনি নিজেই আপনার নফসের জন্য নামকরণ করেছেন। অথবা আপনি আপনার সৃষ্টির মাঝে পসন্দনীয় কোন ব্যক্তিকে শিখিয়েছেন। অথবা আপনি যা আপনার কিতাবে (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। অথবা আপনি আপনার নিকট তা ইলমে গায়েবের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রেখেছেন'...।^২

অত্র হাদীছে রাসূল (ছাঃ) প্রার্থনা করেছেন আল্লাহর ঐ সমস্ত নামের দ্বারা যা তিনি তাঁর ইলমে গায়েবের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তা'আলা যা ইলমে গায়েবের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন তা কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অতএব আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলী নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অনির্দিষ্ট। এমনকি ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবী তাঁর 'আরেকাতুল আহওয়ামী ফী শারহে তিরমিযী'র মধ্যে উল্লেখ করেছেন যে, কিছু ওলামায়ে কেলাম কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আল্লাহর এক হাজার নাম ও গুণাবলী জমা করেছেন।^৩

উল্লেখ্য যে, আমরা অনেকেই আল্লাহর নাম ৯৯টি বলে জানি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ' - আল্লাহর নিরানববই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মুখস্থ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।^৪

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত হাদীছের মাধ্যমে আল্লাহর নাম ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়নি। যদি ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হ'ত তাহ'লে হাদীছের ইবারত এরূপ হওয়া যরুরী হ'ত যে, 'إِنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا' আল্লাহর নাম ৯৯টি'। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে 'وَتِسْعِينَ اسْمًا' আল্লাহর নাম ৯৯টি'। কিন্তু হাদীছে বলা হয়েছে 'وَتِسْعِينَ اسْمًا' আল্লাহর নাম ৯৯টি নাম রয়েছে।

যেমন- যদি বলা হয় যে, আমার নিকটে একশত টাকা রয়েছে; যা আমি দান করার জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এটা যেমন আমার টাকাকে একশত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না; বরং আমার নিকট আরো টাকা রয়েছে, যা আমি অন্য কাজে ব্যয় করতে পারি। তদ্রূপ আল্লাহর ৯৯টি নাম রয়েছে। এটাও আল্লাহর নাম সমূহে ৯৯টির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না; বরং আল্লাহর আরো অনেক নাম রয়েছে।^৫

৪. মুসলমানদের উপর আল্লাহর নামের বিকৃতিকরণ থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

২. মুসনাদে আহমাদ হা/৩৭১২; মিশকাত হা/২৪৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৯; ছহীহ তারগীব হা/১৮২২।

৩. তাফসীর ইবনু কাছীর, আ'রাফ ৭/১৮০নং আয়াতের তাফসীর দৃষ্টব্য।

৪. বুখারী হা/২৭৩৬, ৬৪১০, ৭৩৯২; মুসলিম হা/২৬৭৭।

৫. মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-ক্বাওয়াইদুল মুছলা পৃঃ ১৪।

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
أَسْمَائِهِ سَيُحْزَنُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ-

‘আর আল্লাহর জন্য সর্বোত্তম নাম রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে। সত্ত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে’ (আরাফ ৭/১৮০)।

সম্মানিত পাঠক! অত্র আয়াতে আল্লাহ তাঁর নাম বিকৃতকারীদেরকে বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর আল্লাহর নামের বিকৃতি কয়েকভাবে হ’তে পারে। যেমন-

(১) আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর কোন কিছুকে অস্বীকার করার মাধ্যমে বিকৃতকরণ। যেমনভাবে মু’তাযিলা, জাহমিয়া, কাদারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন যুক্তিতে তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ ও কর্মকে অস্বীকার করেছে। তাদের নিকটে আল্লাহর ছিফাত সমূহ যা পবিত্র কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে তা রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে। যেমন আল্লাহর হাতকে কুদরতী হাত, আল্লাহর পা কুদরতী পা ইত্যাদি।

(২) আল্লাহর ছিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির ছিফাত বা বিশেষণের সাথে সাদৃশ্য করার মাধ্যমে বিকৃতকরণ। যেমনভাবে মুজাসসিমা বা মুশাক্বিহা বিভ্রান্ত ফিরক্বা আল্লাহর ছিফাত বা বিশেষণকে সৃষ্টির বিশেষণের মত বলে কল্পনা করেছে। যেমন আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মত, আল্লাহর পা মানুষের পায়ের মত ইত্যাদি।

(৩) আল্লাহকে এমন নামে নামকরণ করা যা তিনি নামকরণ করেননি। যেমন খৃষ্টানরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র নামকরণের মাধ্যমে আল্লাহকে তার পিতা হিসাবে নামকরণ করেছে। নাউযুবিল্লাহ।

(৪) আল্লাহর নাম সমূহ থেকে অন্যান্য বাতিল মা’বুদদের নামকরণ করার মাধ্যমে বিকৃত করা। যেমনভাবে মক্কার মুশরিকরা তাদের পূজনীয় মূর্তি ‘লাত’ নামটি আল্লাহর নাম ‘ইলাহ’ থেকে নিয়েছে। ‘উযা’ নামটি আল্লাহর নাম ‘আল-আযীয’ থেকে নিয়েছে। ‘মানাত’ নামটি আল্লাহর নাম ‘আল-মানান’ থেকে নিয়েছে ইত্যাদি।

উল্লিখিত ফিরক্বা সমূহ আল্লাহর নামের বিকৃতি ঘটিয়েছে। এদের থেকে সতর্ক থাকা মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব।

توحيد الأسماء والصفات (তাওহীদুল আসমা ওয়াছ ছিফাত)-এর পরিচয় : এর সংজ্ঞা বর্ণনায় মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রাঃ) বলেন,

هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بإثبات ما أثبتته الله لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف

ولا تمثيل.

এটা আল্লাহ তা‘আলার নাম সমূহ ও গুণাবলীকে এক ও অদ্বিতীয়রূপে বিশ্বাস করা। আর আল্লাহ যেভাবে তাঁর নাম সমূহ ও গুণাবলীকে তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন অথবা তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মুখনিঃসৃত বাণী দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন, তা পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত সাব্যস্ত করা।^১

আল-আক্বীদাতুছ ছাফিয়াহ গ্রন্থ প্রণেতা ড. সাইয়েদ সাঈদ আব্দুল গনী (রহঃ) বলেন,

هو الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن الكريم، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وعلى ما أراده الله تعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.

এটা হ’ল, আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী কুরআনুল কারীম এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর সূন্নাতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই বিশ্বাস করা। যা আল্লাহ তা‘আলার মহান শানে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং আল্লাহ তা দ্বারা যে উদ্দেশ্য গ্রহণ করেছেন তা পরিবর্তন, হ্রাসকরণ, সাদৃশ্য ও দৃষ্টান্ত ব্যতীত বিশ্বাস করা।^১

আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে আহলুস সূন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদাহ : এ বিষয়ে আহলুস সূন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদা হ’ল,

(১) কুরআন ও ছহীহ হাদীছে আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী যেভাবে বর্ণিত হয়েছে বাহ্যিকভাবে সেগুলির শব্দ ও অর্থকে তারা সেভাবেই সাব্যস্ত করেন। তার বহিক স্থান, শব্দ ও উদ্দিষ্ট অর্থ হ’তে কোনরূপ পরিবর্তন ও ব্যাখ্যা করেন না।

(২) আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর কোন কিছুকেই তারা অস্বীকার করেন না। যেমনভাবে মু’তাযিলা, জাহমিয়া, কাদারিয়া ইত্যাদি বিভ্রান্ত ফিরক্বা সমূহ মহান আল্লাহ সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নন এই যুক্তিতে তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ সমূহকে অস্বীকার করেছে।

(৩) তারা আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীকে সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করেন না। বরং আল্লাহর গুণাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃতি আল্লাহর দিকেই সোপর্দ করেন। যেমন- কুরআনে আল্লাহর হাত, পা, মুখমণ্ডল ইত্যাদির বর্ণনা এসেছে। তারা আল্লাহর এ সকল গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু তারা এ সকল গুণাবলীকে সৃষ্টির মত কল্পনা করেন না। কেননা আল্লাহ বলেছেন، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ‘কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা’ (শূরা ৪২/১১)।

(৪) তারা আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর সরল ও স্বাভাবিক অর্থের বাইরে রূপক অর্থে ব্যাখ্যা করেন না। অর্থাৎ তাঁরা এমন ব্যাখ্যা করেন না যে, আল্লাহর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা

১. তাক্বরীরুত তাদমরিয়্যাহ পৃঃ ১১৬।

২. আল-আক্বীদাহ আছ-ছাফিয়াহ পৃঃ ৩৩৩।

ক্ষমতা অথবা তাঁর নে'মত। আল্লাহর ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার ইত্যাদি। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর ছিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। বিভ্রান্ত মু'তাযিলা ও ক্বাদারিয়া সম্প্রদায় এরূপ রূপক অর্থ করে থাকে।

(৫) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করতে গিয়ে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের গণ্ডি অতিক্রম করেন না। ফলে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) যে সকল নাম ও গুণাবলী সাব্যস্ত করেছেন তারা কেবল সেগুলোই সাব্যস্ত করেন। আর যেগুলো নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকেন। আর যে বিষয়ে চূপ থেকেছেন সে বিষয়ে চূপ থাকেন।

আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলীর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চার ইমামের আক্বীদাহ : আয়িম্মাতুল আরবাবু'আ তথা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) সকলেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের আক্বীদা বিশ্লেষণ করলেই তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : আল্লাহর ছিফাত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به نفسه، ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك الله تعالى رب العالمين- 'আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে কোন প্রকার কথা বলা কারো জন্য আদৌ সমীচীন নয়। বরং তিনি যেরূপে তাঁর পবিত্র গুণাবলী বর্ণনা করেছেন সেরূপেই তা সাব্যস্ত করবে। কোন ক্রমেই কেউ তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ সম্পর্কে নিজস্ব রায় প্রদান করবে না। আল্লাহ বরকতময় ও মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক।^৮

তিনি আরো বলেন, 'মহান আল্লাহ সৃষ্টির বিশেষণে বিশেষিত হন না। তাঁর ক্রোধ ও সন্তুষ্টি তাঁর বিশেষণসমূহের দু'টি বিশেষণ কোন স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বক্তব্য। মহান আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন এবং সন্তুষ্ট হন। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর ক্রোধ অর্থ তাঁর শাস্তি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্থ তাঁর পুরস্কার। আল্লাহ নিজে নিজেকে যেরূপে বিশেষিত করেছেন, আমরাও তাঁকে সেভাবেই বিশেষিত করব। তিনি একক, অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি জন্ম গ্রহণও করেননি এবং কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। তিনি চিরন্তন, চিরঞ্জীব, ক্ষমতাবান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, জ্ঞানী। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর, তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মত নয়; তা অঙ্গ নয়, তিনি হস্ত সমূহের স্রষ্টা। তাঁর মুখমণ্ডল তাঁর সৃষ্টির মুখমণ্ডলের মত নয়; তিনি সকল মুখমণ্ডলের স্রষ্টা। তাঁর নফস তাঁর সৃষ্টির

নফসের মত নয়, তিনি সকল নফসের স্রষ্টা। (আল্লাহ বলেন) 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'^৯

তিনি আরো বলেন, 'তাঁর (আল্লাহ) হাত আছে, মুখমণ্ডল আছে এবং নফস বা সত্তা আছে। কারণ আল্লাহ কুরআনে এগুলি উল্লেখ করেছেন। আর কুরআনুল কারীমে আল্লাহ যা উল্লেখ করেছেন, যেমন- মুখমণ্ডল, হাত, নফস ইত্যাদি সবই তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ কোন স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে। এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর হাত অর্থ তাঁর কুদরত বা ক্ষমতা অথবা তাঁর নে'মত। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা করার অর্থ আল্লাহর ছিফাত বা বিশেষণ বাতিল করে দেওয়া। এরূপ ব্যাখ্যা করা ক্বাদারিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের রীতি। বরং তাঁর হাত তাঁর ছিফাত বা বিশেষণ কোন স্বরূপ নির্ণয় ব্যতিরেকে। তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর দু'টি ছিফাত বা বিশেষণ আল্লাহর বিশেষণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় ব্যতিরেকে'^{১০}

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রধান শিষ্য প্রসিদ্ধ তাবে- তাবেঈ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু হাসান আশ-শায়বানী (রহঃ) বলেন,

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا، ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال يقول جهم فقد فارق الجماعة؛ فإنه قد وصفه بصفة لا شيء-^{১১}

'পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সকল দেশের ফক্বীহগণ সকলেই একমত যে, মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে কুরআন ও রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হাদীছগুলোকে বিশ্বাস করতে হবে, কোনরূপ পরিবর্তন, বিশেষায়ন এবং তুলনা ব্যতিরেকে। যদি কেউ বর্তমানে সেগুলোর ব্যাখ্যা করে তবে সে রাসূল (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতি পরিত্যাগকারী এবং জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন। কারণ তাঁরা এগুলোকে বিশেষায়িত করেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি। বরং তাঁরা কুরআন ও সুন্নাতে যা বিদ্যমান তার ভিত্তিতে ফৎওয়া দিয়েছেন, অতঃপর নীরব থেকেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি

৮. শারহ আক্বীদাতিত ত্বাহবিয়াহ, তাহক্বীক : ড. তুরক্বী পৃঃ ২/৪২৭; মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান খুমাঈস, উছলুদ দ্বীন ইনদা আবী হানীফা পৃঃ ২৯৯।

৯. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), আল-ফিক্বহুল আবসাত, পৃঃ ৫৬-৫৭; শারহুল মুয়াস্সার আলাল ফিক্বহায়িন আল-আবসাত ওয়াল আকবার, তাহক্বীত; ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান খুমাঈস, পৃঃ ১৫৯।

১০. ইমাম আবু হানীফা (রহঃ), আল-ফিক্বহুল আকবার, শারহ : মুত্তা আলী ক্বারী (হানাফী), পৃঃ ৯১-৯৩; শারহুল মুয়াস্সার আলাল ফিক্বহায়িন আল-আবসাত ওয়াল আকবার, পৃঃ ২৭।

জাহম-এর মত গ্রহণ করবে সে ব্যক্তি (ছাহাবী ও তাবেরীদের) জামা'আত পরিত্যাগ করবে। কারণ সে আল্লাহকে নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করে।^{১১}

(২) ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর অন্যতম শিষ্য ইউনুস ইবনু আব্দুল আ'লা বলেন, আমি আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

لِلَّهِ تَعَالَى أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ جَاءَ بِهَا كِتَابُهُ وَأَخْبَرَ بِهَا نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتُهُ، لَا يَسَعُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَامَتِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ رَدُّهَا؛ لِأَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهَا وَصَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَوْلُ بِهَا فِيمَا رَوَى عَنْهُ الْعُدُولُ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِرٌ، أَمَا قِيلَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ فَمَعْدُورٌ بِالْجَهْلِ؛ لِأَنَّ عِلْمَ ذَلِكَ لَا يُدْرِكُ بِالْعَقْلِ وَلَا بِالرُّؤْيَةِ وَالْفِكْرِ وَلَا يَكْفُرُ بِالْجَهْلِ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ انْتِهَاءِ الْخَبَرِ إِلَيْهِ بِهَا وَتُبُّتْ هَذِهِ الصِّفَاتُ وَيُنْفَى عَنْهَا التَّشْبِيهُ كَمَا نَفَى التَّشْبِيهُ عَنْ نَفْسِهِ تَعَالَى فَقَالَ سُبْحَانَهُ : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ-

'আল্লাহর নাম সমূহ ও গুণাবলী রয়েছে। কুরআনে সেগুলির উল্লেখ রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে তা জানিয়ে দিয়েছেন। যার কাছে তার দলীল সাব্যস্ত হয়েছে তার জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার কোন সুযোগ নেই। কেননা কুরআনে তা অবতীর্ণ হয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এগুলো বলেছেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, ন্যায়পরায়নগণ কারো কাছে বিষয়গুলি প্রমাণিত হওয়ার পরেও সে যদি বিরোধিতা করে তবে সে ব্যক্তি কাফির। তবে যদি কেউ তার নিকট প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে বিরোধিতা করে তাহলে সে অজ্ঞতার কারণে মা'যূর। কারণ এ বিষয়ক জ্ঞান মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তি, গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। কাজেই কেউ যেন কারো নিকটে এ বিষয়ক (কুরআন-হাদীছের) সংবাদ পৌছানোর পূর্বে তার অজ্ঞতার কারণে কাউকে কাফির বলে গণ্য না করে। তিনি এ সকল ছিফাত বা বিশেষণ বিশ্বাস করতেন এবং এগুলি থেকে তুলনা অস্বীকার করতেন। কারণ মহান আল্লাহ নিজেই নিজের তুলনীয় হওয়ার বিষয়টি বাতিল ঘোষণা করে বলেছেন, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা'^{১২}

(৩) ইমাম মালেক (রাঃ)-এর আক্বীদাহ : ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রহঃ) বলেন,

سَأَلْتُ مَالِكًا، وَالثَّوْرِيَّ، وَالْأَوْزَاعِيَّ، وَاللَيْثَ بْنَ سَعْدٍ عَنِ الْأَخْبَارِ فِي الصِّفَاتِ فَقَالُوا أَمْرُهَا كَمَا جَاءَتْ-

'আমি ইমাম মালেক, ছাওরী, আওয়াঈ এবং লাইছ ইবনু সা'দ (রহঃ)-কে আল্লাহর ছিফাত বা বিশেষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তদুত্তরে তারা সকলেই বলেছেন যে, ছিফাত বা আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেরূপভাবে এসেছে ঠিক তদ্রূপেই ঈমান আনয়ন কর।^{১৩}

জা'ফর ইবনু আদ্দিলাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একদা মালেক ইবনু আনাস (রহঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সূরা ত্বাহর শেরে আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, আল্লাহ কিভাবে আরশের উপর সমুন্নীত? তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ- জা'ফর ইবনু আদ্দিলাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একদা মালেক ইবনু আনাস (রহঃ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি সূরা ত্বাহর শেরে আয়াত তেলাওয়াত করে বললেন, আল্লাহ কিভাবে আরশের উপর সমুন্নীত? তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيْفُ الْإِسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ- আরশে সমুন্নীত হওয়া জ্ঞাত, এর পদ্ধতি বা স্বরূপ অজ্ঞাত, এর উপর ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন করা বিদ'আত'^{১৪}

(৪) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর আক্বীদাহ : ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, لَمْ يَزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَفْسَهُ عَزَّ مَتَكَلِّمًا، وَلَا يُوصَفُ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِمَّا وَصَفَ بِهِ صَفْوَا اللَّهِ، مِمَّا صَفَّوْا عَنْ اللَّهِ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ - وصف به نفسه، 'তোমরা ঐরূপে আল্লাহর ছিফাত সমূহকে বর্ণনা কর যেরূপে আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করেছেন। আর আল্লাহ যা নিজের জন্য নিষেধ করেছেন তোমরাও তা থেকে বিরত থাক'^{১৫}

[চলবে]

১৩. দারাকুতুনী, আছ-ছিফাত, পৃঃ ৭৫; বায়হাক্বী, আল-ই'তিক্বাদ, পৃঃ ১১৮।
১৪. বায়হাক্বী, আসমা ওয়াছ ছিফাত, পৃঃ ৪০৭; ছাবুনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃঃ ১৭-১৮।
১৫. হাম্বল বিন ইসহাক বিন হাম্বল, কিতাবুল মিহনা, পৃঃ ৬৮।
১৬. ইবনুল জাওযী, মানাকিব আহমাদ, পৃঃ ২২৮; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/৫৯১ পৃঃ।

আসুন! শিরক ও বিদ'আত মুক্ত
ইসলামী জীবন যাপন করি।

-আহলেহাদীছ আন্দোলন

১১. ছাদ্দাদ নিসাপুরী, আল-ই'তিক্বাদ পৃঃ ১৭০; লালকাযী, শারহ উছুলি ই'তিক্বাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ৩/৪৩২-৪৩৩ পৃঃ।
১২. হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মুখতাছারুল উলু, তাহক্বীক : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, পৃঃ ১৭৭; হাফেয ইবনু আহমাদ ইবনু আলী আল-হাকামী, মা'আরিজুল কুব্বল, পৃঃ ১/৩৬৫।

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যিকতা

ড. হাফেয বিন মুহাম্মাদ আল-হাকামী*

অনুবাদ : আব্দুর রহীম**

(৩য় কিস্তি)

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহিত করে বর্ণিত হাদীছ সমূহের ফিক্কহী পর্যালোচনা :

হাদীছে নববীতে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ : জামা'আতের শাদিক উৎস সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, **وَأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الْأَجْتِمَاعُ وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ؛ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْمًا لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ-** 'জামা'আত হ'ল সমাজবদ্ধতা। এর বিপরীত হ'ল বিচ্ছিন্নতা। যদিও জামা'আত শব্দটি স্বয়ং ঐক্যবদ্ধ জাতির নামে পরিণত হয়েছে।'। পক্ষান্তরে হাদীছে নববীতে উল্লিখিত 'জামা'আত' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মনীষীগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা নিম্নে পর্যালোচনাসহ তাদের উক্তিগুলো এবং সেগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য মতটি উপস্থাপন করছি।

ইমাম ইবনু জারীর ত্বাবারী (রহঃ) বলেন, 'এ বিষয়ে অর্থাৎ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশের ব্যাপারে এবং জামা'আতের ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। একদল বলেছেন, জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যিক। আর জামা'আত হ'ল বড় দল'। অতঃপর তিনি (ত্বাবারী) মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন সূত্রে আবু মাসউদ আল-আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ওহমান (রাঃ) নিহত হ'লে আবু মাসউদ নছীহত প্রত্যাশীকে বলেছিলেন, **فَإِنَّ عَيْنَكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ تَلْمِيزَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعْ أُمَّةً مُحَمَّدٌ عَلَى ضَلَالَةٍ-** 'তুমি জামা'আতবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীকে গোমরাহীর উপরে ঐক্যবদ্ধ করবেন না'।^১

অন্য একদল বলেছেন, জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ছাহাবীগণ। তাদের পরবর্তীরা নয়। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল আহলুল ইলম (আলেমগণ)। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি জগতের উপরে দলীল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং মানুষেরা দ্বীনের ব্যাপারে তাদের অনুসারী।

অতঃপর ঐ উক্তিগুলো বর্ণনা করার পর ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) বলেছেন, **وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَيْرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِينِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ** 'সঠিক হচ্ছে হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ

জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত আমীরের আনুগত্যে রয়েছে। যে তার বায়'আত ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল'।^২

জামা'আত শব্দ এসেছে এমন কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করার পর ইমাম শাভেবী (রহঃ) বলেছেন, এই হাদীছসমূহে বর্ণিত জামা'আত শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থের ব্যাপারে মানুষেরা পাঁচটি মতে বিভক্ত হয়েছেন।

১. সেটি হ'ল মুসলমানদের বড় দল। একথার ভিত্তিতে উম্মতের মুজতাহিদগণ, ওলামায়ে কেরাম, শরী'আত বিষয়ে পারদর্শী এবং তদনুযায়ী আমলকারীগণ জামা'আতের মধ্যে शामिल হবেন। তাদের পরবর্তীরাও তাদের মধ্যে शामिल হবেন। কারণ তারা তাদের অনুসরণ-অনুকরণকারী।

২. এটি হল মুজতাহিদ ইমামগণের দল। এ কথার ভিত্তিতে যারা মুজতাহিদ আলেম নন তারা এ জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নন। কেননা তারা তাক্বলীদপন্থীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তাদের (মুজতাহিদ ইমামদের) বিপরীত আমল করবে, সে জাহেলিয়াতের উপরে মৃত্যুবরণকারীদের মধ্যে शामिल হবে। আর বিদ'আতীদের কেউই (জামা'আতের মধ্যে) शामिल হবে না।

৩. জামা'আত হ'ল বিশেষত ছাহাবায়ে কেরাম। একথার ভিত্তিতে জামা'আত শব্দটি অন্য একটি বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল। রাসূল (ছঃ) বলেছেন, **مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي** 'জামা'আত হ'ল আমি এবং আমার ছাহাবীগণ যার উপরে রয়েছে'।^৩

৪. জামা'আত হ'ল মুসলমানদের দল, যখন তারা কোন ইমারতের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। এমতাবস্থায় মিল্লাতের অন্যান্যদের উপর তাদের অনুসরণ করা আবশ্যিক হবে। এ মতটি উল্লেখ করার পর ইমাম শাভেবী (রহঃ) বলেন, এ মতটি দ্বিতীয় মতের দিকে ধাবিত হয়। আর সেটি যা দাবী করে এটিও তাই দাবী করে। অথবা এটি প্রথম মতটির দিকে ধাবিত হয়। আর এটিই সুস্পষ্ট। এর মধ্যে এমন অর্থ নিহিত আছে, যা প্রথমটির মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ মুজতাহিদগণ অবশ্যই জামা'আতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়া মূলতঃ বিদ'আত হবে না। কারণ তখন তারা ই মুজতাহিদগণ দল (ফিরকায় না জিয়াহ)।

৫. ইমাম ত্বাবারীর পসন্দনীয় মতামত হ'ল, জামা'আত বলতে মুসলমানদের জামা'আতকে বোঝায় যখন তারা কোন একজন আমীরের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হবে। রাসূল (ছঃ) এ আমীরকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং জনগণ তাদের উপর প্রাধান্য দিয়ে যার ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, সে বিষয়ে উম্মাহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে নিষেধ করেছেন।

ইমাম শাভেবী (রহঃ) বলেছেন, **وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الْجَمَاعَةَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَجْتِمَاعِ عَلَى الْإِمَامِ الْمُوَافِقِ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْأَجْتِمَاعَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ خَارِجٌ عَنِ مَعْنَى الْجَمَاعَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ، كَالْخَوَارِجِ**

* অধ্যাপক, হাদীছ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সউদী আরব।

** গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১. মাজমুউ ফাতাওয়া ৩/১৫৭।

২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী ১৩/৩৭।

৩. ঐ।

৪. তিরমিযী হা/২৬৪১; ছহীছুল জামে' হা/৫৩৪৩; ছহীহাহ হা/২০৪, ১৩৪৮।

–سَارِكَا هَلْ جَامَا آتَا بَلَاتَا
বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ'।

ইমাম শাভেবী কর্তৃক উল্লেখিত মতামত সমূহ চতুর্থ মতামতটি ব্যতীত ইমাম ত্বাবারী থেকে পূর্বে উল্লেখিত মতামতের মতোই। ইমাম শাভেবী পরক্ষণেই উল্লেখ করেছেন যে, সেটি প্রথম অথবা দ্বিতীয় মতামত থেকে আলাদা নয়। অতঃপর প্রথম তিনটি মতামত একটি অর্থের দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। আর তা হ'ল জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ। অতএব যারা বলেছেন তাঁরা হলেন ছাহাবায়ে কেরাম, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল- ছাহাবায়ে কেরাম হলেন মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক উপযুক্ত। আর যারা বলেছেন তারা হ'লেন 'আহলুল ইলম' (আলেম) ও মুজতাহিদগণ, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল, ছাহাবীগণের পরে তারাই মানুষের মাঝে জামা'আতের অধিক উপযুক্ত। আর যারা বলেছেন তারা মুসলমানদের বড় দল, তাদের উদ্দেশ্য হ'ল ছাহাবায়ে কেরাম ও বড় বড় তাবেঈগণের যুগ। কেননা ইমাম ত্বাবারী (রহঃ) আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ)-এর উপদেশের উপর একথার ভিত্তি নির্মাণ করেছেন, যখন তাকে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদাত বরণের সময়কার ফিতনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে সে সময়কার বড় দল তারাই যারা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী। পরবর্তী যুগের লোকেরা তার বিপরীত।

এ অর্থকে কেন্দ্র করেই ওলামায়ে কেরামের মতামত সমূহ আবর্তিত হয়, যারা হাদীছ সমূহে বর্ণিত জামা'আতের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

وَتَفْسِيرُ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ هُمُ أَهْلُ الْفِئَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ –
জামা'আতের ব্যাখ্যা হ'ল তারা হ'লেন আহলুল ফিকহ, আহলুল ইলম ও আহলুল হাদীছ। তিনি বলেন, আমি জারুদ ইবনু মু'আযকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আলী ইবনুল হাসান (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জামা'আত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, (জামা'আত হ'ল) আবুবকর ও ওমর (রাঃ)। বলা হ'ল, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) তো মারা গেছেন। তিনি বললেন, অমুক ও অমুক। তাকে বলা হ'ল, তারাও তো মারা গেছেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বললেন, আবু হামযাহ সুক্কারী হ'লেন জামা'আত। আবু স্কা তিরমিযী (রহঃ) বলেন, এই আবু হামযাহ হ'লেন মুহাম্মাদ ইবনু মায়মুন। তিনি ছিলেন একজন সৎ শায়খ। তিনি (ইবনুল মুবারক) আমাদের মাঝে বেঁচে থাকা অবস্থায় একথা বলেছিলেন।

وَالْجَمَاعَةُ: جَمَاعَةٌ، وَهُمْ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ يَحْسَبَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

৫. তিরমিযী হা/২১৬৭-এর আলোচনা।

‘জামা'আত হ'ল মুসলমানদের জামা'আত। আর তাঁরা হলেন ছাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীগণ’।^৬

আবু শামাহ (রহঃ) বলেন, وَحَيْثُ جَاءَ الْأَمْرُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُومُ الْحَقِّ وَاتِّبَاعَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلًا وَالْمُخَالَفُ لَهُ كَثِيرًا، لِأَنَّ الْحَقَّ هُوَ الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ الْأُولَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى كَثْرَةِ أَهْلِ الْبَاطِلِ بَعْدَهُمْ –
‘যেখানে জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার কথা এসেছে সেখানে জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল- হক ও তার অনুসারীদেরকে আঁকড়ে ধরা। যদিও হককে আঁকড়ে ধারণকারীর সংখ্যা অল্প হয় এবং এর বিরোধীদের সংখ্যা বেশী হয়। কারণ হকতো তাই, যার উপর রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের প্রথম জামা'আত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের পরে বাতিলপন্থীদের আধিক্যের কোন গুরুত্ব নেই’।^৭

এ অর্থটা ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর বাণী থেকেও এসেছে। লালকাঈ তার সনদে আমর ইবনু মায়মুন থেকে বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) তাকে বলেন, يَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ الْجَمَاعَةِ هِيَ الَّتِي تُفَارِقُ الْحَقَّ، إِنَّمَا الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ –
‘হে আমর ইবনু মায়মুন! জনসাধারণের জামা'আত হ'ল সেটি যা সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত জামা'আত হ'ল সেটি যা আল্লাহর আনুগত্যের অনুকূলে। যদিও তুমি একাকী হও’।^৮

জামা'আত শব্দের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত ইবনু জারীর ত্বাবারী ও শাভেবী (রহঃ)-এর মতামতগুলোর মধ্যে একটি অবশিষ্ট থাকল। আর সেটি ইবনু জারীরের বক্তব্য, এমন জামা'আত যার একজন আমীর আছেন এবং লোকেরা তাঁর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শাভেবী মনে করেন, এ মতটি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণের শর্ত আরোপের ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লেখিত মতামতগুলোর বিপরীত নয়। ইবনু জারীর ত্বাবারীর মন্তব্য উল্লেখ করার পর শাভেবী বলেন, জামা'আত বলতে বোঝায় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনাকারী ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আর এটা স্পষ্ট যে, সুন্নাহ ব্যতীত কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া উপরোক্ত হাদীছ সমূহে উল্লেখিত জামা'আতের আওতাভুক্ত নয়। যেমন খারেজী এবং তাদের পথে পরিচালিত ভ্রান্ত দলসমূহ’। এর উপর ভিত্তি করে আব্দুল্লাহ শাভেবী মনে করেন, তার বর্ণিত ঐ পাঁচটি মতামত যার মধ্যে ইবনু জারীর ত্বাবারীর উক্তিও রয়েছে, এগুলো আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ও আহলুল ইত্তেবার (কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণকারীগণ) উপর আবর্তনশীল। আর জামা'আত সম্পর্কিত হাদীছ দ্বারা তারাই উদ্দেশ্য। তবে ইবনু জারীরের উক্তি অন্যান্য উক্তিগুলো থেকে ভিন্নতার ফায়দা দেয়। ঐ মতামতগুলো উল্লেখ করার পর তিনি বলেন,

৬. শারহুল আকীদাতিল ত্বাহাবিয়া, পৃঃ ৪৩১।

৭. আবু শামাহ, আল-বাইছ আল্লা ইনকারিল বিদঈ ওয়াল হাওয়াদীছ, পৃঃ ২২।

৮. শারহ উছলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১০৮।

وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَيْرِ لِرُومِ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ
 ه'ল ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যারা তাদের সর্বসম্মত
 আমীরের আনুগত্যে রয়েছে। তাঁর 'আছ-ছাওয়াব' (সঠিক
 হ'ল) কথাটি ফায়োদা দেয় যে, অন্যান্য মতামতগুলো তার
 মতের বিপরীত। তবে বাস্তবতা হ'ল, জামা'আতের আক্বীদাহ
 ও কর্মপদ্ধতির দিক থেকে ঐ মতামতগুলোর মধ্যে কোন
 পার্থক্য নেই। এই অর্থাটিকেই আল্লামা শাত্তুবী উদ্দেশ্য
 নিয়েছেন। মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির ব্যাপারে মু'আবিয়া
 (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা
 সম্পর্কে তার আলোচনা ছিল। সেখানে এসেছে, سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي
 عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً - يَعْنِي أَهْلَ الْأَهْوَاءِ - كُلِّهَا فِي النَّارِ
 'আমার উম্মত তিহাত্তরটি দলে
 বিভক্ত হবে (অর্থাৎ প্রবৃত্তির পূজারীরা)। একটি দল ব্যতীত
 সবগুলো জাহান্নামে যাবে। আর সেটি হ'ল জামা'আত'।

অতঃপর শাত্তুবী সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দটিকে
 এ অর্থের উপর আরোপ করেছেন। যার মধ্যে ছয়ায়ফা (রাঃ)
 বর্ণিত হাদীছও রয়েছে। এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ
 নেই। কিন্তু ইবনু জারীর (রহঃ) শুধু ছয়ায়ফা (রাঃ) বর্ণিত
 হাদীছে আগত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা করার ইচ্ছা
 করেছেন। তিনি সকল হাদীছে বর্ণিত জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যা
 করার ইচ্ছা করেননি। পূর্বে বর্ণিত তার মতামত 'হাদীছ দ্বারা
 উদ্দেশ্য হ'ল' (المُرَادُ مِنَ الْخَيْرِ) কথাটি এই বক্তব্যকে সমর্থন
 করে। হাফেয ইবনু হাজার (রহঃ) ছয়ায়ফা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত
 হাদীছের ব্যাখ্যায় ইবনু জারীর (রহঃ)-এর মতামতগুলো
 উল্লেখ করেছেন। ছয়ায়ফা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শব্দ ইবনু
 জারীর (রহঃ)-এর মতামতের অনুকূলে। সেখানে এসেছে, نَزَلُمْ
 جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ
 'তুমি মুসলমানদের জামা'আত
 এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'।^৯

এই অর্থে 'আল-মুফহাম' (المفهم) গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা কুরতুবী
 ইবনু জাবীরের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। যেখানে
 তিনি جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 'তুমি মুসলমানদের জামা'আতকে
 আঁকড়ে ধরবে' এর অর্থে বলেন, অর্থাৎ মুসলমানগণ কোন
 নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হলে তার আনুগত্য থেকে বের হওয়া
 যাবে না। যদিও তিনি যুলুম করেন।^{১০}

এই অর্থে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে
 ছহীহ মুসলিমে ইবনু আক্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে
 এসেছে, مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مِنْ فَارِقٍ
 ... جَمَاعَةَ...
 'যে তার আমীরের
 মধ্যে অপসন্দনীয় কোন কিছু দেখবে, সে যেন ধৈর্য ধারণ
 করে। কেননা যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে এক বিষয় পরিমাণ

দূরে সরে গেল.. (এবং এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হ'ল, সে
 জাহেলিয়াতের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল)।^{১১} আর ছয়ায়ফা
 (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'ল- مَنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةَ وَاسْتَذَلَّ الْإِمَارَةَ -
 রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন
 হয়ে পড়ল এবং ইমারতকে লাঞ্ছিত করল... (সে আল্লাহর
 সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার পক্ষে কোন
 দলীল-প্রমাণ থাকবে না)।'^{১২}

কাযী আয়ায (রহঃ) এই হাদীছের আলোচনায় বলেন,
 রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী مَنْ فَارِقَ الْجَمَاعَةَ 'যে ব্যক্তি
 জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল' এর প্রকাশ্য অর্থ হ'ল-
 সাধারণ মানুষ এবং ইমারতের ব্যাপারে যার সম্পর্কে তারা
 ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তারা হ'লেন আহলুল
 ইলম (জ্ঞানীগণ)।^{১৩} একথার মাধ্যমে কাযী আয়ায (রহঃ)
 জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা ত্বাবারীর সাথে ঐক্যমত
 পোষণ করেছেন। তিনি তার মতের অনুকূল অর্থের ব্যাপারে
 দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন এবং অন্য মতটি দুর্বল ছীগায় (فيل)
 বর্ণনা করার মাধ্যমে তা দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

যদিও এ হাদীছগুলোতে আহলুল ইলম দ্বারা জামা'আতের
 ব্যাখ্যা করা জামা'আতের প্রকাশ্য অর্থ হিসেবে বিবেচিত হয়
 না, কিন্তু এ আলোচনার প্রথমে উল্লেখিত পূর্বের হাদীছসমূহ
 জামা'আতের এ অর্থকে স্পষ্ট করে।

মোদ্দাকথা হ'ল, জামা'আত শব্দের ব্যাখ্যায় দু'টি অর্থই
 গ্রহণযোগ্য। আর ইবনুল আরাবী (রহঃ) এটাকেই স্বীকৃতি
 প্রদান করেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী عَلَيكُمْ
 بِالْجَمَاعَةِ 'তোমাদের উপর আবশ্যিক হ'ল
 জামা'আতবদ্ধভাবে বসবাস করা' এর অর্থ সম্পর্কে বলেন,
 এখানে দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ
 যখন কোন কথার উপরে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন পরবর্তীদের
 জন্য অন্য আরেকটি মতামত আবিষ্কার করা জায়েয হবে না।
 দ্বিতীয় অর্থ হ'ল- তারা যখন কোন ইমামের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ
 হবে, তখন তার সাথে বিবাদ করা বা তার বিরোধিতা করা
 বৈধ হবে না।^{১৪} এ কথার স্বীকৃতি আল্লামা শাত্তুবীর কথা
 থেকেও পাওয়া যায়। জামা'আত দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি
 বলেন, 'বড় দলই শ্রান্ত ফিরক্বাসমূহের মধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত। তারা
 তাদের দ্বীনের বিষয়ে যার উপরে অটল ছিলেন, সেটিই হক্ব।
 আর যে তাদের বিরোধিতা করবে সে জাহেলিয়াতের উপর
 মৃত্যুবরণ করবে। তাই তারা শরী'আতের কোন বিষয়ে
 তাদের বিরোধিতা করুক অথবা তাদের আমীর ও সুলতানের
 বিষয়ে বিরোধিতা করুক। সে হকের বিরোধিতাকারী।'^{১৫}

[চলবে]

৯. বুখারী হা/৩৬০৬:১৮৪৭; মিশকাত হা/৫৩৮-২।
 ১০. আল-মুফহাম ৪/৫৭।

১১. বুখারী হা/৭০৫৩; মুসলিম হা/১৮৪৯; ছহীছুল জামে' হা/৬২৪৯;
 ইরওয়া হা/২৪৫৩; আহমাদ হা/২৮৫৬; মিশকাত হা/৩৬৬৮।
 ১২. হাকেম হা/৪০৯; আহমাদ হা/২৩৩০১; মাজমা'উয যাওয়াদেদ হা/৯১১৮, এ হাদীছের সনদ ছহীহ।
 হাকেম ও আল্লামা যাহাবী বলেন, হাদীছটি ছহীহ। ঐ'আইব আরনাউত বলেন, হাসান।
 ১৩. মাশারিকুল আনওয়ার ১/১৫৩-১৫৪।
 ১৪. আরেযাতুল আহওয়াযী ৯/১০।
 ১৫. আল-ইতিহাম ২/২৬০।

আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম

মূল : শায়খ যুবায়ের আলী যাদ্বি
অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ*

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জামা'আতুল মুসলিমীন এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে : ফিরক্বায়ে মাসউদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মাসউদ ছাহেব নিজেকে এই হাদীছের সত্যায়ন হিসাবে মনে করছেন। অর্থাৎ 'জামা'আতুল মুসলিমীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তার নতুন গজিয়ে ওঠা দল এবং 'ইমাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল স্বয়ং তিনি নিজেই। অতঃপর তিনি এই জামা'আতকে তাগুত সরকারের নিকট থেকে একাধিকবার রেজিস্ট্রেশনও করিয়েছেন।

সম্মানিত শায়খ ডঃ আবু জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী (আল্লাহ তাঁকে হেফযত করুন) স্বীয় 'ফিরক্বায়ে জাদীদাহ' গ্রন্থে মাসউদ ছাহেবের এই ভেঙ্কিবাজি নস্যাক করে দিয়েছেন এবং অকাট্য দলীল ও প্রমাণাদি দ্বারা এটি সাব্যস্ত করেছেন যে, 'জামা'আতুল মুসলিমীন' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের সরকার ও ইমারত এবং 'ইমাম' দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল খলীফা ও সুলতান। প্রকাশ থাকে যে, মাসউদ ছাহেবের ফিরক্বা না কোন হুকুমত ও ইমারতের উপরে শামিল রয়েছে, আর না খলীফা ও সুলতানের উপরে। এজন্য তিনি এই হাদীছের সত্যায়নকারী নন।

সংক্ষেপে নিবেদন হ'ল, আহলে ইলম বা আলেমদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত (ইজমা) রয়েছে যে, এই 'জামা'আত' দ্বারা মাসউদ ছাহেবের জামা'আত উদ্দেশ্য নয়। বরং হয় ইমারত ও হুকুমত বিশিষ্ট রাজনৈতিক জামা'আত অথবা ছাহাবা (রাঃ) ও আহলুল হক্ব (অর্থাৎ আহলুল হাদীছ)-এর জামা'আত।

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) উক্ত হাদীছকে 'বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ' (قتال أهل البغي) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।^১ যার দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, বায়হাক্বীর নিকটেও উক্ত হাদীছের সম্পর্ক রাজনৈতিক বিষয়বলীর সাথে। নতুবা জামা'আত না থাকার কি উদ্দেশ্য হ'তে পারে? অথচ উম্মতের একটি দল (অর্থাৎ হক্বপন্থীদের জামা'আত) কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে অবশিষ্ট থাকবে। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)ও এর দ্বারা 'আমীর' উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় আমীর।

تَلَزُمُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامِهِمْ 'মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় আরয হ'ল, জামা'আতুল মুসলিমীন (جماعة المسلمين) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল মুসলমানদের খেলাফত এবং 'তাদের ইমাম' (إمامهم) দ্বারা 'খলীফা' (خليفةهم) উদ্দেশ্য। এ ব্যাখ্যার দু'টি দলীল নিম্নরূপ :

* সৈয়দপুর, নীলফামারী।

১. আস-সুনানুল কুবরা, ৮/১৫৬।

১. (সুবাই' বিন খালেদ) আল-ইয়াশকুরী-এর সনদে বর্ণিত আছে যে, ছযায়ফা (রাঃ) বলেছেন, فَإِن لَّمْ تَجِدْ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةً، 'যদি তুমি তখন কোন খলীফা না পাও, তাহ'লে মৃত্যু অবধি পালিয়ে থাকবে'।^২

এই হাদীছের রাবীদের (বর্ণনাকারীদের) সংক্ষিপ্ত তাওছীক্ব (সত্যায়ন) নিম্নরূপ :

১. সুবাই' বিন খালেদ আল-ইয়াশকুরী (রহঃ) : ইবনু হিব্বান, ইমাম ইজলী, হাকিম, আবু 'আওয়ানা এবং যাহাবী তাঁকে ছিক্বাহ (নির্ভরযোগ্য) ও ছহীছুল হাদীছ বলেছেন। আর এ শক্তিশালী তাওছীক্বের পর তাঁকে 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) বা 'মাসতুর' বলা ভুল।^৩

সতর্কীকরণ : এই তাওছীক্বের বিপরীতে সুবাই' বিন খালেদ (রহঃ)-এর ব্যাপারে কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনা বিদ্যমান নেই।^৪

২. ছাখর বিন বদর আল-ইজলী (রহঃ) : ইবনু হিব্বান এবং আবু 'আওয়ানাহ তাঁকে ছিক্বাহ ও ছহীছুল হাদীছ বলেছেন। আর এই তাওছীক্বের পরে শায়খ আলবানীর তাঁকে 'মাজহুল' বলা ভুল।

৩. আবুত-তাইয়াহ ইয়াযীদ বিন ছুয়ায়েদ (রহঃ) : ছহীহায়েন এবং সুনানে আরব'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত (নির্ভরযোগ্য) ছিলেন।

৪. আব্দুল ওয়ারিছ বিন সাঈদ (রহঃ) : ছহীহায়েন এবং সুনানে আরব'আর রাবী এবং ছিক্বাহ-ছাবত ছিলেন।

৫. মুসাদ্দাদ বিন মুসারহাদ (রহঃ) : ছহীহ বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থের রাবী এবং ছিক্বাহ হাফেয ছিলেন।

প্রমাণিত হ'ল যে, এ সনদটি হাসান লি-যাতিহি। আর ক্বাতাদার (ছিক্বাহ মুদাল্লিস) নাছর বিন আছিম থেকে সুবাই' বিন খালেদ সুব্রের বর্ণনাটি ছাখর বিন বদরের হাদীছের শাহেদ বা সমর্থক। যেটি মাসউদ আহমাদ বিএসসির 'উছুলে হাদীছ'-এর আলোকে সুবাই' বিন খালেদ (রহঃ) পর্যন্ত ছহীহ।^৫

এই 'হাসান' বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, ছযায়ফা (রাঃ)-এর হাদীছে ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল খলীফা। স্মর্তব্য যে, হাদীছ হাদীছের ব্যাখ্যা করে। এই হাদীছ দ্বারা 'জামা'আতুল মুসলিমীন' এবং তাদের ইমাম অর্থাৎ খলীফার আলোচনার অকাট্য ফায়ছালা হয়ে যায়।

২. সুনানে আবু দাউদ, হা/৪২৪৭, সনদ হাসান; মুসনাদে আবু 'আওয়ানাহ, ৪/৪২০, হা/৭১৬৮।

৩. কোন রাবীকে ছিক্বাহ হিসাবে আখ্যায়িত করাকে 'তাওছীক্ব' বলে। আর 'মাজহুল' শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল এ রাবী, যার ইলমী অবস্থা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্মরণশক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ অবগত নন। মাজহুল রাবী দু'ধরার। ১. মাজহুল 'আইন' : যার নাম জ্ঞাত হ'লেও অন্যান্য বিষয়াদি অজ্ঞাত এবং তার নিকট থেকে মাত্র একজনই হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এমন রাবীকে 'মাজহুল 'আইন' বলা হয়। তাওছীক্ব না করা হলে এমন রাবীর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ২. মাজহুল হাল : যে রাবী থেকে দুই কিংবা দু'জনের অধিক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তার তাওছীক্ব করা হয়নি তাকে মাজহুল হাল বা 'মাসতুর' বলা হয়। জমহুরের নিকটে এমন রাবীর বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত (কিষ্টিরিত দ্রষ্টব্য: ড. মাহমুদ আত-তহান, তায়সীক্ব মুহত্বালিল হাদীছ, পৃঃ ১২০-১২১; উত্তর সুহায়েল হাসান, মু'জামু ইছতলাহাতিল হাদীছ, পৃঃ ৩০৪-৩০৬)।-অনুবাদক।

৪. কিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্বালাত, ৩/৩৪৫-৩৫০।

৫. দেখুন : সুনানে আবু দাউদ, হা/৪২৪৪; হাকেম (৪/৪৩২-৪৩৩) একে ছহীহ বলেছেন এবং যাহাবী তার সাথে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

ফায়েরা : ইমাম ইজলী নির্ভরযোগ্য ইমাম ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁকে শৈথিল্যবাদী আখ্যায়িত করা ভুল।^৬

২. হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী **تَلَزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ** মুসলমানদের জামা'আতকে এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, **قَالَ الْبَيْضاوِيُّ : الْمَعْنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَعَلَيْكَ بِالْعَزَلَةِ وَالصَّبْرِ عَلَى تَحْمُلِ شِدَّةِ الزَّمَانِ وَعَضُّ أَصْلِ الشَّجَرَةِ كِنَايَةً عَنِ الْكَبَائِدَةِ الْمَشْقَّةِ** 'বায়যাবী (মৃঃ ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন, এর অর্থ হ'ল, যখন যমীনে কোন খলীফা থাকবে না, তখন তোমার কর্তব্য হ'ল বিচিহ্ন থাক। এবং যুগের কষ্ট সহ্য করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর গাছের শিকড় কামড়ে থাকা দ্বারা কষ্ট সহ্য করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে'।^৭

হাফেয ইবনু হাজার মুহাম্মাদ বিন জারীর বিন ইয়াযীদ আত-ত্বাবারী (মৃঃ ৩১০ হিঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, **وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَبْرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةٍ مِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِينِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ، قَالَ : وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ إِمَامٌ فَافْتَرَقَ النَّاسُ أَحْزَابًا فَلَا يَتَّبِعُ أَحَدًا فِي الْفِرْقَةِ وَيَعْتَزُّلُ الْجَمِيعَ إِنْ إِيضًا** 'সঠিক হ'ল, হাদীছ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা, যে (দলটি) তার (ইমাম)-এর ইমারতের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। আর যে ব্যক্তি তার বায়'আতকে ভঙ্গ করল, সে জামা'আত থেকে বের হয়ে গেল। তিনি (ইবনে জারীর) বলেন, আর হাদীছটিতে (এইও) আছে যে, যখন মানুষের কোন ইমাম থাকবে না এবং লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, তখন সে কোন দলেরই অনুসরণ করবে না এবং সক্ষম হলে সব দল থেকে বিচিহ্ন থাকবে'।^৮

ছহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাতা আল্লামা আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল মালেক বিন বাত্তাল কুরতুবী (মৃঃ ৪৪৯ হিঃ) বলেছেন, **وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين** - **وترك القيام على أئمة الجور** - মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরার এবং যালিম শাসকদের বিরোধিতা না করার দলীল রয়েছে'।^৯

হাফেয ইবনু হাজার উক্ত হাদীছের একটি অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, **وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة** **وهو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة** 'এটি মুসলমানদের জামা'আতকে

আঁকড়ে ধরা এবং তাদের শাসকদের আনুগত্য করার ইঙ্গিতবাহী। যদিও তারা (শাসকবর্গ) নাফরমানী করে'।^{১০}

হাদীছ ব্যাখ্যাকারকদের (ইবনু জারীর ত্বাবারী, ক্বাযী বায়যাবী, ইবনু বাত্তাল ও হাফেয ইবনু হাজার) উক্ত ব্যাখ্যাসমূহ (সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুপাতে) দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, উল্লেখিত হাদীছ (জামা'আতুল মুসলিমীন ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে) দ্বারা প্রচলিত জামা'আত ও দলসমূহ (যেমন মাসউদ আহমাদ বিএসসির জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উদ্দেশ্য নয়। বরং মুসলমানদের সর্বসম্মত খেলাফত ও খলীফা উদ্দেশ্য।

একটি হাদীছে এসেছে যে, **مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٍ** 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এমতাবস্থায় যে তার কোন ইমাম (খলীফা) নেই, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'।^{১১}

এই হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর এক ছাত্রকে বলেছেন যে, **تدري ما للإمام؟ الذي يجمع** 'তুমি কি জান (উক্ত হাদীছে বর্ণিত) ইমাম কাকে বলে? ইমাম তিনিই, যার ইমাম হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ ঐক্যমত পোষণ করেছে। প্রতিটি লোকই বলবে যে, ইনিই ইমাম (খলীফা)। এটাই উক্ত হাদীছের মর্মার্থ'।^{১২}

এই ব্যাখ্যা দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'তাদের ইমাম' (ইমাম) দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল ঐ ইমাম (খলীফা), যার খেলাফতের ব্যাপারে সকল মুসলমানের ইজমা হয়ে গেছে। যদি কারো ব্যাপারে প্রথম থেকেই মতানৈক্য হয়, তবে তিনি এই হাদীছে উদ্দেশ্য নন। এজন্য ফিরক্বায়ে মাসউদিয়ার (জামা'আতুল মুসলিমীন রেজিস্টার্ড) উক্ত হাদীছ দ্বারা নিজের তৈরী ও নতুন গজিয়ে ওঠা ফিরক্বাকে উদ্দেশ্য নেয়া ভুল, বাতিল এবং অনেক বড় ধোঁকাবাজি।

আপনারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন যে, কোন নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ইমাম, মুহাদ্দীছ, হাদীছের ভাষ্যকার অথবা আলেম খায়রুল কুরনোর (স্বর্ণ) যুগ, হাদীছ সংকলনের যুগ এবং হাদীছ ব্যাখ্যাতাদের যুগে (১ম হিজরী শতক থেকে ৯ম হিজরীশতক পর্যন্ত) কেউ কি এ হাদীছ দ্বারা এই দলীল সাব্যস্ত করেছেন যে, জামা'আতুল মুসলিমীন দ্বারা খেলাফত উদ্দেশ্য নয় এবং 'তাদের ইমাম' দ্বারা খলীফা উদ্দেশ্য নয়। বরং কাণ্ডজে রেজিস্টার্ড জামা'আত এবং তার কাণ্ডজে অসমর্থিত আমীর উদ্দেশ্য? যদি এর কোন প্রমাণ থাকে তবে যেন পেশ করে। অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদেরকে যেন বিভ্রান্ত না করে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : মুহতারাম আবু জাবের আব্দুল্লাহ দামানভী হাফিয়াহুল্লাহর গ্রন্থ 'আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ'।^{১৩}

৬. দেখুন : তাহক্বীক্বী মাক্ব্বালাত, ৩/৩৫১-৩৫৩।

৭. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।

৮. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।

৯. ইবনু বাত্তাল, শরহে ছহীহ বুখারী, ১০/৩৩।

১০. ফাৎহুল বারী, ১৩/৩৬।

১১. ছহীহ ইবনে হিব্বান, ১০/৪৩৪; হা/৪৫৭৩; হাদীছ হাসান।

১২. সুওয়ালাতু ইবনে হালী, পৃঃ ১৮৫; অনুচ্ছেদ ২০১১; তাহক্বীক্বী মাক্ব্বালাত ১/৪০৩।

১৩. খাতিয়ুন : ডঃ আবু জাবের দামানভী, রুক-৩৮, বাত্তী-৬৪৭, কিম্বাভী, করাচী। পোস্ট কোড : ৭৫৬২০।

আহলে সূনাতে বিরুদ্ধে মাসউদ ছাহেবের কতিপয় শিশুসুলভ সমালোচনা :

‘মাযাহিবে খামসাহ’ (পঞ্চ মাযহাব) নামক পুস্তিকার ৩২ পৃষ্ঠায় মাসউদ ছাহেব এই দাবী করেছেন যে, ছালাতে ‘আল্লা-হুমা ইন্নী আ’উযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম....’ পাঠ করা ফরয এবং ‘ছালাতুর রাসূল’ গ্রন্থের ২৭৮ পৃষ্ঠা থেকে হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটা (রহঃ)-এর একটি ইবারত থেকে এই ফলাফল গ্রহণ করে যে ‘উল্লেখিত দো’আটি পড়া যক্ষরী নয়’ আহলুস সূনাহকে (আহলেহাদীছ) দোষারোপ করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

জবাব-১ : মুহতারাম হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক শিয়ালকোটা (রহঃ)-এর প্রতিটি কথাই আহলেহাদীছদের জন্য দলীল নয়। আর না কোন আহলেহাদীছ তাঁর প্রত্যেক কথাকে দলীল মনে করে। এজন্য অভিযোগটি গোড়াতেই খতম হয়ে গেছে।

জবাব-২ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **ثُمَّ لِيُتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ** ‘অতঃপর মুছল্লী যেন নিজের জন্য যে কোন দো’আ পসন্দ করে এবং দো’আ করে’।^{১৪}

প্রতীয়মান হ’ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো মুছল্লীকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু মাসউদ ছাহেব সেই স্বাধীনতাকে হরণ করছেন।

জবাব-৩ : ইমাম বুখারী (রহঃ) উক্ত হাদীছের উপরে এই অনুচ্ছেদটি বেঁধেছেন, **بَابُ مَا يُتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُدِ**

وَكَيْسَ بِوَأَحِبِّ إِسْرٍ، اَتْخَذَ تَا آوَإَشْيَاكُ نَی’।^{১৫}

যদি মাসউদ ছাহেব তার লকবসহ কোন ফৎওয়া প্রদান করেন, তবে তার ফৎওয়ার টার্গেটে ইমাম বুখারী (রহঃ)ও এসে যাচ্ছেন। (আমরা মুসলমানদেরকে কাফের আখ্যাদান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি)।

জবাব-৪ : ধরুন যে, হাকীম মুহাম্মাদ ছাদেক ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর ভুল হয়েছে। তবে এটা তাদের ইজতিহাদী ভুল। আহলুল হাদীছদের নিকটে হকের মানদণ্ড এবং দলীল তিনটি- ১. কুরআন মাজীদ ২. ছহীহ হাদীছসমূহ ৩. উম্মতের ইজমা।

সতর্কীকরণ : কুরআন মাজীদ ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা এটা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মতের ইজমাও শরী’আতের দলীল এবং হুজ্জাত বা প্রমাণ। উপরন্তু ইজতিহাদের বৈধতাও প্রমাণিত রয়েছে। আর সালাফে ছালেহীনের আছার দ্বারা দলীল গ্রহণ সর্বোত্তম ইজতিহাদ।

এভাবে মাসউদ ছাহেব এবং তার দল যুগের কলংক ‘আল-মুসলিম’ নামক পত্রিকায় (নামটি হওয়া উচিত ছিল এর বিপরীত) আহলেহাদীছ ও আহলে আছারদের (অর্থাৎ

মুহাদ্দিছগণ এবং তাদের সাথীগণ) বিরুদ্ধে ‘দসতুরুল মুত্তাকী’ নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে অপবাদ আরোপ করে রেখেছেন। অথচ আহলেহাদীছদের নিকটে ‘দসতুরুল মুত্তাকী’ না কুরআন, আর না ছহীহ হাদীছসমূহের সংকলন। এজন্য এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি উদ্ধৃতি আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে দলীল নয়। এতে কুরআন মাজীদে যে আয়াতসমূহ এবং যে ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে, সেগুলি দলীল। এ গ্রন্থের লেখকের নিজস্ব রায় সমূহ কোন আহলেহাদীছের নিকটেই দলীল নয়। সুতরাং কেন আহলেহাদীছদেরকে দোষারোপ করা হচ্ছে?

মাসউদ ছাহেবের এই শিশুসুলভ কর্মকাণ্ডের দ্বারা কারা উপকৃত হবে? তিনি কি মুহাদ্দিছদের শত্রুদের হাতকে শক্তিশালী করছেন না?

যেমন- আহলুল হাদীছ নামটি তার নিকটে বিদ’আত মনে হয়েছে। তাই তার মূলনীতি অনুযায়ী ইমাম বুখারী ও অন্যান্য বিদ’আতী সাব্যস্ত হয়েছেন। কেননা তাঁরা এই নামটি ব্যবহার করেছেন। (আল্লাহর কাছে পানাহ চাই)। বিদ’আতের এই সুর কোথায় গিয়ে শেষ হবে?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন খুৎবায় বলেন, **أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي** **أَنْ أَعْلَمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادًا حَلَالًا وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَنْتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَنِبْنَهُمْ عَن دِينِهِمْ وَحَرَمَتِ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ لَهُمْ** ‘আমার রব আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ সকল বিষয় শিক্ষা দিব যেগুলি তোমরা অবগত নও এবং যা আমার প্রভু আজ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (আল্লাহ বলেন,) আমি আমার কোন বান্দাকে যে সকল সম্পদ দান করি, তা হালাল। আমি আমার সকল বান্দাকে ‘হনাফা’ (হানীফ)^{১৬}-এর বহুবচন করে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু শয়তান তাদের নিকটে এসে তাদেরকে পদস্থলিত করে। আর যে সকল বস্তু আমি তাদের জন্য হালাল করেছি, সেগুলিকে তাদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করে’।^{১৭}

আল্লাহর কাছে দো’আ রইল যে, তিনি যেন এসব পথভ্রষ্টকারী শয়তানগুলো থেকে আমাদেরকে স্বীয় হেফাযতে রাখেন এবং আহলুল হাদীছদেরকে (অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ) এই পৃথিবীতে রাজনৈতিক বিজয় দিয়ে তাঁর জামা’আতুল মুসলিমীন এবং এর ইমাম তথা খলীফাকে ক্বায়েম করে দেন- আমীন!

সতর্কীকরণ : এই প্রবন্ধটি প্রথমে ‘আল-ফিরক্বাতুল জাদীদাহ’-এর শুরুতে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে সংশোধন, সম্পাদনা ও অতিরিক্ত ফায়েদা সহ এটাকে দ্বিতীয় বার প্রকাশ করা হচ্ছে। আল-হামদুলিল্লাহ। (৬ই অক্টোবর, ২০১১ইং)।

[চলবে]

১৪. ছহীহ বুখারী, হা/৮৩৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪০২।
১৫. বুখারী, হা/ ৮৩৫-এর পূর্বে।

১৬. ‘হানীফ’ অর্থ একনিষ্ঠ। ‘দ্বীনে হানীফ’ হ’ল ইসলাম ধর্ম। ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্মকে ‘দ্বীনে হানীফ’ বলা হয়। মূলতঃ একনিষ্ঠ মুসলমানগণই হ’লেন হানীফ।-অনুবাদক।
১৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৬৫।

মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন

আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখনীর মাধ্যমে যখন জেনেছিলাম 'ছাহাবায়ে কেরামের অনেকে ব্যবসার পণ্য নিয়ে পালের নাও সাজিয়ে জাভা-সুমাত্রা-মালাক্কা দ্বীপসমূহে আগমন করেছিলেন, তখন থেকেই মনের মধ্যে এক উদগ্র বাসনা চেপে বসেছিল, ওসব এলাকা দেখার জন্য। সে বাসনার তীব্রতা বেড়ে গিয়েছিল ১৯৯৩ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের পাশাপাশি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র ভাইদের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে। ছাহাবীদের বিশ্বব্যাপী দাওয়াতী মিশনের পদাংক অনুসরণ করতে পারাটা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্বও বটে।

চলতি বছরে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিঙ্গাপুর শাখার দায়িত্বশীল ভাইদের উদ্যোগে সিঙ্গাপুরে এক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। আমার সেখানে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পাসপোর্ট-ভিসার কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় তা স্থগিত করা হয়। পরবর্তী ঈদুল ফিতরের ছুটিতে প্রোগ্রাম হওয়ার এক সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করা হয়। মালয়েশিয়া হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়া সহজ বিধায় ঐ পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আমাদের দ্বীনী ভাই জনাব ডাঃ আল-আমীন ছাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমে মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর সে অনুযায়ী কাজ হ'ল মাশাআলাহ। উল্লেখ্য যে, তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। আলাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন- আমীন!

যাইহোক অবশেষে ভিসা পাওয়া গেল। অতঃপর টিকেটের ব্যাপারে মালয়েশিয়া প্রবাসী আমাদের দ্বীনী ভাইদ্বয় জনাব যাকারিয়া (ঢাকা) ও সাইফুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) এবং তাদের সাথীগণ দায়িত্ব নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেন। মালয়েশিয়া থাকাকালীন সময়ে মেঘবান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ আলী ভাই (কলিকাতা)।

১৩ই জুন রাত ১১-টা ২০ মিনিট মালিন্দা এয়ারলাইন্স যোগে সফর শুরু হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকট থেকে আগেই বিদায় নিয়েছিলাম। বিদায় বেলায় বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপট সামনে রেখে তিনি যে তাৎপর্যপূর্ণ নছীহত করেছিলেন, তা আমার সারা জীবনের চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে ইনশাআলাহ।

বিমান ডানা মেলে উড়ে চললো কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম তা মনে নেই। সামান্য ঝাকুনিতে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারলাম বিমান নামতে শুরু করেছে। দ্রুত বেল্ট বেঁধে নিলাম। নামার পর ইমিগ্রেশনের কাজ।

-কীমানা নামু পারকী? অর্থাৎ আপনি কোথায় যাবেন?

-ছায়া পারকী সুংগাই বুলু অর্থাৎ আমি সুংগাইবুলু যাব।

এই জাতীয় ভাঙ্গা ভাঙ্গা কিছু মালয়ী বাক্য শিখে নিয়েছিলাম। তার সাথে হালকা ইংরেজী মিশিয়ে কাজ চালিয়ে নিলাম।

১৪.০৬.১৫ তারিখ ভোরের স্নিগ্ধ আলোতে এয়ারপোর্টের বাইরে বের হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উপস্থিত হ'লেন মুহাম্মাদ আলী ভাই আর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত জনাব আলী হায়দার ভাই। সাথে ছিল আলী ভাইয়ের ছোট ছেলেটি। রাস্তার দু'দিকে নয়নাভিরাম দৃশ্য, গাছ-পালা, তরুণতা, পাহাড়-পর্বত, ফোয়ারা প্রভৃতি দেখে কেবলই মনে হয় মহান প্রতিপালক যেন অবিরাম করুণাধারা বর্ষণ করছেন সর্বত্র, অনন্ত-অসীম যেন তাঁর বাগানে নিজ হাতে পানি দিচ্ছেন। নাশতার বিরতি হ'ল এক রেস্টুরেন্টে। তারপর সোজা হুমায়ুন ভাইয়ের বাসায়। সেখানে হুমায়ুন ভাই ও যাকারিয়া ভাই অপেক্ষা করছেন আটার রুটি ঘুমু পাখীর ভূনা গোশত আরও কত কিছু খাবারের আইটেম নিয়ে। ভূরিভোজ সেরে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় ঘুমিয়ে গেলাম।

পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল পঞ্চম আলম মসজিদে। বাদ যোহর পাবনার হাফীযুর ভাইসহ আরও অনেকে এসেছেন নিতে। দ্রুত ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম অনুষ্ঠানস্থলের উদ্দেশ্যে। প্রাণবন্ত প্রোগ্রাম হ'ল। তারপর মধ্যাহ্নভোজ শেষে যাকারিয়া ভাইয়ের বাসায় গেলাম। বাসাটি 'মাতাম পাগার' (অর্থ গুলিস্তান বা ফুল বাগান) এলাকায় অবস্থিত।

১৪.০৬.১৫ বাদ এশা 'মাতাম পাগার' মসজিদে প্রোগ্রাম হ'ল। ওদেশে শিরকের মঞ্চ-বেদী নেই। বিশেষ করে কবরপূজা, মাযারপূজা নেই। তবে কতক মসজিদে ছালাত শেষে বিদ'আত দেখলাম অভিনব কায়দায়। আর তা হ'ল মাইকে জোরে যিকর করা, সম্মিলিত মুনাজাত আর মীলাদ-ক্বিয়াম। যাতে আবার বড়রা দাঁড়িয়ে থাকে গোলাকার হয়ে, আর ছোটরা তাদের হাতে চুমু দেয় ঘুরে ঘুরে। কতক ইমাম টাখনুর নীচে কাপড় পরেছেন। জিজ্ঞাসা করলে শাফেঈ মাযহাবের দোহাই দিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন। এ পরিবেশ দেখে মনে মনে বললাম, হায়রে মাযহাব! তুই স্বেচ্ছাচারীদের হাতিয়ার, তুই পুঁজিবাদীদের হাতিয়ার, তুই পেটুরা মোলা-মুফতীদের পেট পূজার হাতিয়ার!

প্রোগ্রাম শেষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর শাখা গঠনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে 'সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াতী কাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব' বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হ'ল। অবশেষে পুনরায় জনাব আরীফ ভাইয়ের বাসায় নৈশভোজ সেরে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় এসে ঘুমিয়ে গেলাম।

১৫.০৬.১৫ দুপুরে ইঞ্জিয়ান হোটেলে নানা পদের খাবার খেয়ে 'বান্দার বার' (নতুন শহর) বড় মসজিদে যোহর ছালাত আদায় করলাম। তারপর পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রামে যোগদানের জন্য 'পুচং মাজুজায়া'তে জনাব ফারুক ভাই (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)-এর মার্কেটের উপরে অবস্থিত সুরাউ ওয়াস্তিয়া মসজিদে হাযির হ'লাম। ফারুক ভাই ও মসজিদের ইমাম সহ অন্যান্য দ্বীনী ভাইয়েরা সাদর সম্ভাষণ জানালেন। ফারুক ভাইয়ের রেস্টুরেন্টের তৈরী নানান স্বাদের মুখরোচক খাবার খেয়ে তৃপ্ত হ'লাম। প্রোগ্রাম শেষে কটুর এক ছুফীবাদী আক্বীদায় বিশ্বাসী দেশী ভাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালালে ফারুক ভাই, মুহাম্মাদ আলী ভাই এবং আযাদ ভাইয়ের কঠোর প্রতিবাদের মুখে তা নস্যাত্ব হয়ে যায়।

রাতে ফিরে এসে মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় অপেক্ষমান জনাব আলী হায়দার ভাই, তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব শহীদ ভাই সহ আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। সেখানে মালয়েশিয়ার সুস্বাদু ফল 'ডরিয়ান'-এর স্বাদে-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ফালিলাহিল হামদ।

পরদিন সকালে আলী হায়দার ভাইয়ের সাথে ইসলামিক ইউনিভার্সিটিসহ বিশেষ জায়গা সমূহে যাওয়ার কথা। বিধায় তাঁর বাসাতেই রাত্রি যাপন করলাম।

১৬.০৬.১৫ সকালে বিশ্বনন্দিত 'ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া'-এর ডাইনিং-এ নাশতার কাজ সারা হ'ল। সে এক অপূর্ব স্মৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশাল মসজিদ, সুউচ্চ মিনার দর্শনার্থীদের প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। এ দেশের মসজিদ সমূহে আরব দেশগুলির মতোই বাচ্চাদের তা'লীমের ব্যবস্থা আছে। সেই সাথে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী সাহিত্যের সমাহারও রয়েছে। যদিও তার মধ্যে বিদ'আতী খতম পড়া ও যিকর-এর বইও নযরে পড়ল।

ইচ্ছা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মহোদয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং বাংলাভাষী ভাইদের মাঝে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর দাওয়াতকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদের সাথে পরামর্শ করা। কিন্তু তেমন কারো সাথে সাক্ষাৎ না হওয়ায় আপাতত সে সুযোগ হ'ল না। যাইহোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে রওয়ানা হ'লাম কুয়ালালামপুর সিটি সেন্টারের দিকে। সেখানকার শপিংমলগুলিতে ঢোকান রুচি হ'ল না অর্ধনগ্ন মহিলাদের অবাধ আনাগোনা দেখে। আলাহ মাফ করুন। অতঃপর এক মালয়ী হোটলে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে নিয়ে 'আমপাং'-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। অতঃপর জনাব মুহিব্বুল্লাহ ভাই ও শাহরিয়ার ভাইদের অফিসে এক সর্ফক্সিও অথচ সারগর্ভ আলোচনা হয়। যার ফলে উপস্থিত দ্বীনী ভাইদের মাঝে সাংগঠনিকভাবে কর্মতৎপরতা পরিচালনার প্রেরণা জাগে। 'সংগঠন করা হারাম'!-মর্মে যারা এ যাবৎ সবক শুনেছেন তাদেরও খানিকটা হ'লেও ধূম্রজাল কেটে যায়। পরিশেষে বৈঠকে উপস্থিত দ্বীনী ভাইদের সর্বসম্মতিক্রমে জনাব হাফেয আবুল খায়ের ভাইকে আহ্বায়ক এবং জনাব সোলায়মান ভাইকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

মালয়েশিয়ায় অবস্থানকালীন আমার স্থায়ী মেঘবান জনাব মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের বাসায় রাত্রি যাপন করে পরদিন সকালে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বিদায়ের সময় ছোট্ট সোনামণি সুমাইয়া বিনতে মুহাম্মাদ আলীকে ছেড়ে আসতে কষ্ট হচ্ছিল। অবুঝ নিষ্পাপ এই দুধের শিশুটি বাড়িতে মেহমান পেয়ে দারুণ খুশী হয়েছিল।

গাড়ী ছুটে চলল 'কাজাং'-এর দিকে। বাবাজী মুনীর কাজাং বাসস্ট্যাণ্ডে অপেক্ষা করছেন।

'আডে! কীমানা কাজাং বাসস্ট্যাণ্ড?' অর্থাৎ 'ছোট ভাই! কাজাং বাসস্ট্যাণ্ড কোথায়?' মুহাম্মাদ আলী ভাইয়ের পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করা শুনে ভালোই লাগছিল। মালয়েশিয়ার লোকেরা খুবই বিনয়ী ও নম্র-ভদ্র। ওদেশে বাংলাদেশীরা মোটামুটি ভালোই আছেন। চাইনীজরা তো এক রকম দখলদারিত্ব নিয়েছে ওদের উপর। ইণ্ডিয়ানদের অনেকে নাকি সন্ত্রাস ও ছিনতাই-এর

সাথে জড়িত। ওদেশের বাসিন্দারা পুলিশ ও আইনকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

'কাজাং' বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছেই মুনীর বাবাজী, কামাল আব্দুল বাকী সহ আরও অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। তাদের বাসায় গিয়ে দুপুরের খাবার গ্রহণ করলাম। বিদেশের মাটিতে দেশী খাবার পেয়ে খুবই তৃপ্তির সাথে খেললাম। খাওয়ার পূর্বে দ্বীনী আলোচনা করছিলেন ভাই মুহাম্মাদ আলী। মাযহাবী দু'জন ভাই এসে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরাও ছিলেন দাওয়াতী মেহমান। তাদের মধ্যকার কনিষ্ঠজন আলী ভাইয়ের সাথে কথা কাটাকাটি করার চেষ্টা করল। বড় জন ইংগিত করে বলল, উনারা আহলেহাদীছ। উনাদের সাথে কথা না বলাই ভাল হবে।

এবার বিদায়ের পালা। বেদনা-বিধুর পরিবেশে বিদায় নিয়ে এয়ায়পোর্টে এসে দেখি যাত্রার তারিখ পরিবর্তন। হেতু বুঝলাম না। আমার হাতের টিকেটে ১৭.৬.১৫ তারিখ লেখা ছিল। কিন্তু তাদের কম্পিউটারে নাকি ১৯.৬.১৫ রেকর্ড আছে। বহু চেষ্টা করেও কাজ হ'ল না। সুতরাং আরও দু'দিন থেকে যেতে হবে। মেহমানের মেয়াদ আরও দু'দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মুহাম্মাদ আলী ভাই তো বেজায় খুশী। ফিরতে ফিরতে দেরী হয়ে গেল। বিধায় ঐদিন মালয়েশিয়ার প্রথম তারাবীহ ছালাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হ'ল না। হালকা বাজার-ঘাট সেরে বাসাতে এসে তারাবীহ ছালাত আদায় করলাম। প্রথম ছিয়াম ওখানই কাটলে।

১ম ছিয়াম ছিল বৃহস্পতিবার। ইফতারের দাওয়াত ছিল 'শাহ আলম' এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী জনাব দ্বীন ইসলাম ছাহেবের ফ্যাক্টরীতে। ইফতারীর রকমারীতে চোখ বালসে গেল। মাগরিব শেষে বিলাসবহুল রেস্টুরেন্টে খাবারের ব্যবস্থা। তারপর 'বুকতী খিলুত্তোন' মসজিদে তারাবীহ ছালাত আদায়ের জন্য নিয়ে গেলেন দ্বীন ইসলাম ছাহেব। এয়ারবিয়ান স্টাইলের কুরআন তেলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তারাবীহ ছালাত পড়ছিলাম। কিন্তু বিশ রাক'আত? মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ৮ রাক'আত শেষে বেরিয়ে এলাম আমরা সবাই। মসজিদের পার্শ্বে মুছলীদের জন্য ফ্রী খাবারের ব্যবস্থা আছে। সেখানেও নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ। দ্বীন ইসলাম ছাহেবের ফ্যাক্টরীতে ফিরে এসে আহলেহাদীছ ও আহলুল রায়-এর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য সমূহ আলোচনা হ'ল। অনেকেই বুঝতে পারলেন যে, এই মাযহাবী অন্ধত্বই মুসলিম জাতির জন্য সর্বনাশের অন্যতম কারণ। ৮০১হিঃ হ'তে ১৩৪৩ পর্যন্ত কা'বা গৃহে চার মাযহাবের চার মুছাল্লাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

পরদিন ছিল জুম'আর দিন। ছালাত আদায় করলাম 'বান্দার বারু' জামে মসজিদে। এরপর এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা হ'লাম। পথিমধ্যে যাকারিয়া ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হ'ল। কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ী বদল করে জনাব আলী হায়দার ভাইয়ের সাথে রওয়ানা হ'লাম। এয়ারপোর্ট পৌঁছে বোর্ডিং পাস নিলাম। তারপর আলী ভাইকে বিদায়ী দো'আ পাঠ করে বিদায় জানালাম। অতঃপর বিমানে চড়ে বসলাম। একসময় বিমান এগিয়ে চলল দিগন্তের পানে। দীর্ঘশ্বাস টেনে পুনরায় আসার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বললাম, 'বিদায় মালাকান' (الوداع ملكان)।

হকের পথে যত বাধা

আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না

সিরাজগঞ্জ যেলার চৌহালী উপেলার যমুনা নদীর বুকে জেগে ওঠা চরের মধ্যে একটি চরের নাম স্থলচর। বর্তমানে এটি একটি গ্রাম। সেই অজপাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি। পিতার নাম সন্তোষ আলী। হানাফী পরিবারে আমার জন্ম। পিতার বড় ছেলে হওয়ার কারণে ছোটবেলা থেকে আমি একটু ডানপিটে স্বভাবের ছিলাম। যেমন গান-বাজনার জন্য যত ধরনের যন্ত্র দরকার, সব আমার সংগ্রহে ছিল। ছোটবেলা থেকে গানের নেশায় মত্ত থাকায় খুব বেশী দূর পর্যন্ত লেখাপড়া করা হয়নি। তবে যতটুকু লেখাপড়া করেছিলাম সেটুকুর সন্ধ্যাবহার করেই আজকের এই লেখা। আর এর ফলেই হকের পথে শক্ত অবস্থানে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। ফাল্লিগ্লা-হিল হাম্দ।

লেখাপড়া বেশী ভাল না করার কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য কর্মের পিছনে ছুটতে হয়েছে আমাকে। তাই একটু বড় হয়েই কার্টামিক্সির কাজ শিখতে শুরু করি। এর মাধ্যমেই আমি হকের পথের সন্ধান পাই। আহলেহাদীছ আলেম-উলামার বক্তব্য শুনে আমার চিন্তা-চেতনা হকের দিকে ফিরে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে আমি ঘরের ভিতরে ছালাত পড়ার সময় রাফউল ইয়াদায়ন শুরু করি এবং বাইরে মাযহাবীদের মত করে ছালাত আদায় করতে থাকি। এভাবে ভয়ে ভয়ে প্রায় এক মাস কেটে গেল। তারপর আমি চিন্তা করলাম, এভাবে ছালাত বা ইবাদত করে কি হবে? তারপর আমি আমার এক সাথীকে বললাম, আমি ঘরের ভিতরে ছহীহ হাদীছ অনুসারে ছালাত আদায় করি। সে বলল, আমিও তো এভাবেই ছালাত আদায় করি! তারপর সেই সাথী (যে ছিল হানাফী মাযহাবের এবং পরে ছহীহ হাদীছের অনুসারী) একদিন আমাদের এক আহলেহাদীছ ভাইয়ের সাথে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তার পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়ায়। এরপর ছালাত শেষে সেই পুরানো আহলেহাদীছ ভাই জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা হানাফী মাযহাবের লোক হয়ে বুকে হাত বেঁধে ছালাত আদায় করলে কেন? সেই সাথী ভাই তখন বলে দিলেন যে, আরেক জন আছে তার নাম আশরাফুল। সেও আমার মত করে গোপনে ছালাত আদায় করে। অতঃপর এই আহলেহাদীছ দুই ভাই আমাকে পরিপূর্ণভাবে ছহীহ হাদীছ মানার জন্য দাওয়াত দেন। ফলে আমার বুকে সাহস সঞ্চারিত হয় এবং আমি পরিপূর্ণভাবে হাদীছ মানতে শুরু করি। অতঃপর আমি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইটি ক্রয় করি। সেটা নিয়ে আমি আমাদের মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করতে যাই। আমার ছালাত দেখে সবাই আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। ছালাত শেষ করে বাড়ির দিকে আসতেই আমাকে পিছন থেকে ডাকা হয়। আমি মসজিদে ফিরে এসে বললাম, আমার ছালাত দেখে আপনারা কি সবাই অসন্তুষ্ট? সবাই বলল, হ্যাঁ। তারা বলল, বাপ-দাদারা কি ভুল করে গেছেন? এত বড় বড় আলেমরা কি ভুল করছেন? আমি তখন 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটা বের করে বললাম, দেখেন এটাতে আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ আরো অনেক ছাহাবীর হাদীছ আছে। আমার এক চাচা বলল, এই বইটা কে লিখেছে? আমি বললাম, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তাদের মধ্যে একজন তাঁর সম্পর্কে কটুক্তি করল। পরে আমাকে

ঘিরে অনেক কথা হ'ল। আমি বললাম, আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না। তারপর থেকে আমাকে নিয়ে এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। গ্রামের মাতব্বররা বলল, ওকে না ঠেকালে আমাদের মান-সম্মান ধুলোয় মিশে যাবে। আমাকে বলল, তুই ফিরে আয়। আমি বললাম, ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে রাশি আছি, তবুও জোরে 'আমীন' বলেই মরব। কারণ হাদীছে জোরে আমীন বলার কথা আছে। তারা বলল, তাহ'লে তাই হবে। পরে তিন গ্রামের মানুষ ডেকে শালিস হ'ল। শালিসে আমার চাচা আমাকে বলল, তুই হয় ওদের গোত্রের যাবি, আর না হয় আমাদের গোত্রের আসবি। আমি তখন ভয়ে ভীত হয়ে তিন কুল সহ দো'আ ইউনুস পড়া শুরু করলাম। আমি বললাম, আমি হকের পথ থেকে ফিরে আসব না। তারা বলল, তাহ'লে ৭ দিনের মধ্যে এ এলাকা থেকে বাড়ি ভেঙ্গে নিতে হবে। তা না হ'লে আমরা তোমার বাড়ি ভেঙ্গে দিব। আর যদি ফিরে আস তাহ'লে তোমার সব সমস্যা আমরা সমাধান করে দিব। অতঃপর বাড়িতে ফিরে এলে স্ত্রী বলল, আমার বাবা তো আমাকে রফাদানীর সাথে বিয়ে দেননি। অবশেষে স্ত্রীর কথায় বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হ'লাম। ঢাকার সাভারে গিয়ে ১৫ দিন থাকলাম। ১৫ দিন পরে বাড়িতে ফিরে আসলাম। বাড়িতে আসার পর লোকজন বলছে, ও এখন ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকে। পরে স্থানীয় আহলেহাদীছ ভাইদের সহযোগিতায় বাড়ি ভাঙতে হয়নি। কিন্তু বাবা তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করে ছোট ভাইকে সব জমি লিখে দিয়েছেন। আমি এখন আহলেহাদীছ সমাজেই আছি। আমি সকলের কাছে দো'আ প্রার্থী। আল্লাহ যেন আমাকে সকল বাধা উপেক্ষা করে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে হকের পথে টিকে থাকার তাওফীক দান করেন-আমীন!!

* আশরাফুল ইসলাম
স্থলচর, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।

'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত নতুন বই

আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক সেনানী

ইহসান ইলাহী যহীর


নূরুল ইসলাম

আহলেহাদীছ আন্দোলনের
নির্ভীক সেনানী

ইহসান ইলাহী যহীর

নূরুল ইসলাম

মূল্য : ৩০/-



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নগদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯

কবিতা

আরাফাত

আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

শূন্য হাহাকার চারিদিকে তার
রিক্ত হৃদয়ে ভরা।
মাঝে মাঝে কিছু সবুজ বিটপী
আছে যেন আধমরা।
পাহাড়ে পাহাড় মাঝে ফাঁকা তার
নীরব স্বাক্ষী হয়ে
হাযার বছরের স্মৃতিটা যেন
ধরে আছে অবরোহে।
পাথরে কাঁকরে মোড়া দেহখানি
মরে নাই তার মন,
তবুও সেথায় জাবালে রহমত
আছে আজিও অবিরান।
বারেক বছরে আসে দলে দলে
সভ্য আদম জাতি,
মাগে মাগফিরাত চাইতে নাজাত
নতজানু হয়ে নতী।
একই আযানে যোহর, আছর
কছর করে পড়ে,
মজে সবে সেই রবের স্মরণে
গোনাহ-খাত্তা তুলে ধরে।
দিবার সুরঞ্জ পাটে পড়ে গেল
আঁধারে ডুবিল ধরা,
আঁধার হৃদয় হ'ল কি আলো
কেন্দে সবে আধামরা।
যেখানে দাঁড়িয়ে আখেরী নবী
লক্ষ ছাহাবা মাঝে,
দিলেন পৃথিবীর আখেরী ভাষণ
মানব মুক্তি যাচে।
এরই মাঝে ধরা বুকে ইশারা
নয় বাকী বেশী দিন,
কিয়ামত তক আসিবে না আর
মহানবী (ছাঃ) আল-আমীন।
সবে আদম সন্তান যদিও
ভাষা রঙে ভিন্ন,
আরাফাতে মিলে বুঝালো তাকে
মোরা এক অনন্য।
আদি নবী হায় যেথায় দাঁড়িয়ে
চেয়েছিলেন মাগফেরাত
আখেরী ভাষণ দিলেন শেষনবী
নাম তার আরাফাত।

মসজিদে মন ছুটলো গো

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আজ প্রভাতে নীল দীঘিতে সকল কলি ফুটলো গো

পীযুষধারা আহরণে মোমাছিরা জুটলো গো।
সমীরণে দোদুল দোলে
দেখে আমার নয়ন তোলে
শান্ত এ মণ কোলাহলে
কেমন জেগে উঠলো গো।
এ কোন সুধার আযান শুনে কাটলো নিশি মোর
তাই তো বুঝি এই জীবনে আসলো এমন ভোর।
প্রভাত রবি আবিব রঙে
চুম দিয়ে যায় সংগোপনে
পরশে তার সবার মনে
রাতের তিমির টুটলো গো।
সবখানে আজ দিচ্ছে সাড়া প্রভাত পাখীর গান
আবেদ জনের কর্তে শুনি আল্লাহ পাক কুরআন।
এমনি তর ধরার মাঝে
মন বসে না কোন কাজে
ভক্তি নিয়ে হৃদয় মাঝে
মসজিদে মন ছুটলো গো।।

বাঁচার দাবী

আতিয়ার রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ফুটপাতের মানুষগুলো আর্ত চিৎকারে
বাঁচার দাবী তোলে,
আকাশ স্পর্শী উচ্চ চূড়ায়
পৌছাতে চায় তাদের চিৎকার।
কিন্তু ইথার বহনে নারাজ
শোনে না তাদের আবেদন,
আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আর খাদ্য
তারাই ভোগ করুক সব।
আমরা শুধু চাই বাঁচতে
আর মাথা গুজার এতটুকু ঠাই পেতে।
সেটা থেকেও সামাজিক কায়েমী স্বার্থ
বঞ্চিত করেছে চিরকাল।
কারণ অহি-র বিধান কায়েম না থাকায়
অর্থনীতি আজ হিমাদ্রীর
নিদারুণ বাঁধায় অবরুদ্ধ।
পূঁজিবাদের ভীষণ মর্ম বিদারী যাতাকলে
পূঁজি হীনের পাজর ছিন্ন ভিন্ন।
ডাক এসেছে, অহি-র বিধান কায়েমের ডাক
আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকা তলে
সকলে সমবেত হওয়ার ডাক।
হুঙ্কার তোল, গগন বিদারী হুঙ্কার,
অহি-র বিধান কায়েমের হুঙ্কার।
যে হুঙ্কারে আকাশ বাতাস
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে
আর কুরআনের পতাকা
পত পত করে আকাশে
উড়তে থাকে।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সিমান ও আকীদা বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. না, তিনি মাটির তৈরী (কাহফ ১১০)।
২. না, তিনি গায়ের জ্বালতে ন (আন আম ৫০)।
৩. না, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন (যুমার ৩০)।
৪. হ্যাঁ, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।
৫. না, তিনি হাযের-নাযের নন। এরূপ বিশ্বাস করা কুফরী।
৬. না (জিন ২১)।
৭. বিদ'আত।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (মানবদেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ৫-৬ লিটার।
২. ২৩ জোড়া।
৩. ২০৬টি।
৪. ২২ লক্ষ।
৫. ৬ লিটার।
৬. ফসফরাস।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (জীবন চরিত বিষয়ক)

১. ইমাম বুখারীর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
২. ইমাম মুসলিমের প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৩. ইমাম আবুদাউদের প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৪. ইমাম তিরমিযীর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৫. ইমাম নাসাঈর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?
৬. ইমাম ইবনু মাজাহর প্রকৃত নাম কি? তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল কত?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ বিষয়ক)

১. বাংলাদেশের পোস্টাল একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
২. ঢাকা বাংলার রাজধানী স্থাপনকালে মোগল সুবেদার কে ছিলেন?
৩. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
৪. বাঙ্গালী ও যমুনা নদীর সংযোগ স্থল কোথায়?
৫. বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর কোথায়?
৬. বাংলাদেশের কোন পাহাড়ে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

শাসনগাছা, কুমিল্লা ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় কুমিল্লার শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে, যেলা সোনামণির উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুছলেছুদ্দীন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান ও সাবেক পরিচালক মুহাম্মাদ জা'ফর। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মিছবাহুদ্দীন।

মাদারটেক, ঢাকা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ ফজর মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা'১৫ উপলক্ষে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব ফরীদ মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল

হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা সোনামণি পরিচালক হাফেয আনীরুর রহমান ও অত্র মসজিদ সংশ্লিষ্ট হাফেযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শামীম কবীর।

সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা

খানপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব কিতাবুদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা হারুনুর রশীদ, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রামাযান আলী ও রাজশাহী কলেজ শাখার সভাপতি রবীউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর আলিম শেষ বর্ষের ছাত্র মুস্তাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শহীদুল আলম। অনুষ্ঠান শেষে রায়হানুল ইসলামকে পরিচালক করে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

বইলর, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ৬ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর বইলর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি যেলা 'পরিচালনা পরিষদ' গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের মুতাওয়াল্লী কাযী আতীকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মসজিদের ইমাম মুতীউর রহমান ও চকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম আব্দুস সালাম। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আলীকে পরিচালক করে যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মক্কা হজ্জ ও ওমরাহ সার্ভিস

আমাদের ব্যবস্থাপনায় সউদী আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আকর্ষণীয় প্যাকেজে হজ্জ ও ওমরাহর করার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া আমরা বিভিন্ন কোম্পানীতে যে কোন অনুষ্ঠানে বাস/কোস্টার ভাড়া দিয়ে থাকি।

যোগাযোগ

আমির বদর, ১৬ নং রোড,
আল-খোবার, সউদী আরব।

মোবাইল : +৯৬৬ ৫৪৩৯৬৬৮৮৬।

স্বদেশ

অবশেষে ছিটমহল বিলুপ্ত হল

অবশেষে মুছে গেল দীর্ঘ সাত দশক ধরে বাংলাদেশ-ভারতের মানচিত্রে 'ছিটমহল' নামে বিরাজ করা কাল দাগগুলো। গত ৩১শে জুলাই শুক্রবার দিবাগত রাত ১২-টা ১ মিনিটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ছিটমহলে বাংলাদেশের পতাকা এবং ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৫১টিতে ভারতের পতাকা উড়ার পর আক্ষরিক অর্থে ইতিহাস হয়ে গেল মোট ১৬২টি ছিটমহলের ৫২ হাজার মানুষের নিরপরাধ বন্দী জীবনের অভিশপ্ত অধ্যায়। ছিটমহল বিনিময়ে ভারত পেল তাদের অভ্যন্তরে বাংলাদেশী ৫১টি ছিটমহলের ৭,১৫১ একর জমি এবং ১৪ হাজার মানুষ। বাংলাদেশ পেল তার অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ভারতীয় ছিটমহলের ১৭,১৬০ একর জমি এবং ৪৪ হাজার মানুষ। ভারতীয় ছিটমহলগুলোর বেশীর ভাগই রয়েছে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে। এসবের মধ্যে ৫৯টি লালমনিরহাটে, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারীতে ৪টি রয়েছে। আর বাংলাদেশের ছিটমহলের অবস্থান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহারে ৪৭টি এবং জলপাইগুড়িতে ৪টি।

ছিটমহলগুলিতে কাঁটাতারের কোনো বেড়া ছিল না, ছিল না কোন সীমানা পিলার। অথচ এক দেশের মানুষ হয়েও তাদের বসবাস করতে হয়েছে অন্য দেশের ভূখণ্ডে। ফলে ভিন্ন দেশের মানুষ বিবেচনায় তারা রাজ্যঘাট, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সবধরনের মৌলিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হ'ত।

ছিটমহলগুলো ছিল উপমহাদেশের রাজন্যবর্গের খামখেয়ালিপনা অথবা ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নির্মম প্রতীক। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশের বিভক্তির পর সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব পেয়ে ব্রিটিশ আইনজীবী সেরিল র্যাডক্লিফ ঐ বছরের ১৩ই আগস্ট সীমানা নির্ধারণের যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেন, তার অনুসরণে ১৬ই আগস্ট প্রকাশ করা হয় ভারত ও পাকিস্তানের মানচিত্র। তড়িঘড়ি এ ধরনের সীমান্ত নির্ধারণে ছিটমহলের মানুষগুলোর ভাগ্য খুলে থাকে। তারা রয়ে যায় মানচিত্রের বাইরের মানুষ হিসেবে।

সীমান্তের এই জটিলতা অবসানের জন্য ১৯৫৮ সালে সই হয় নেহরু-নুন চুক্তি। ঐ চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর উত্তর দিকের অর্ধেক অংশ ভারত এবং দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর সংলগ্ন এলাকা পাবে বাংলাদেশ। চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ীর সীমানা নির্ধারণের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ভারতের অসহযোগিতায় তা মুখ খুঁড়ে পড়ে। ফলে বেরুবাড়ীর দক্ষিণ দিকের অর্ধেক অংশ ও এর ছিটমহলের সুরাহা হয়নি।

১৯৭৪ সালে ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি সই হয় বিষয়টি সুরাহার জন্য। বাংলাদেশ চুক্তিটি অনুসমর্থন করলেও ভারত তা না করায় চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। এরপর দুই দেশ ছিটমহলের আলাদাভাবে তালিকা তৈরীর কাজ শুরু করে। কিন্তু দুই পক্ষের তালিকায় দেখা দেয় গরমিল। পরে ১৯৯৭ সালের ৯ই এপ্রিল চূড়ান্ত হয় যে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ও ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল রয়েছে। কিন্তু ঐ চুক্তিও আলোর মুখ দেখেনি।

চুক্তিটি বাস্তবায়নের জন্য ২০১১ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের তখনকার প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং শ্বলসীমান্ত চুক্তির প্রটোকলে সই করেন। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানা পোড়েনে ভারতের সংসদে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকার তা বাস্তবায়নে ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল পাশে ব্যর্থ হয়। অতঃপর বর্তমান নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত মে মাসে সর্বসম্মতভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভারতের সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হয়। এভাবে অবসান ঘটে দীর্ঘ ৬৮ বছরের অপেক্ষার। যে

সমস্যার সমাধান ১৯৫৮ সালেও হ'তে পারত, হ'তে পারত ১৯৭৪ সালে তা হ'ল ২০১৫ সালে। ভারতের সদিচ্ছার অভাব ও অসহযোগিতার কারণেই যে এই বিলম্ব তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

[আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং উভয় দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে নগ্নভাবে তার ট্রানজিট সুবিধা সহ অন্যান্য স্বার্থ আদায় করে নিয়েছে, সেজন্য তাদেরকে খিকার জানাচ্ছি (স.স.)]

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প : বাংলাদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা

ভারত সরকার বহুল আলোচিত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে। ভারতের পানিসম্পদ মন্ত্রী সানোয়ার লাল জাট গুরুত্বপূর্ণ এই প্রকল্পের কাজ শুরু করতে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকারের সাথে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মধ্যকার তিস্তা-গঙ্গা-মানস-সঙ্কোষ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য গঙ্গা ও তিস্তাসহ ভারতীয় আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের অধিকাংশই বাংলাদেশের সাথে যৌথ বা অভিন্ন নদী হিসেবে স্বীকৃত। ফলে আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও নদী আইন অনুসারে ভারতের দেশ বাংলাদেশের সাথে আলোচনা বা সমঝোতা ছাড়া উজানের ভারত এককভাবে এসব নদীর পানি প্রত্যাহার বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। অথচ এক্ষেত্রে ভারত বরাবরই আন্তর্জাতিক আইন ও কনভেনশন লঙ্ঘন করে একতরফাভাবে নদীতে বাঁধ ও ব্যারেজ নির্মাণ করে বাংলাদেশকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আর এবার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হ'লে বাংলাদেশ আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হবে।

ভারতে আন্তঃনদী সংযোগের চিন্তা নতুন নয়। ২০০২ সালে তৎকালীন বিজেপি সরকার এ সম্পর্কে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তখন ভারত আরেক মরণফাঁদ ফারাঙ্কার প্রভাবে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধির উপায় হিসেবে ব্রহ্মপুত্রের পানি খাল কেটে গঙ্গায় আনার প্রস্তাব দেয়। অথচ বাংলাদেশে ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ পানিই আসে ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে। যা প্রত্যাহারে সম্মত হ'লে দেশকে শুকিয়ে মারার আরেকটি পথ খুলে যাবে। তাই সঙ্গতকারণেই তখন বাংলাদেশ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

ভারতীয় প্রস্তাবের বিপরীত বাংলাদেশ তখন একটি প্রস্তাব দেয়, যা যেকোনো বিচারে গ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল, নেপালে ত্রিদেশীয় উদ্যোগে রিজার্ভার নির্মাণ করে বর্ষার পানি ধরে রাখা এবং শুকনো মওসুমে তা ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে গঙ্গার প্রবাহ বৃদ্ধি করা। এছাড়া নেপালে রিজার্ভারকেন্দ্রিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা, যাতে হাযার হাযার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে এবং যা তিন দেশ ভাগাভাগি করে নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এই প্রস্তাবে নেপালেরও সানন্দ সম্মতি ছিল। কিন্তু ভারত সরকার তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে হয়ত আগামী বহুদিন পানির কোনো সমস্যা হ'ত না। প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিও ঠিক থাকত।

উল্লেখ্য, আলোচ্য আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প নিয়ে ভারতেও তুমুল বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ এ প্রকল্পের পক্ষে নন। ২০০৪ সালে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে বাংলাদেশসহ অববাহিকা অঞ্চলের সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ৮০ জন ভারতীয় পানি বিশেষজ্ঞের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত তিন দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষজ্ঞগণ এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের জন্য সমূহ বিপর্যয়ের আশঙ্কার পাশাপাশি ভারতের অন্তত ৯টি প্রদেশে এই প্রকল্পের বিপর্যয়কর পরিণতি ডেকে আনবে বলে মত দিয়েছিলেন।

তাদের মতে, নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাশূন্য করা কিংবা প্রবাহ পরিবর্তন করা অথবা পানি ব্যাপকভাবে স্থানান্তর করার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও জীবন-জীবিকার ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়বে। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নদীগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায়, প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যেই রাখতে হবে।

প্রসঙ্গত স্মরণযোগ্য যে আন্তঃনদী সংযোগের যেসব উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নেয়া হয়েছে তা এত ব্যাপকভিত্তিক নয়। অথচ সে সবের কোনটির ফলাফল ভালো হয়নি।

পদ্মার উজানে ভারতের ফারাক্কা এবং তিস্তার উজানে গজলডোবা বাঁধের পরিণতিতে ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের অধিকাংশ নদী ও শাখা নদীগুলো নাব্যতা হারিয়েছে। দেশের বিশাল অংশে মরুশূন্য প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অন্যদিকে সিলেটের বিপরীতে টিপাইমুখ বাঁধের নির্মাণ প্রক্রিয়াও জোরেশোরে চলছে। যা বাস্তবায়িত হলে সুরমা-কুশিয়ারা পানি প্রবাহ মারাত্মক সংকটে পড়বে। ফলে মেঘনা অববাহিকাকে পানি সংকটের আবেশে নিষ্ক্ষেপ করবে। এর কারণে ভূমিকম্প ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আশংকাও বাড়বে। সেই সাথে আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকাকে শুকিয়ে মারবে। এই তিন-চারটি মূল অববাহিকা পানি শূন্য হয়ে পড়লে বাংলাদেশের কি পরিণতি হবে, তা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখতে না।

এভাবে অভিন্ন নদীর পানি বন্টনের প্রশ্নে বাংলাদেশের সাথে কোনরূপ সমঝোতা বা চুক্তি ছাড়াই ভারত এখন বাংলাদেশের উপর বিষফোঁড়ার মত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে পানিবঞ্চিত করতে চাইছে।

অথচ সরকার ভারতীয় কর্তৃপক্ষের ‘বাংলাদেশের ক্ষতি হয় এমন কিছু করবে না’ এমন অসার প্রতিশ্রুতিতে তুষ্ট হয়ে দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ নিয়েও একের পর এক আপস করেই চলেছে।

[আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের কৌশলী ভূমিকার বিপরীতে সরকারের নীরব ভূমিকায় দেশের সচেতন মহল হতাশ ও ক্ষুব্ধ। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফরে বাংলাদেশের কাছে তাদের প্রত্যাশিত সবকিছুই বিনা বাক্য ব্যয়ে ত্বরিত উদ্যোগে দিয়ে দেয়া হলেও তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা প্রাপ্তির মত বিষয় ছিল আলোচনার বাইরে। অথচ তিস্তা, গঙ্গা, টিপাইমুখ, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পসহ অভিন্ন নদীর নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে বাংলাদেশের দাবীকে অগ্রাহ্য করার কোন উপায় ভারতের নেই। তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় যাওয়ার পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি সরকারকে সক্রিয়ভাবে বিবেচনায় নিতে হবে (স.স.)।]

বিদেশে বাংলাদেশী তিন হাফেয়ের সাফল্য!

পবিত্র রামায়ান মাস উপলক্ষে আয়োজিত সউদী আরব, দুবাই ও জর্ডানে আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী তিন কিশোর হাফেয় দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে।

হাফেয় যাকারিয়া ১৯তম দুবাই ইন্টারন্যাশনাল হলি কুরআন অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং সেই সঙ্গে ৭৬টি দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে লাভ করেছে সেরা কণ্ঠের প্রথম পুরস্কার। ইতিপূর্বে সে মিসর, জর্ডান ও কাতারসহ বেশ কয়েকটি দেশে অনুষ্ঠিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

১০ বছর বয়সী হাফেয় আব্দুল্লাহ আল-মাহফুয সউদী দাতব্য সংস্থা হায়আতুল ‘আলামিহিয়ার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় ৬০টি দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

হাফেয় সাঈদ আহমাদ জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ২৩ তম আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় (২০ পারা গ্রুপ) তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। ঐ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে জর্ডানের রাষ্ট্রীয় ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশ

অপহরণে ভারত দ্বিতীয়, শীর্ষ দশে বাংলাদেশ

বিশ্বের সর্বোচ্চসংখ্যক অপহরণ সংঘটিত হয় মেক্সিকোতে। অতঃপর ভারতে। অপহরণের দিক থেকে বিশ্বে প্রথম সারির ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নামও রয়েছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘কন্ট্রোল রিস্ক’ এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, অপহরণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে ৮ম স্থানে। তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান, চতুর্থ ইরাক, পঞ্চম নাইজেরিয়া, লিবিয়া ষষ্ঠ, সপ্তম আফগানিস্তান, নবম সুদান এবং দশম স্থানে রয়েছে লেবানন।

গত দু’বছরে ভারতে অপহরণের মাত্রা বেড়েছে। ভারতের একটি ইস্যুরেস কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী কে জে কৃষ্ণামূর্তি রাও বলেন, সম্প্রতি ভারতে অপহরণের মাত্রা ২৫-৩০ ভাগ বেড়েছে। অপহরণ কারীরা কর্পোরেট কোম্পানির কর্তাব্যক্তি ও তাদের সন্তান ছাড়াও তাদের গাড়ি চালক ও গৃহপরিচারিকাদের টার্গেট করে অপহরণ করছে। যাতে মালিকরা তাদের মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করে।

বিশ্বের উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন রাষ্ট্র!

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী চলছে এক অভূতপূর্ব উদ্বাস্তু সংকট। পৃথিবীব্যাপী বিশ্বজুলা ও সহিংসতায় প্রায় ৬০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে। গরীব দেশগুলোতে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ার যোগান করছে এক চরম মানবতের জীবন। তাই এই সংকটের সমাধান নিয়ে এগিয়ে এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ধনকুবের। তার মতে, বিশ্বের চলমান উদ্বাস্তু সংকটের একমাত্র সমাধান হ’ল-উদ্বাস্তুদের জন্য নতুন ও আলাদা একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি করা। যে দেশে ও রাষ্ট্রের অধীনে শুধু উদ্বাস্তুরাই বসবাস করবে। জেসন বুজি নামের ঐ মার্কিন ধনকুবের বলেন, এই মুহূর্তে পুরো বিশ্বব্যাপী প্রচুর সংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু অবস্থায় রয়েছে। আমরা যদি তাদেরকে নিজস্ব একটি রাষ্ট্র ও দেশ সৃষ্টি করে দিতে পারি, তাহ’লে তারা অন্তত নিরাপদে বসবাস ও কাজকর্ম করে বিশ্বের আর আট-দশটা দেশের মানুষদের মতোই জীবন-যাপন করতে পারবে। [উদ্যোগটি ধন্যবাদার্থ। তবে সেখান থেকে পুনরায় উদ্বাস্তু হলে তখন যাবে কোথায়? অতএব যাতে মানুষ উদ্বাস্তু না হয়, সেই প্রচেষ্টা চালানোই উত্তম। সেই সাথে বর্তমান উদ্বাস্তুদের সাধ্যমত সাহায্য করা এবং তাদের চাহিদামত দেশে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে (স.স.)]

গরুর হৃৎপিণ্ডের ভালভে বাঁচল মানুষের জীবন

গরুর হৃৎপিণ্ডে বেঁচে গেছে ভারতের ৮১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার জীবন। ভারতের চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে ওপেন হার্ট সার্জারির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে অকেজো ভালভটি গরুর হৃৎপিণ্ডের ভালভ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন। এতে ঐ নারী বেঁচে গেছেন। চিকিৎসকেরা দাবি করেন, বৃদ্ধার হৃদযন্ত্রের মহাধমনীর ভালভ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছিল। সম্প্রতি চেন্নাইয়ের ফ্রন্টিয়ার লাইফলাইন হাসপাতালে ঐ বৃদ্ধার অস্ত্রোপচার করেন তাঁরা।

চিকিৎসকেরা বলেন, ১১ বছর আগে ঐ বৃদ্ধার ভালভ প্রতিস্থাপন অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কিন্তু এ বছরের শুরুতে আবারও তাঁর হৃদযন্ত্রের সমস্যা শুরু হয়। বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে ফেরত আসার পর চেন্নাইয়ের ঐ হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখেন যে মহাধমনীতে প্রতিস্থাপিত ভালভটি সংকীর্ণ ছিল।

চিকিৎসকেরা বলেন, সাধারণত এ ধরনের সমস্যায় ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয় এবং পুরোনো ভালভ সরিয়ে নতুন করে তা প্রতিস্থাপন করা হয়। কিন্তু রোগীর বয়স বেশী হওয়ায় তারা গরুর হৃদযন্ত্রের টিসু দিয়ে তৈরী একটি জৈব-কৃত্রিম ভালভ ব্যবহার করেন। অর্থাৎ পুরোনো ভালভের বদলে নতুন করে ভালভ প্রতিস্থাপন না করে একটি নতুন ভালভ পুরোনোটির মধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চারজন চিকিৎসকের একটি প্রতিনিধি দল সফল এই অস্ত্রোপচারটি সম্পন্ন করেন।

মুসলিম জাহান

মধ্য আফ্রিকায় চলছে মুসলিম উচ্ছেদ

রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে মধ্য আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামিনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অর্ধেক মুসলমান নির্ঘাতনের শিকার এবং তাদের ধর্মভ্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা সেখানে মুসলমান হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না, ছালাত আদায় করতে পারে না। তাদের অনেককে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করা হয় অথবা সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নিপীড়নের শিকার হতে হয়। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সেখানে এ পর্যন্ত প্রায় ৪৩৬টি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। আর ২০১৩ সালের মার্চ থেকে শুরু হওয়া সহিংসতায় এ পর্যন্ত ছয় হাজারের বেশী মানুষ নিহত হয়েছে। ঘরছাড়া হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ।

উল্লেখ্য যে, আফ্রিকার এই দেশটিতে ৫০ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ১৫ শতাংশ মুসলমান বসবাস করে। ২০১৩ সালের মার্চে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিস বোজিজেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে মুসলিম বিদ্রোহী ও চরমপন্থী সংগঠন সেলেকা। ফলে প্রথম মুসলমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন সেলেকার প্রধান মাইকেল জোটোডিয়া। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেলেকাকে বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু জোটোডিয়ার এ সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি অধিকাংশ বিদ্রোহী। জোটোডিয়ার আহবানে সাড়া দিয়ে অস্ত্র ও জমা দেয়নি তারা। বরং ক্ষমতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় মাঠে নেমে খ্রিস্টান হত্যায় লিপ্ত হয়। অতঃপর সেলেকার নির্ঘাতনের পরিণতিতে নতুন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অ্যান্টি বলাকা বা বলাকাবিরোধী নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়। এই সংগঠনের সদস্যরা সবাই খ্রিস্টান ও সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী। তারা ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকারকে হটিয়ে দেয় এবং সেলেকা ও সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্মম নির্ঘাতন শুরু করে। এভাবে দিন যতই যাচ্ছে, অ্যান্টি বলাকার সদস্য সংখ্যাও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি শত শত শিশুও ঐ জঙ্গী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে। লক্ষ্য তাদের একটাই- বিপক্ষগোষ্ঠী নিধন। এভাবে রাজনৈতিক শূন্যতার সুযোগে মধ্য আফ্রিকায় বসবাসরত মুসলমানদের জাতিগতভাবে নির্মূল করা হচ্ছে।

বর্তমানে সেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ইটালীয় ধর্মযাজক ফাদার অরেলিও গ্যাঞ্জেরা কাজ করে যাচ্ছেন। তার মতে এখন মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য এলাকায় সেনাবাহিনী মোতায়েন যরুরী। বিশেষ করে লুটপাট বন্ধ ও অ্যান্টি বলাকার মিলিশিয়াদের নিরস্ত্র করতে সেনাবাহিনীর কোন বিকল্প নেই বলেই তিনি মনে করেন।

[আমরা ওআইসি এবং জাতিসংঘকে দ্রুত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে যুদ্ধের আগুন নির্বাপিত হয় (স.স.)]

পবিত্র কুরআনের ১৩৭০ বছর আগের কয়েকটি পৃষ্ঠা উদ্ধার

এখন থেকে প্রায় ১ হাজার ৩৭০ বছর আগে হাতে লেখা পবিত্র কুরআন শরীফের কয়েকটি পৃষ্ঠা সম্প্রতি উদ্ধার হয়েছে। যুক্তরাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলো পাওয়া গেছে। বয়স নির্ণয়ের রেডিওকার্বন ডেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখা গেছে, উদ্ধার হওয়া কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো তেরশ' সত্তর বছর আগের। এই হিসাবে হাতে লেখা প্রাচীনতম যেকোনো একটি কুরআন শরীফের পৃষ্ঠা এগুলো, যা আজো টিকে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির গ্রন্থাগারে মধ্যপ্রাচ্য থেকে সংগৃহীত বই ও দলীলপত্রের সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল প্রাচীনতম কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো। প্রায় শত বছর ধরে কুরআনের এই পৃষ্ঠাগুলো যে পড়ে ছিল, তা সম্পর্কে গ্রন্থাগারিকরা কিছুই জানতেন না।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চীনে মশা উৎপাদনের কারখানা!

চীনের একটি প্রতিষ্ঠানে মশা উৎপাদন করা হচ্ছে। বিরক্তিকর আর বিপদজনক হওয়া সত্ত্বেও দেশটির গোয়ানডং রাজ্যের এক কারখানার আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধার পরীক্ষাগারে প্রতি সপ্তাহে লাখো মশা উৎপাদন করা হচ্ছে আবার পরে তা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে বাইরের পরিবেশে। বিস্ময়ের ব্যাপার হ'ল এ কারখানায় উৎপন্ন পুরুষজাতীয় মশারা কাউকে কামড়ায় না, শুধু ফল-ফল থেকে মধু খায় আর ডেঙ্গু মশা নির্বংশের কাজ করে। গত বছরে চীনে ডেঙ্গুর ব্যাপক প্রকোপে অনেক লোক মারা গিয়েছিল। তাই এই আক্রমণ ঠেকাতে জীবাণুমুক্ত ও অনুৎপাদনশীল এই মশা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয় দেশটি। গুয়াংজু সায়েন্স সিটিতে তৈরী করা হয় মশা উৎপাদনের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে বড় পরীক্ষাগারটি। বিশেষভাবে জন্মানো এই মশা দিয়ে ডেঙ্গু মশাকে নির্বংশ করা সম্ভব। এদের কারণে ডেঙ্গুর ডিম আর ফুটবে না। এগুলো কাউকে কামড়ায়ও না। এর ফলে ৯০ শতাংশ পর্যন্ত মশার জননিসম্পন্ন করা সম্ভব হবে। গবেষকেরা আশা করছেন, মশা দিয়ে মশা মারার এই উদ্যোগ যদি আরও সফল হয়, তবে বিশ্বের অন্য জায়গায় এটি ব্যবহার হতে পারে।

ওয়াই-ফাই পদ্ধতিতে মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ

এবার মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপ চার্জ দিতে আর প্লাগ ব্যবহার করতে হবে না। সুইচ বোর্ডেরও প্রয়োজন হবে না। গবেষকরা এমন এক পদ্ধতি বের করেছেন যার সাহায্যে প্লাগে না বসিয়েই চার্জ দেওয়া যাবে ল্যাপটপ বা মোবাইল।

নতুন এই পদ্ধতিটির নাম ওয়্যারলেস পাওয়ার ট্রান্সফার। কোরিয়া অ্যাডভান্স ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যাড টেকনোলজির গবেষকেরা এটি আবিষ্কার করেছেন। তারা জানান, মোবাইল ও ল্যাপটপ চার্জ দিতে এটি ইন্টারনেটের ওয়াই-ফাই কানেকশনের মতো কাজ করবে। এছাড়া এই ডিভাইসের সাহায্যে অনেকটা দূর থেকেও মোবাইল বা ল্যাপটপ চার্জ দেওয়া যাবে। তবে ওয়াই-ফাইয়ের মতো এটিকে চার্জিং জোন-এর মধ্যে থাকতে হবে।

নতুন কণা আবিষ্কারে বাংলাদেশী বিজ্ঞানী জাহিদের সাফল্য

এরকম যে একটা কণার অস্তিত্ব থাকতে পারে, ৮৫ বছর আগেই হারম্যান ভাইল নামে এক বিজ্ঞানী প্রথম জানিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইলের সেই কণা অবশেষে শনাক্ত করলেন আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত পদার্থবিজ্ঞানী জাহিদ হাসান। সত্যেন বসুর 'বোসন' আবিষ্কারের ৯১ বছর পর আরেক বাংলাদেশী গবেষকের নেতৃত্বে আবিষ্কৃত হ'ল নতুন গ্রুপের একটি কণা, যা আবিষ্কারের পর কেবল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞান পাণ্টে যাবে না, ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার দুনিয়ায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে। দ্রুতগতির ও অধিকতর দক্ষ ইলেকট্রনিক্স যুগের সূচনা হবে।

মহাজগতের সকল বস্তুকণাকে বিজ্ঞানীরা ফার্মিয়ন ও বোসন দু'টি ভাগে ভাগ করেন। আর ফার্মিয়ন কণার একটি উপদল হল ভাইল ফার্মিয়ন। ১৯২৯ সাল থেকেই পদার্থবিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে গেছেন ভাইল ফার্মিয়ন-এর অস্তিত্ব প্রমাণের। ৮৫ বছর ধরে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সন্ধান মিলল সেই অধরা কণার। অতএব ইলেকট্রনিক্সের নবযুগ আসন্ন।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে দেশব্যাপী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদ্বন্দ্বিতা ও মনোনীত দায়িত্বশীলগণ যোগদান করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

বগুড়া ৭ই রামাযান, ২৫শে জুন বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে সাবগ্রাম চৌরাস্তা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ।

জয়পুরহাট ৮ই রামাযান, ২৬শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে শহরের আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফুযুর রহমান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বয়লুর রহমান ও রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম প্রমুখ। একই দিন সকাল ১০-টায় কালাই জুম্মাপাড়া সুজাউল ইসলামের বাড়ীতে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে মেহমান ও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক শফীকুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন।

নওগাঁ ২৭শে জুন শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার উদ্যোগে মান্দা থানাধীন পাজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আফযাল হোসাইন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

হবিগঞ্জ ১০ রামাযান, ২৮শে জুন বরিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' হবিগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার লাক্ষাই থানাধীন আমানুল্লাহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহলেহুদ্দানের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

কুষ্টিয়া ১১ রামাযান, ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে ১০০নং বিনাইদহ রোডস্থ রিঘিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার হাশীমুদ্দানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

রংপুর ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর যেলার উদ্যোগে পূর্ব খাসবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাকছুদুর রহমান।

নীলফামারী ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে শৌলমারী বাঁশওয়াপাড়া পুরাতন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল জলীল।

চুয়াডাঙ্গা ১২ রামাযান, ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে দামুডহুদা থানাধীন জয়রামপুরে নবনির্মিত দারুস সুল্লাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

টাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার

গোমস্তাপুর থানাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

ফরিদপুর ৩০শে জুন মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ফরিদপুর যেলার উদ্যোগে যেলার সদরপুর থানাধীন সাড়ে সাতরশি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

মণিরামপুর, যশোর ১লা জুলাই বুধবার : অদ্য বেলা ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার উদ্যোগে যেলার মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ বয়লুর রশীদে সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আকবার হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তরীকুল ইসলাম ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

লালমণিরহাট, ১লা জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলা ডাকবাংলা অডিটরিয়ামে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে দারুল ইমারত মারকাযী জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

পাংশা, রাজবাড়ী ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা থানাধীন সত্যজিৎপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা

মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফয়লুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম ১৫ই রামাযান, ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে শহরের বন্দর থানাধীন উত্তর পতেঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মাবুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফুযুর রহমান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল ওয়ারেছ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

পঞ্চগড় ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ফুলতলা বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফী। অতঃপর বাদ আছর ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য পেশ করেন।

ইসলামপুর, জামালপুর ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার ইসলামপুর থানাধীন চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বয়লুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইসমাঈলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম।

কক্সবাজার ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কক্সবাজার যেলার উদ্যোগে শহরের নিউমার্কেট সংলগ্ন যেলা কার্যালয়ে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রী কলেজ সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফয়লুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফয়ুর রহমান এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

ঠাকুরগাঁও ১৬ই রামাযান, ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে রাণীশংকৈল থানাধীন বনগ্রাম ফায়িল মাদরাসা মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওবায়দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাকীম।

গাংনী, মেহেরপুর ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে গাংনী থানাধীন সাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মানছুরুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফয়লুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

ময়মনসিংহ ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ যেলার উদ্যোগে যেলার ত্রিশাল

থানাধীন নওদার শেখ ছাবেত আলী হাফেযিয়া মাদরাসায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আব্দুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বয়লুর রহমান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুর রাকীব।

কাষীপুর, সিরাজগঞ্জ ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিরাজগঞ্জ যেলার উদ্যোগে যেলার কাষীপুর থানাধীন বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুর্তাযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী-পশ্চিম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক দুরুল হুদা ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক খোরশেদ আলম ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ সোহেল প্রমুখ।

কালিহাতি, টাঙ্গাইল ৪ঠা জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে যেলার কালিহাতি থানাধীন ছাতিহাটি ঈদগাহ সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব ও বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায়যাক।

কুমিল্লা ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে শহরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফেয জামীলুর রহমান ও সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ মুহসিন।

নাটোর ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নাটোর যেলার উদ্যোগে যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন নাযিরপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন ও রাজশাহী-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীম।

সরিষাবাড়ী, জামালপুর ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার সরিষাবাড়ী থানাধীন কোনাবাড়ী দাখিল মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার সাবেক সুপার মাওলানা সুরাতুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায়

কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বয়লুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর থানাধীন ধর্মদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম ফিল-কিবরিয়্যার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ফযলুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন।

সাতক্ষীরা ৬ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে বাঁকালস্থ দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিয়াহ মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

খুলনা ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার উদ্যোগে শহরের গোবরচাকা (নবীনগর) মোহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

বিনাইদহ ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বিনাইদহ যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকুব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার।

গাযীপুর ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গাযীপুর যেলার উদ্যোগে গাযীপুর চৌরাস্তায় অবস্থিত ওমর ইবনুল খাত্তাব জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাতেম বিন পারভেয-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

বাগেরহাট ৮ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী, কালদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামুন, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মুমিন।

কুড়িগ্রাম ২১শে রামায়ান, ৯ই জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের খলীলগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলনায়তনে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সাবেক এপিপি এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান, জনাব নূরুল হক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মুর্তাযা।

কুলাউড়া, মৌলভীবাজার ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মৌলভীবাজার যেলার উদ্যোগে যেলার কুলাউড়া থানাধীন দক্ষিণ মাগুরা মসজিদে আত-তাক্বওয়্যায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক জনাব ছাদিকুন নূর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডের হাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রায্যাক।

দিনাজপুর ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শিবপুর বাজার জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অতঃপর বাদ আছর বিরামপুর থানার শিবপুর হাইস্কুলে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমানদ্বয় বক্তব্য পেশ করেন।

দিনাজপুর ২৩শে রামায়ান, ১১ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে শহরের রেলস্টেশনের পার্শ্ববর্তী যেলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব আজমালাল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

এলাকা ও উপযেলা

সাভার, ঢাকা ১৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম’আ ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ সাভার-আশুলিয়া সাংগঠনিক উপযেলার উদ্যোগে জিরানী পুকুরপাড় ফাতেমাতুল জান্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মাওলানা শামসুল হক ছাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রায়খাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, গায়ীপুর যেলা ‘যুবসংঘ’র সভাপতি হাতেম বিন পারভেয়, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মাহমুদুল আলোয়ার, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা ‘যুবসংঘ’র সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান, স্থানীয় চন্দ্রপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব ক্বারী মাওলানা নাযিমুদ্দীন ও জনাব মুহাম্মাদ ওবায়দে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. আব্দুল জাক্বার, ঢাকা যেলা ‘যুবসংঘ’র সভাপতি হুমায়ুন কবীর, সাভার-আশুলিয়া উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবন্দ।

মঠপুকুরপাড়া, রাজশাহী ১৯শে জুন শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে শহরের সপুরা মঠপুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা ‘আন্দোলন’-এর সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সুলতান আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহানগর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মাওলানা মকবুল হোসাইন।

নওহাটা, পবা, রাজশাহী ৭ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পবা থানাধীন নওহাটা নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। পবা উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শামসুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক

সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

বিরল, দিনাজপুর ২৯শে জুন সোমবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ বিরল উপযেলার উদ্যোগে বিরল বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আলোচনা সভা ও এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিরল উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মাদ ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক মুযাফফর বিন মুহসিন।

ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা ৩রা জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ আরামবাগ শাখার উদ্যোগে অত্র শাখার অর্থ সম্পাদক ইসমাঈল আলম-এর বাড়ীর ছাদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র যেলা ‘যুবসংঘ’র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ যেলা যুবসংঘের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আলী ও মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্য আব্দুল হালীম মোল্লা প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ৫ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মোহনপুর থানাধীন ধুরইল বাজারস্থ ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী’র উদ্যোগে ধুরইল উচ্চবিদ্যালয় মাঠে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ও ধুরইল ডি.এইচ. কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা দুরুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, ধুরইল এলাকা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল বারী প্রমুখ।

মেকিয়ারকান্দা, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ ৭ জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর মেকিয়ারকান্দা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুল হান্নান তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’ কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা ‘সোনামণি’ পরিচালক মুহাম্মাদ আলী, অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা তাহেরুদ্দীন, মান্দালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম ও মেকিয়ারকান্দা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুযাম্মেল হক।

নাছিরাবাদ টেকপাড়া, ঢাকা ১০ই জুলাই শুক্রবার : অদ্য দুপুর আড়াইটায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ ঢাকা যেলার উদ্যোগে নাছিরাবাদ টেকপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুনুর রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত

ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা ‘যুবসংঘ’ের সাধারণ সম্পাদক শফীকুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আলমগীর আযাদ (সবুজ) প্রমুখ।

মোহনপুর, রাজশাহী ১১ই জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ জাহানাবাদ এলাকার উদ্যোগে যেলার মোহনপুর থানাধীন চকবিরহী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ।

দেবীদ্বার, কুমিল্লা ১১ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ দেবীদ্বার থানাধীন তুলাগাঁও এলাকার উদ্যোগে নোয়াপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে স্থানীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নোয়াপাড়া শাখা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব আব্দুল মজীদ ড্রাইভারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুছলেছুদ্দীন, ‘যুবসংঘ’ের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এহসান এলাহী যহীর প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন যেলা ‘যুবসংঘ’ের সহ-সভাপতি ইউসুফ আহমাদ, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও যেলা ‘যুবসংঘ’ের সাবেক দফতর সম্পাদক আমীর হোসাইন। উল্লেখ্য যে, হিফযুল কুরআন, আযান, ইসলামী জাগরণী ও উপস্থিত বক্তৃতা (সাংগঠনিক) এ চারটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় মোট ২৯ জন বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

জামিরা, চারঘাট, রাজশাহী ১২ই জুলাই রবিবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ চারঘাট এলাকার উদ্যোগে যেলার চারঘাট থানাধীন জামিরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী-পূর্ব যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৩ই জুলাই সোমবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রহনপুর এলাকার উদ্যোগে জালিবাগান ইসলামিয়া হাফেযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

সমসপুর-মুরশিদা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ নাচোল উপেলার উদ্যোগে

থানার সমসপুর-মুরশিদা জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নাচোল উপেলা ‘আন্দোলন’-এর অর্থ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ই জুলাই বুধবার : অদ্য বাদ আছর ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ তাহেরপুর এলাকার উদ্যোগে তাহেরপুর হাইস্কুল সংলগ্ন মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাফীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মুহাম্মাদ ফিরোয়াল ইসলাম ও হাফেয মুহাম্মাদ খোরশেদ আলম।

মারকায সংবাদ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ২০১৫ সালের আলিম পরীক্ষায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ২০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ১জন জিপিএ-৫ (A+), ১৫ জন A এবং ৪জন A- গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্র হ’ল আব্দুল্লাহ আল-মারকায (বগুড়া)।

প্রবাসী সংবাদ

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন’ মালয়েশিয়া শাখা গঠন
আমপাং, কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া ১৩ই মে মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব রাজধানী কুয়ালালামপুরের আমপাং শহরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ঢাকা যেলার সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। তিনি উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে ‘সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা’ সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। অতঃপর ‘আন্দোলন’-এর মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব মোবাইলের মাধ্যমে উপস্থিত সুধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে জনাব আবুল খায়েরকে আহ্বায়ক ও জনাব সোলায়মানকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন মালয়েশিয়া’ শাখা কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্য সদস্যগণ হ’লেন মুহাম্মাদ আলী, আবুল হাশেম, সাইফুল ইসলাম, হাফীযুর রহমান, মুনীরুখ্যামান ও শাহরিয়ার আলম।

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা রুখে দিন!

-আমীরে জামা’আত

সম্প্রতি ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের খবরে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দু’দেশের মধ্যে প্রবাহিত ৩৮টি অভিন্ন নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে অবরুদ্ধ করে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার চক্রান্ত করছে ভারত। এতে গঙ্গা-কপোতাক্ষ এলাকায় গুরু মরুক্রম প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হবে।

তিনি বলেন, ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা চালিয়ে পানি সমস্যার কোন সমাধান হবে না। তাই সমুদ্রসীমা নির্ধারণের বিষয়টি যেমন আন্তর্জাতিক ফোরামে নিষ্পত্তি হয়েছে। অনুরূপভাবে ভারতের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের পানি আধ্রাসনে সৃষ্ট বিপর্যয়ের কথা বলিষ্ঠ ও তথ্যসমৃদ্ধভাবে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক কোর্ট অব জাস্টিস, ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদি ফোরামে উত্থাপন করা করতে হবে। এভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার মাধ্যমে তাদের এ চক্রান্ত রুখে দিতে হবে (দৈনিক ইনকিলাব ২৫শে জুলাই '১৫, ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত)।

মৃত্যু সংবাদ

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ মোহনপুর থানাধীন গোছা এলাকার সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন (২৪) গত ২৯শে জুলাই বুধবার দিবাগত ভোর রাতে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউল)। পরদিন ৩০শে জুলাই বৃহস্পতিবার দুপুর ২-টা ৩০ মিনিটে গোছাহাট বাজার সংলগ্ন মাঠে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা ছালাতে ইমামতি করেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। জানাযায় অংশগ্রহণ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাকীম আহমাদ, আমীরে জামা‘আতের জ্যেষ্ঠপুত্র এবং বর্তমানে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, রাজশাহী মহানগর ‘আন্দোলন’-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মোশতাক আহমাদ, মোহনপুর উপজেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা দুর্কুল হুদা, প্রচার সম্পাদক শামসুল হুদা প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত যেলা ‘আন্দোলন’ ও ‘যুবসংঘ’র নেতৃবৃন্দ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর গোছা গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র কর্মী হিসাবে দেলোয়ার হোসাইন তার এলাকায় সকলের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন এবং তার

মায়ের একমাত্র পুত্র ছিল। আগের দিন বিকালে আছরের পর সে সুস্থ শরীরে নওদাপাড়া মারকায়ে গমন করে এবং আমীরে জামা‘আতের সাথে তার প্রথম পরিচয় হয়। পরদিন সকালে তার মৃত্যু সংবাদ শুনে আমীরে জামা‘আত খুবই ব্যথিত হন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার জানাযায় আগমন করেন। অযাচিতভাবে তাকে পেয়ে এলাকাবাসী দারুণভাবে আশ্চর্য ও অভিভূত হয়। তিনি এসে প্রথমে মাইয়েতকে দেখেন ও দো‘আ করেন। অতঃপর তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও তাকে সান্ত্বনা দেন। অতঃপর জানাযা শেষে তিনি নিজে দাফনে অংশ নেন।

দাফন শেষে বিকাল সোয়া ৩-টায় গোছাবাজার জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা‘আত বলেন, নিয়মিত দাওয়াত ও সংগঠনের অভাবে আহলেহাদীছ জামা‘আত আজ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। তিনি ঘরে ঘরে সংগঠনের দাওয়াত পৌছে দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মোহনপুর উপজেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা দুর্কুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম এবং ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

[আমরা মাইয়েতের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ’তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস

«কোয়ালিটি নয়, আমরা কোয়ালিটিতে বিশ্বাসী»

উন্নতমানের মেশিনে ক্যালেক্সার, পোস্টার, লিফলেট, কভার, দাওয়াত কার্ড, ভিজিটিং কার্ড সহ চার রংয়ের যেকোন ধরনের কোয়ালিটি কাজের জন্য যোগাযোগ করুন!

বিদ্রঃ প্রাণীর ছবি ও শিরক-বিদ‘আতের সমর্থনে রচিত কোন বই-পুস্তক বা প্রচারপত্র ছাপা হয় না।



Heidelberg MO-1994 model

যোগাযোগ : হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া (আমচতুর), শাহমখদুম, রাজশাহী, ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, আমি কিছ মানুশকে জান্নাতের জন্য এবং কিছ মানুশকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এক্ষণে মানুশের কিছ করণীয় আছে কি?

-নূরুল ইসলাম, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : এটি তাক্বদীরের বিষয়। যার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই রয়েছে। অতএব মানুশের কর্তব্য হ'ল আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তাঁর বিধান মেনে সাধ্যমত সৎকর্ম করে যাওয়া। কারণ কোন মানুশই জানে না তার ভাগ্যে কি লেখা রয়েছে। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ) একটা ছড়ি দিয়ে মাটির উপর দাগ কাটছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই, যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লেখা হয়নি। একথা শুনে একজন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহলে সকল আমল ত্যাগ করে আমাদের লিখিত ভাগ্যের উপর ভরসা করব না? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা সৎকর্ম করে যাও। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পক্ষে সে কাজ সহজসাধ্য হবে। যারা সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত, তাদের জন্য সেরূপ আমল এবং যারা দুর্ভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত তাদের জন্য সেরূপ আমল সহজ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে পাঠ করলেন, 'অতঃপর যে ব্যক্তি দান করে ও আল্লাহভীরু হয় এবং উত্তম বিষয়কে (তাওহীদকে) সত্য বলে বিশ্বাস করে, অচিরেই আমরা তাকে সরল পথের জন্য সহজ করে দেব। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কৃপণতা করে ও বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে, অচিরেই আমরা তাকে কঠিন পথের জন্য সহজ করে দেব (লায়েল ৯২/৫-৭, বুখারী হা/৪৯৪৯)।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : আমার পিতা-মাতা কবরপূজারী। তাদেরকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হয়েছে। তারা ছালাত-হিয়াম, আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে। পিতা ব্যভিচারে জড়িত। মা জেনেও তাতে বাধা দেয় না। এখন আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ফরিদপুর।

উত্তর : পিতা-মাতার এরূপ কর্ম কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। এজন্য পিতা-মাতাকে সাধ্যমত নছীহত করে যেতে হবে এবং তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর নিকট আন্তরিকভাবে দো'আ করতে হবে। তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা যাবে না। কেননা সন্তানকে পিতা-মাতা শিরক করার জন্য চাপ দিলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (লোকমান ৩১/১৫)। আর যেকোন মূল্যে নিজেকে যাবতীয় শিরক ও পাপাচার থেকে দূরে রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপন কোন প্রকার অশ্লীল কাজের নিকটবর্তী হয়োনা' (আন'আম ৬/১৫১)।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাক'আত না পেলে পরে তা আদায়ের সময় সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?

-আবুবকর, রিয়াদ, সউদী আরব।

উত্তর : মিলাতে হবে না। এ সময় তিনি ইমামের অনুসরণে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন। অতঃপর ইমামের সালাম শেষে মাসবুক হিসাবে তার শেষ দু'রাক'আতে অন্য সময়ের ন্যায় কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম নিযুক্ত হন তাকে অনুসরণের জন্য' (বুখারী হা/৩৭৮)। তিনি বলেন, 'ছালাতের যে অংশটুকু তোমরা পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে, সেটুকু পূর্ণ কর' (বুখারী হা/৬৩৫, মিশকাত হা/৬৮৬)। এখানে ইমামের শেষাংশ হ'ল মাসবুকের প্রথমংশ। অতঃপর মাসবুক তার বাকী শেষ দু'রাক'আত আদায় করবেন। এর ফলে মাসবুকের মোট চার রাক'আতেই সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। তাছাড়া ছালাত প্রথম দিক থেকে শেষে এসে সংক্ষেপ করতে হয় (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮০)।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : তাসবীহ কি উভয় হাতে গণনা করা যাবে?

-আব্দুল ওয়াহাব
সিলেট সেনানিবাস, সিলেট।

উত্তর : কেবল ডান হাতের আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতেন (আবুদাউদ হা/১৫০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩-এর আলোচনা)। তিনি ডান দিক থেকে কাজ করা পসন্দ করতেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/৪০০)। এছাড়া গণনা কড়ে আঙ্গুল দিয়ে শুরু করতে হবে, বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে নয়। কেননা ডান হাতের ডান পাশ কড়ে আঙ্গুল দিয়েই শুরু হয়েছে এবং এ আঙ্গুল দিয়ে গণনা শুরু করাটাই সহজ ও স্বভাবগত (বিজারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৫০)। তবে ডান হাতে গণনা করতে অক্ষম হ'লে বাম হাতে গণনা করতে পারে।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : যে মহিলা ছালাত আদায় করেনা, তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?

-হাবীবুল্লাহ, শার্শা, যশোর।

উত্তর : নারী হোক বা পুরুষ হোক ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী পর্যায়ভুক্ত মহাপাপ। তাই শাসনের জন্য এসব লোকদের রান্না না খাওয়াই উত্তম। তবে এটি হারাম নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) ইহুদী ও মুশরিক মহিলার বাড়ীতে খেয়েছেন (বুখারী হা/৩৪৪, মিশকাত হা/৫৯৩১)।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার স্বরূপ কি?

-আনীসুল হক, শেরপুর।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর’ (বাক্বারাহ ৪৫)। এর অর্থ হ’ল- আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তাক্বদীরের উপর ভরসা করে যেকোন বিপদ ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করা। কেননা বিপদে ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই ভবিষ্যত সফলতার পথ উন্মোচিত হয়। দ্বিতীয়তঃ ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করা। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তায় পড়তেন, তখন তিনি নফল ছালাতে দণ্ডায়মান হ’তেন (আবুদাউদ হা/১৩১৯, মিশকাত হা/১৩২৫, সনদ হাসান)। বদর যুদ্ধের দিন তিনি ছালাত ও ক্রন্দনের মাধ্যমে সারা রাত অতিবাহিত করেন (আহমাদ হা/১০২৩, ইবনু হিব্বান হা/২২৫৭, সনদ ছহীহ)। মিসর গমনকালে ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা সেদেশের বাদশাহ কর্তৃক অপহৃত হলে ইবরাহীম (আঃ) তাকে আল্লাহর যিম্মায় ছেড়ে দিয়ে ছালাতের মাধ্যমে স্ত্রীর ইশ্বতের হেফাযতের জন্য আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী সারাও ছালাতে রত হয়ে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চেয়েছিলেন। তাতে ঐ লম্পটের হাত-পা অবশ হয়ে গিয়েছিল’ (বুখারী হা/২২১৭; ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৬২ পৃঃ)। মূলতঃ ছালাতের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। সেকারণ বিপদ মুহূর্তে বা কোন সফলতা লাভের আশায় ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : যেসব পণ্যের গায়ে বা লেবেলে প্রাণীর ছবি থাকে, সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে কি?

-খোরশেদ আলম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তর : দোকানে ছবি টাঙ্গানো না থাকলে, ছবির সম্মান প্রদর্শন না করা হ’লে, মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা না হ’লে, মালের সাথে ছবি বিক্রি উদ্দেশ্য না হ’লে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু’টি বালিশ তৈরী করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন (বুখারী, নায়ল ২/১০৩ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৪)। অতএব সম্ভবপর ছবিযুক্ত পণ্য আড়াল করে বা উল্টা করে রেখে ব্যবসা করতে হবে। অর্থাৎ হীনকর কাজে ছবি ব্যবহার করা যাবে। তবে অশ্লীল ছবিযুক্ত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলির মাধ্যমে দোকানী ও ক্রেতা উভয়েরই চোখের যেনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রকাশ থাকে যে, ছবি ও মূর্তি প্রদর্শন করে ব্যবসা করা হারাম, যেমনটি আজকাল বহু দোকানে দেখা যায়। তাছাড়া এমন বস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় হারাম, যার লাভ-লোকসান ছবির উপর নির্ভরশীল। যেমন বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা ও খেলোয়াড়ের ছবি ব্যবহার করা।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : ছালাতে তাশাহহুদ থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙুল কি একবার উঠালেই চলবে না অনবরত নাড়াতে হবে?

-নওশাদ আলী, ভেলকুগাড়া, পঞ্চগড়।

উত্তর : নাড়ানোই সূনাত। তবে তা যেন দ্রুত ও দৃষ্টিকট না হয়। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছে তিনি

বলেন, فَحَلَّقَ حَلْفَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبِعَهُ فَرَأَيْتَهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

অর্থাৎ ‘নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুলসমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাঁধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন। আমি তাঁকে দেখলাম যে, তিনি সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো‘আ করছেন’ (আবুদাউদ হা/৯৮৯, দারেমী হা/১৩৫৭, মিশকাত ‘তাশাহহুদ’ অধ্যায় হা/৯১১)। উল্লেখ্য যে, একবার ওঠাতে হবে মর্মে কোন জাল-যঈফ হাদীছও নেই (মিশকাত হা/৯০৬ নং হাদীছের টীকা দঃ)।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : শুক্রবার দিনে বা রাতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে কিয়ামত অবধি তার কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে মর্মে বক্তব্যটির সত্যতা আছে কি?

-রাফাত মাহূন, হালিয়াকান্দি, আসাম, ভারত।

উত্তর : এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি হ’ল, ‘কোন মুসলমান যদি জুম‘আর দিনে বা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিৎনা হতে রক্ষা করেন’ (আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৭৭৩)। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে কবরের ফিৎনা তথা আযাব থেকে রক্ষা করবেন ইনশাআল্লাহ (মির‘আতুল মাফাতীহ ৪/৪৪০)। উক্ত হাদীছটি শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে ‘হাসান’ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে শায়খ শু‘আইব আরনাউত্ব ও হুসাইন সালীম আসাদ বলেন, হাদীছটির শাহেদ থাকলেও সেগুলো এমন শক্তিশালী নয় যা হাদীছকে ছহীহ বা হাসানের পর্যায়ে উন্নীত করবে। অতএব হাদীছটি যঈফ (তাহকীক মুসনাদে আহমাদ হা/৬৫৮-২; তাহকীক মুসনাদে আবু ইয়াল্লা হা/৪১১৩)। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে যঈফ বলেছেন (ফাৎহুল বারী ৩/২৫৩)। এছাড়া কোন ছাহাবী শুক্রবারে মৃত্যুর জন্য আকাংখা প্রকাশ করেছেন বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর দিন তথা সোমবারে মৃত্যুর জন্য আকাংখা করেছেন (বুখারী হা/১৩৮৭)। মোদ্দাকথা এরূপ গায়েবের বিষয় ক্রটিপূর্ণ দলীল দ্বারা সাব্যস্ত না করাই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : কোন মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ইমপ্লান্ট বা অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে। একথার শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুর রব মিলন*

পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, কালাই, জয়পুরহাট।

[শুধু ‘আব্দুর রব’ লিখুন, মিলন নয় (স.স)]

উত্তর : দরিদ্রতার ভয়ে কোন কিছুর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে জন্মনিরোধ করা হারাম (ইসরা ১৭/৩১, বুখারী হা/৪৭৬১; মুসলিম হা/৮৬; মিশকাত হা/৪৯ ‘কবীরা গোনাহ’ অনুচ্ছেদ)। এগুলি কবীরা গোনাহ। অন্যদিকে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির কারণে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে ইমপ্লান্টের ন্যায় জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন অস্থায়ী পদ্ধতি ‘আযল’ করা জায়েয (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৪)। তবে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণরত অবস্থায় মারা গেলে জাহান্নামী হবে একথা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা শিরক ব্যতীত সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন (নিসা ৪৮)।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : মুছাফাহার সময় হাত ধরে বাঁকি দেওয়া যাবে কি?

-মীযান, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বাঁকি নয় বরং স্বাভাবিকভাবে উভয়ের ডান হাত মিলাবে। যা অত্যন্ত নেকীর কাজ (আবুদাউদ হা/৫২১২; মিশকাত হা/৪৬৭৯, সনদ ছহীহ)। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে মুছাফাহা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কেবল দু'হাত মিলানোর ব্যাপারে সম্মতি দেন (তিরমিযী হা/২৭২৮; মিশকাত হা/৪৬৮০; ছহীহাহ হা/১৬০)। সুতরাং এর বাইরে বাঁকি দেওয়া বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : শাড়ী-লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে কি?

-মা'ছুম সোহেল, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তর : যাবে। তবে যাকাতের হিসাব সর্বাত্মে সম্পন্ন করতে হবে। অতঃপর উক্ত অর্থ দ্বারা এগুলি ক্রয় করে বিতরণ করতে হবে। স্মর্তব্য যে, যাকাত ও ছাদাক্বাসমূহ মুসলিম আমীরের নিকট জমা করে তাঁর মাধ্যমে হকদারগণের মধ্যে বিতরণ করাই হ'ল ইসলামী বিধান। বর্তমান যুগে কোন হকপন্থী ইসলামী সংগঠন বা সংস্থার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে। তারা তা কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাওঁ জমা করে যাকাতের খাত সমূহে বিতরণ করবেন। এছাড়া নিজ খামে বা মহল্লায় দ্বীনদার কমিটির নিকট বায়তুল মাল জমা করার ব্যবস্থা থাকলে সেখানে কিছু অংশ জমা করার মাধ্যমে বিতরণ করা যেতে পারে। এরূপ সুন্যাতী তরীকা বাদ দিয়ে নিজ হাতে বিতরণ করতে গিয়ে একদিকে গরীবরা লাইনে পদদলিত হয়ে মারা পড়ছে, অন্যদিকে দাতা রিয়া ও শ্রুতির পাপে জড়িয়ে পড়ছেন। ফলে তার যাকাত কবুল হচ্ছে না। অতএব ইসলামী বিধান মেনে যাকাত আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : উপজাতীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের রান্না খাবার খাওয়া যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, গাঘীপুর।

উত্তর : অমুসলিম উপজাতীয়দের সাথে মানবিক সম্পর্ক রাখায় এবং তাদের তৈরী খাবার খাওয়ায় কোন বাধা নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছেন (বুখারী হা/৩৪৪; মিশকাত হা/৫৮৮৪)। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে বসবাস করতেন (মুসলিম হা/২৪৯১; মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)। তবে তাদের যবহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না (আন'আম ৬/১২১)। এক্ষেত্রে নিজে বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দিতে হবে। অতঃপর তারা রান্না করে দিতে পারবে।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী ও তিন মেয়েকে রেখে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে অংশ কিভাবে বন্টিত হবে? শোনা যায় যে, এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) প্রবর্তিত আওল বিধান কুরআনের নির্দেশ বিরোধী। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল মুত্তালিব, বগড়া।

উত্তর : এমতাবস্থায় ও মেয়ে দুই-তৃতীয়াংশ, পিতা-মাতা প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ এবং স্ত্রী এক অষ্টমাংশ পাবে (নিসা ১১-

১২)। অত্র মাসআলায় 'আওল হয়েছে। অর্থাৎ বন্টন সংখ্যা ২৪ হলেও অংশ হয়েছে ২৭ টি। যেমন মাতা-পিতা ৪+৪=৮, স্ত্রী ৩ ও তিন কন্যা ১৬ মোট ২৭ ভাগে বন্টিত হয়েছে। অতিরিক্ত তিন অংশ বেশী হওয়াটাই 'আওল। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত তিন অংশ সকলের অংশ থেকে সমানভাবে কমিয়ে 'আদল করতে হবে। 'আওলের এই বিধান সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) (বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১২২৩৭; ইরওয়া হা/১৭০৬, সনদ হাসান)। আলী (রাঃ)-এর ব্যাপারেও কিছু বর্ণনা রয়েছে। তবে তা দুর্বল (ইরওয়া হা/১৭০৬/১)। ওমর (রাঃ) প্রবর্তিত 'আওল বিধান কুরআনের বিরোধী নয়। বরং তার ব্যাখ্যা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর যুগে এর সমস্যা দেখা দেয়নি। ওমর (রাঃ)-এর নিকট এরূপ সমস্যা দেখা দিলে তিনি হাযাবায়ে কেলামের সাথে পরামর্শ করে এ বিধানটি প্রবর্তন করেন (হাকেম হা/৭৯৮৫, বিস্তারিত দঃ ছালেহ আল-ফাওয়ান, আত-তাহক্বীকাতুল মারযিহিয়াহ ফিল মাবাহিছিল ফারযিহিয়াহ, পৃষ্ঠা ৬১-৬৬)।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : আগে শোনা যেত গিরগিটি মারলে ১০০ নেকী হয়। এখন জানলাম সেটা টিকটিকি। এক্ষেপে কোনটি সঠিক?

-বদরুল হুদা, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : গিরগিটি নয়। বরং টিকটিকিই সঠিক। প্রকাশ থাকে যে, 'আল-ওয়াযাগ' (الْوَزَّاعُ) শব্দের উর্দু অনুবাদ 'ছিপকলী' (মিছবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দু অভিধান), পৃঃ ৯৪৩; আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দু) পৃঃ ১০৮২)। যার বাংলা অর্থ টিকটিকি (ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী; পৃঃ ২৬০; ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দু-বাংলা অভিধান), পৃঃ ৩৫৬)। আর 'আল-হিরবাত' (الْحِرْبَاءُ)-এর উর্দু অর্থ গিরগিট (মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১৪৪; আল-মুনজিদ পৃঃ ১৯৮)। যার বাংলা গিরগিটি বা কাকলাস ব্যবহৃত হয় (ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, পৃঃ ৬৯১; ফ'রহঙ্গ-ই-রব্বানী, পৃঃ ৫০৭-৮)। গিরগিটি মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু টিকটিকি তা পারে না। ফলে গিরগিটির গায়ের পরিবর্তিত রং দেখেই আমাদের দেশের লোকজন মারতে বেশী উদ্যত হয়। (বিস্তারিত দেখুন : আল-ক্বামূস; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ১০২৯; আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী), ৩/২৫৫৪ পৃঃ)। উল্লেখ্য যে, ভারতের কতিপয় লেখক স্ব স্ব লেখনীতে এবং এ দেশের বাংলা অনুবাদ মিশকাতে ও 'আল-কাওছার' আরবী-বাংলা অভিধানে 'আল-ওয়াযাগ' অর্থ গিরগিটি লেখা হয়েছে, যা শুদ্ধ নয়।

উল্লেখ্য, টিকটিকির লেজে মাদকতা আছে। ইবনুল মালেক বলেন, এটি একটি কষ্টদানকারী ও বিষাক্ত প্রাণী। শয়তান একে ইবরাহীমের অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দেওয়া ছাড়াও অন্যান্য পাপের কাজে ব্যবহার করে থাকে (মিরক্বাত হা/৪১১৯-এর ব্যাখ্যা)। আয়েশা (রাঃ) তার পাশে একটি বর্শা রাখতেন। যা দিয়ে টিকটিকি মারতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের খবর দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন পৃথিবীর সকল প্রাণী তা নিভানোর চেষ্টা করেছিল। কেবল এই টিকটিকি ব্যতীত। সে তাতে ফুঁক দিয়েছিল। যাতে আগুন আরও বেশী জ্বলে ওঠে। সে কারণে তিনি এদের মারতে বলেছেন' (ইবনু মাজাহ হা/৩২৩১; ছহীহাহ হা/১৫৮১)। উম্মে শারীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

টিকটিকি মারতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আঙুনে ফুক দিয়েছিল (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)। তিনি বলেন, 'প্রথমবারে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয়বারে তার চেয়ে কম, তৃতীয় বারে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : রামাযান মাসে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অনির্ধারিত অর্থ বা খাবার তুলে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রতিদিন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরূপ আয়োজন জায়েয কি? এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক যে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় তা জায়েয কি?

-মুস্তাফীযুর রহমান, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তর : ইফতার করানো নেকীর কাজ। যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করায়, সে ঐ ছায়েম-এর সমান নেকী অর্জন করে (তিরমিযী হা/৮০৭, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬)। হাদীছে একত্রিতভাবে খাওয়া বরকত লাভের মাধ্যম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে (আবুদাউদ হা/৩৭৬৪, মিশকাত হা/৪২৫২)। এছাড়া ইফতার মাহফিলের আয়োজনের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মানুষ বিপুল পরিমাণ ছায়েমকে ইফতার করানোর নেকী লাভে ধন্য হয়। অন্যদিকে মানুষের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত দানের সুযোগ হয়। সুতরাং এরূপ আয়োজন করায় বাধা নেই। স্মার্তব্য যে, কারু কাছ থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থ আদায় করা যাবে না এবং মৃতব্যক্তির নামে ও যাকাতের টাকায় ইফতার করানো যাবে না।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : বাড়ী থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় অলসতাবশতঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয় না। এক্ষণে জুম'আ ছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত বাড়ীতে জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?

-মুবাশশির গাযী

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তর : শারঈ ওয়র ব্যতীত আযান শুনে মসজিদে না আসলে ছালাত কনুলযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে পেয়েও বিনা ওয়রে মসজিদে যায় না তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওয়র' হচ্ছে ভয় ও অসুস্থতা (ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, হাকেম, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬৫২)। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী মসজিদের পথ দেখানোর মত কেউ না থাকার ওয়র পেশ করে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, 'তুমি কি আযান শুনেতে পাও? শুনেতে পেলে মসজিদে এসো' (মুসলিম হা/৬৫৩, মিশকাত হা/১০৫৪)। এছাড়া মুছল্লী যত বেশী দূর থেকে মসজিদে আগমন করবে, ততবেশী পরিমাণ নেকী তার আমলনামায় যুক্ত হবে (আবুদাউদ হা/৫৫৬)। আর শারঈ ওয়র বশতঃ বাড়ীতে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে জামা'আতের নেকী পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : বিবাহের মোহর নির্ধারণের শরী'আতের নির্দেশনা কি? সমাজে 'মোহরে ফাতেমী' নামে একটি পরিভাষা চালু আছে। এটা কি সনাত?

-সুলতান আহমাদ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিবাহ মানবজাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অন্যতম প্রধান নে'মত। আল্লাহ বলেন, তাঁর নে'মতসমূহের অন্যতম হ'ল তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' (ক্বম ২১)। সেকারণ বিবাহ সহজে সম্পন্ন হওয়া যরুরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম বিবাহ হ'ল যা সহজভাবে সম্পন্ন হয় (ইবনু হিব্বান, ছহীছুল জামে' হা/৩৩০০)। আর বিবাহের প্রধান শর্ত হ'ল মোহর আদায় করা (মুত্তাফাকু আলাহাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৩)। এর পরিমাণ শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়। তবে পরিমাণে তা যত কম হয়, ততই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ মোহর যা সহজে পরিশোধযোগ্য (বায়হাক্বী, ছহীছুল জামে' হা/৩২৭৯)। ওমর (রাঃ) বলেন, 'মেয়েদের মোহর সীমাহীন করো না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে আল্লাহর নবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বারো উক্কিয়া বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি' (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪)। রাসূল (ছাঃ) কুরআন শিক্ষা প্রদান, লোহার আংটি (রুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২), এমনকি ইসলাম গ্রহণের শর্তেও বিবাহ প্রদান করেছেন (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৯)।

তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর বেশীও প্রদান করা যায়। জনৈক ছাহাবী তার স্ত্রীকে সে যুগে এক লক্ষ দিরহাম সমমূল্যের জমি প্রদান করেছিলেন (হাকেম, আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১৯২৪ ও ৪০)। বাদশাহ নাজাশী রাসূল (ছাঃ)-এর এক স্ত্রী উম্মে হাবীবাহর মোহর প্রদান করেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল সেয়ুগের চার হাজার দিরহাম (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮)।

'মোহরে ফাতেমী' বলে ইসলামে কোন পরিভাষা নেই। মোহরে ফাতেমী তথা বিশেষ ফযীলতের আশায় ফাতেমা (রাঃ)-কে প্রদত্ত মোহর অনুসরণ করা শী'আদের আবিষ্কৃত রীতি। রাসূল (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে তার প্রশস্ত ও ভারী ঢালটিকে মোহর হিসাবে ফাতেমা (রাঃ)-কে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন (নাসাঈ হা/৩৩৭৫)। তাই বলে এটা অনুসরণে বিশেষ কোন ফযীলত রয়েছে, এমনিটি নয়।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : পুরুষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের কিরা'আতে বা ছালাতে ভুল হলে মহিলারা লোকমা বা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?

-আব্দুর রহীম, কাসেমপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইমাম কোন ভুল করলে পুরুষেরা সুবহানাল্লাহ বলবে এবং মহিলা মুক্তাদীগণ হাতে হাতে মেরে আওয়াজ করবেন (রুখারী হা/১২০৩; মুসলিম হা/৪২২; মিশকাত হা/৯৮৮; ফাৎহুল বারী ৩/৭৭)।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। এখানে মূলধন সবসময় কমবেশী হয়। নির্দিষ্ট মূলধন বছর অতিক্রম করে না। এক্ষেত্রে আমি যাকাত বের করব কিভাবে?

-রায়হান, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : বছর শেষে ব্যবসায়রত সম্পদ কমবেশী গড় হিসাব করে তা নিছাব পরিমাণ হলে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে (তিরমিযী হা/৬২৮, বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৩৯৪; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ৩৬৪ পৃ, সনদ ছহীহ)। পুংখানুপুংখ হিসাব রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : **জৈনিক ইমাম বলেন, তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?**

-আহমাদ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : একথা সঠিক নয়। বরং রাসূল (ছাঃ) তাহাজ্জুদ ছালাতের প্রথম দু'রাক'আত সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রাতের ছালাতে দণ্ডায়মান হবে, সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাতের মাধ্যমে (তাহাজ্জুদ) ছালাতের সূচনা করে' (মুসলিম হা/৭৬৮; আবুদাউদ হা/১৩২৩; মিশকাত হা/১১৯৪)। ইমাম ছাহেব হয়ত এ হাদীছের ব্যাখ্যা বুঝতে ভুল করেছেন।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : **ই'তিকাহ অবস্থায় জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো অথবা জুম'আর খুৎবা দেওয়া যাবে কি?**

-আব্দুল্লাহেল কাফী, ছোটবনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : ইতিকাহ অবস্থায় বাইরে গিয়ে জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ই'তিকাহকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল ... কোন জানাযায় যোগদান করবে না.. (আবুদাউদ হা/২৪৭৩; মিশকাত হা/২১০৬; সনদ হাসান, ফাতাওয়া লাজনাহ দায়েমাহ ১০/৪১০)। ই'তিকাহকারী বাইরে গিয়ে জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারবে মর্মে যে মারফু' ও মাওকুফ হাদীছগুলি রয়েছে তার কোনটি যঈফ কোনটি মওযু' (সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৬৭৯, তাহকীক সুনান দারাকুৎনী হা/২৩৩৩-৩৪, সনদ যঈফ)। তবে জুম'আর খুৎবা দেওয়া যেতে পারে। রাসূল (ছাঃ) ই'তিকাহরত অবস্থায় তিনি ব্যতীত অন্য কেউ খুৎবা দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব যোগ্য কেউ না থাকলে খুৎবা দেওয়ায় বাধা নেই। তবে এটি ই'তিকাহের ধর্মীয় ভাব গাভীরের বিরোধী বিবেচনায় এড়িয়ে যাওয়ায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : **তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দু'রাক'আত গুরু করার সময় ছানা পাঠ করতে হবে না প্রথমে একবার পড়লেই যথেষ্ট হবে?**

-শহীদুল ইসলাম, মোঘলহাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : ফরয হোক নফল হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে ছানা পাঠ করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শুরু করতেন, তখন ছানা পাঠ করতেন (বুখারী হা/৭৪৪, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮১২-১৩, ৮১৫)। এখানে ছানাকে ছালাত শুরুর সাথে খাছ করা হয়েছে। সুতরাং সালাম ফিরানোর পর নতুনভাবে ছালাত শুরু করলে ছানা পাঠ করতে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : **বিভক্ত আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন পাত্র না পেয়ে জেনে-শুনে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে অভিভাবককে গুনাহগার হতে হবে কি?**

-সাইফুল ইসলাম, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তর : জেনে-শুনে শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে এবং ফলশ্রুতিতে মেয়ের উপর দ্বিনী ক্ষতি নেমে আসলে অভিভাবক অবশ্যই গুনাহগার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিনীকে অগ্রাধিকার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন (বুখারী হা/৫০৯০; মিশকাত হা/৩০৮২; তিরমিযী হা/১০৮৪; মিশকাত হা/৩০৯০)। আল্লাহ তা'আলা মুশারিক নারী বা পুরুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন যদিও তারা মুমিনদের চেয়ে আকর্ষণীয় হয় (বাক্বারাহ ২/২২১)। অতএব অভিভাবকের দায়িত্ব হ'ল- মেয়েকে ছহীহ আক্বীদা সম্পন্ন দ্বিনদার পাত্রের হাতে তুলে দেওয়া।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : **বার্ধক্য জনিত হাঁটুর ব্যথার কারণে চেয়ারে বসে নিয়মিত ভাবে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?**

-তরীকুল ইসলাম, দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : নিয়মিতভাবে নয়, বরং মাঝে-মাঝে বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করতে অক্ষম ব্যক্তির চেয়ারে বসে মাঝে-মাঝে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে যোহর-আছরের ছালাতে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন (বুখারী হা/৬৮৯, মিশকাত হা/১১৩৯; মির'আত ৪/৮৯)। অতএব স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে এবং দাঁড়াতে সক্ষম যোগ্য ব্যক্তি থাকলে ইমামতি ছেড়ে দেওয়াই উত্তম হবে। কেননা দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা ছালাতের অন্যতম রুকন (বাক্বারাহ ২/২৩৮)।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : **ইয়াক্বুব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। এক্ষণে আমাদের পিতা-মাতা বা পীর ছাহেবদেরকে সিজদা করতে বাধা কোথায়?**

-জাহাঙ্গীর আলম, কাকীবুকী, সিংগাপুর।

উত্তর : সিজদা এবং যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করাকেই তাওহীদ বলে। ইয়াক্বুব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা ছিল সম্মান প্রদর্শনের সিজদা, ইবাদতের সিজদা নয়। এই প্রথা আদম থেকে ঈসা (আঃ) পর্যন্ত তাঁদের শরী'আতে বৈধ ছিল। পরবর্তীতে উক্ত প্রথাকে ইসলামে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ইবনু কাছীর, সূরা ইউসুফ ১০০ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) যখন ইয়ামানে গিয়ে দেখলেন যে খ্রীষ্টানরা তাদের নেতাদের সম্মানের সিজদা করে, তখন তিনি ভাবলেন যে, এই সম্মান তো আমাদের নবী পাওয়ার বেশি হকদার। অতঃপর তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর উদ্দেশ্যে উক্ত সম্মানটি প্রদর্শন করতে চাইলে তিনি তাকে এমনটি করতে নিষেধ করে বলেন যে, আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার আদেশ দিতাম তাহ'লে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম (তিরমিযী হা/১১৫৯; ইবনে মাজা হা/১৮৫৩; মিশকাত হা/৩২৫৫)।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : **জৈনিক মেয়েকে বিবাহ করব বলে কসম করার পর পরিবারের বাধার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষণে এতে কোন ক্ষতির আশংকা আছে কি? উক্ত কসমের জন্য কাফফারা দিতে হবে কি?**

-কাওছার আলী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : পরিবারের সিদ্ধান্ত ছাড়া কাউকে বিবাহ করার ব্যাপারে এভাবে কসম করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে। তা হ'ল- দশজন অভাবহস্তকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য প্রদান করা অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করা অথবা একজন দাস বা দাসী মুক্ত করা। আর যদি কেউ এর সামর্থ্য না রাখে, তাহলে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' (মায়েরদাহ ৫/৮৯)। তবে এরূপ কসম পুরা না করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে বলে আশংকা করা ঠিক নয়। কারণ এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : কুরবানীর দিন ছালাতের পূর্বে না খেয়ে থাকা এবং কুরবানীর পর কলিজা দ্বারা ইফতার করা কি সূনাত?

-সাজিদুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সূনাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' (তিরমিযী হা/৫৪২, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪০, সনদ ছহীহ)। আর তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' (আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)। বায়হাক্বীর বর্ণনায় নির্দিষ্টভাবে 'কলিজা'র কথা এসেছে (বায়হাক্বী হা/৫৯৫৬; মির'আতুল মাফলহীহ ৪/৪৫ পৃঃ)। তবে বর্ণনাটি যঈফ (সুবুলুস সালাম, তা'লীক্ আলবানী ২/২০০)।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : জুম'আ ও ঈদের ছালাত একই দিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?

-শিবাবুদ্দীন, শেরপুর, ঢাকা।

উত্তর : জুম'আ ও ঈদ একই দিনে হ'লে ঈদের ছালাত আদায় করার পর জুম'আর ছালাত আদায় করা ইচ্ছাধীন বিষয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদ ও জুম'আ একই দিনে হ'লে তিনি সকলকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন, এক্ষেত্রে জুম'আ পড়তে আসা বা না আসা তোমাদের ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে আমরা জুম'আ পড়ব' (আবুদাউদ হা/১০৭৩)।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : বৃষ্টির কারণে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করার পর নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিতে হবে কি?

-মোয়াম্মেল হক, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিবে এবং সেসময় উপস্থিত মুছল্লীদের নিয়ে ইমাম পুনরায় জামা'আত করবেন। তাবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ছালাতের সময় হয়ে গেলে আব্দুর রহমান বিন 'আওফের ইমামতিতে সকলে ফজরের ছালাত আদায় করেন। সে সময় রাসূল (ছাঃ) হাজত সারতে যাওয়ায় এক রাক'আত পাননি। অতঃপর সালাম ফিরিয়ে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, তোমরা সুন্দর কাজ করেছ অথবা বললেন, তোমরা ঠিক করেছ। এর দ্বারা নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায়ে তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করেন' (মুসলিম হা/২৭৪)। অতএব কারণবশতঃ ছালাত জমা করলেও নির্ধারিত সময়ে মসজিদে আযান-জামা'আত করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে কুরবানীর পশু মোটাতাজা করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আলী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : বিষাক্ত ইনজেকশন, ইউরিয়া সার বা ট্যাবলেট খাইয়ে পশু মোটাতাজাকরণ অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এটি কুরবানী বা সকল সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। কেননা এসব ব্যবহারে পশুর গোশত বিষাক্ত হয়ে যায়, যা মানবদেহের জন্য চরম ক্ষতিকর। এতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সুতরাং নিশ্চিত ক্ষতিকর জেনেও এসব ব্যবহার করা কবীরা গোনাহ। এর মাধ্যমে ক্রেতার প্রতারণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (মুসলিম হা/১০২)। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' (ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৬৭, ছহীহাহ হা/১০৫৮)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করো না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' (ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১; আহমাদ হা/২৮৬৭)।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : বাংলাদেশে যেসব ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলিতে বিভিন্ন মেয়াদী ডিপোজিট করা যাবে কি?

-বয়লুল করীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : দেশে প্রচলিত সাধারণ বা ইসলামী কোন ব্যাংকই পূর্ণভাবে সুদমুক্ত নয়। সুতরাং কোন ব্যাংকেই লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ সঞ্চয় করা এবং লভ্যাংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। দেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলি ঝুঁকি থাকার কারণে ইসলামী ব্যবসা পদ্ধতি মুশারাকা ও মুযারাবা বলতে গেলে পরিত্যাগ করে মুরাবাহা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ফলে ব্যাংকে সঞ্চয়কারীরা ঝুঁকিহীনভাবে কেবল মুনাফাই পাচ্ছে। অন্যদিকে 'মুরাবাহা'র ভিত্তিতে নির্দিষ্ট লাভের চুক্তিতে ঋণগ্রহিতারা সময়মত লাভের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তার বিপরীতে জরিমানার নামে চক্রবৃদ্ধিহারে ঋণ পরিশোধ করতে করতে নিঃশ্ব হয়ে যাচ্ছে। এগুলি যুলুম ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং এসব থেকে দূরে থাকা মুমিনের জন্য একান্ত কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করতে হবে, না স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে?

-রফীকুযয়ামান হরিরামপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করে তিন ভাগ করবে এবং একটি পিছনে ও অপর দুটি দু'পাশে ছেড়ে দিবে। উম্মে 'আত্বিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নব (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে তিনি তার চুল তিন ভাগে ভাগ করে বেণী করতে বলেছিলেন (বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম; মিশকাত হা/১৬৩৪)।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতদিন? ৪০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ইবাদতের জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে কি?

-মানযূর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : নিফাসের নিম্ন সময়ের কোন মেয়াদ নেই। যখনই পবিত্র হবে, তখনই ছালাত ও ছিয়াম শুরু করবে (তিরমিযী হা/১৩৯)। তবে এর উর্ধ্ব সময়সীমা হ'ল ৪০ দিন। উম্মে

সালামা (রাঃ) বলেন, নিফাসগ্রস্ত মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন (আবুদাউদ হা/৩১১; তিরমিহী হা/১৩৯; ইবনু মাজাহ হা/৬৪৮)। অতএব ৪০ দিন পরও যদি কারো রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা, বা এক প্রকার প্রদর রোগ। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযু করবে (বুখারী হা/২২৮; মুসলিম হা/৩৩৩; মিশকাত হা/৫৫৭)।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খতীব হাত তুলে দো'আ করতে পারবে কি?

-আব্দুর রশীদ, যশোর।

উত্তর : জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খতীব দো'আ করার সময় হাত উত্তোলন করার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায়না। কেবল বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য খুৎবা চলাকালে ইমাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দো'আ করতে পারবেন (বুখারী হা/৯৩৩; মুসলিম হা/৮৯৭; মিশকাত হা/৫৯০২)।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? এতে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় কি?

-হাবীবুর রহমান, মহাখালী, ঢাকা।

উত্তর : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অধিক ফযীলতের জন্য ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যাবে। (বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)। সে হিসাব ১ম থেকে ৯ই তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছিয়াম রাখতেন (নাসাঈ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)। তবে প্রতি দিনের জন্য একবছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যাবে মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ (তিরমিহী হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭১)। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' (মুসলিম হা/২৭৮১-৮২)। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না (নববী, শরহে মুসলিম ঐ হাদীছের ব্যাখ্যা)।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : রাসূল (ছাঃ) নুপুরের আওয়াযকে ঘণ্টা-ধ্বনির সাথে তুলনা করে তাকে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে মোবাইলের রিংটোন কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে?

-নয়রুল ইসলাম, উকিলপাড়া, ভোলা।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতাগণ সে দলের সঙ্গি হন না যে দলে কুকুর ও ঘণ্টাধনি থাকে' (মুসলিম হা/২১১৩; মিশকাত হা/৩৮৯৪; ছহীহাহ হা/১৮৭৩)। তিনি আরো বলেন, ঘণ্টা-ধ্বনি মূলত শয়তানের স্বরধ্বনি (মুসলিম হা/২১১৪; মিশকাত হা/৩৮৯৫)। অতএব মোবাইলে ঘণ্টা-ধ্বনির মত রিংটোন ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে অনেক মহিলা গর্ভস্থ জ্ঞান নষ্টের জন্য আমার কাছে আসে। এক্ষণে এ অপারেশন করা জায়েয হবে কি?

-ডা. এম. এ. লতীফ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : জায়েয হবে না। কারণ গর্ভপাত ঘটানো অর্থাৎ সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না' (আন'আম ৬/১৫১)। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' (আন'আম ৬/১৫১)। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের আলোকে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে তাহলেই কেবল গর্ভস্থিত জ্ঞান ফেলে দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : আমার আমবাগানের সাথে পুকুর ও শাক-সবজি চাষও করা হয়। দাওয়াতী কাজে ব্যস্ততার জন্য সেগুলি দেখাশোনা সম্ভব না হওয়ায় এক্ষণে উক্ত আমবাগান, পুকুর ও চাষাবাদের জমি সহ লীজ দিতে চাই। এক্ষণে সেটা জায়েয হবে কি?

-মুবীনুল ইসলাম, উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : দাতা ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতিক্রমে কেবল জমি ও পুকুর লীজ দেওয়া যাবে। হানযালা বিন ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' বিন খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই (মুত্তাফাকু 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)। আর গাছ সমূহের আম 'মুয়ারাবা' অংশীদারী চুক্তিতে পৃথকভাবে বর্গা দিতে হবে (আবুদাউদ হা/৪৮৩৬; সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে হয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়। এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?

-মহীউদ্দীন আহমাদ, কনুটিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যিক (বুখারী হা/৬৮৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)। এতে ছালাতের ক্ষতি হ'লে সরাসরি ইমাম দায়ী হবেন (বুখারী গা/৬৯৪, মিশকাত হা/১১৩৩)। তাছাড়া ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে কমবেশী হ'লে তাতে ছালাতের ক্ষতি হয় না (মির'আত ৫/৫৩)।

শিক্ষিকা আবশ্যিক

আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী'র মহিলা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষিকা আবশ্যিক।

(১) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)।

যোগ্যতা : ফাযিল/ দাওরায়ে হাদীছ।

(২) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী)।

যোগ্যতা : আলিম।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সহ আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর ১৫ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করতে বলা হ'ল।

যোগাযোগ

সেক্রেটারী

আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা- শাহমখদুম রাজশাহী।
ফোন : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫।

YEAR TABLE (18th Vol.)

বর্ষসূচী-১৮

(Oct. 2014 to Sept. 2015)

(১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৪ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :**

১. আত্মহত্যা করবেন না (অক্টোবর ২০১৪) ২. চরিত্রবান মানুষ কাম্য (নভেম্বর ২০১৪) ৩. মালারা ও নাবীলা : ইতিহাসের দু'টি ভিন্ন চিত্র (ডিসেম্বর ২০১৪) ৪. উন্মত্ত হিংসার নগ্ন বহিঃপ্রকাশ (জানুয়ারী ২০১৫) ৫. তবে কি বাংলাদেশ একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র? (ফেব্রুয়ারী ২০১৫) ৬. আর কেন? এবার জনগণের কাছে আসুন! (মার্চ ২০১৫) ৭. আহলেহাদীছ তাবলীগী ইজতেমা (এপ্রিল ২০১৫) ৮. ১লা বৈশাখ ও নারীর বস্ত্রহরণ (মে ২০১৫) ৯. নেপালের ভূমিকম্প ও আমাদের শিক্ষণীয় (জুন ২০১৫) ১০. মুসলিম ও আহলেহাদীছ (জুলাই ২০১৫) ১১. আল্লাহদ্রোহীদের আক্ষালন ও মুসলমানদের সরকার (আগস্ট ২০১৫) ১২. নৃশংসতার প্রাদুর্ভাব : কারণ ও প্রতিকার (সেপ্টেম্বর ২০১৫)।

*** দরসে কুরআন :**

১. সুদ থেকে বিরত হোন (অক্টোবর'১৪) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ২. দ্বীনের উপর দৃঢ়তা (এপ্রিল'১৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ৩. আছহাবে কাহফ-এর শিক্ষা (জুলাই'১৫)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

*** দরসে হাদীছ :**

১. ইসলামী শিক্ষা (জুন'১৫)-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

*** প্রবন্ধ :****অক্টোবর '১৪ :**

১. বাহাছ-মুনাযারায় ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা -অনুবাদ : নূরুল ইসলাম ২. খেয়াল-খুশির অনুসরণ (১৮/১-৩) - অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ৩. মুহাররম মাসের সুনাত ও বিদ'আত-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ৪. কুরআন ও সূনাহর আলোকে ঈমান (১৮/১-৩) -আব্দুল মতীন ৫. কুরবানীর মাসায়েল -আত-তাহরীক ডেস্ক।

নভেম্বর '১৪ :

১. কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা -অনুবাদ : নূরুল ইসলাম ২. ইয়ারমুক যুদ্ধ -আব্দুর রহীম ৩. নিয়মের রাজত্ব (১৮/২-৩) -রফীক আহমাদ।

ডিসেম্বর '১৪ :

১. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা (১৮/৩-৪) -অনুবাদ : নূরুল ইসলাম।

জানুয়ারী '১৫ :

১. মুনাফিকী (১৮/৪-৬) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ২. কাদেসিয়া যুদ্ধ-আব্দুর রহীম ৩. রাসূল (ছাঃ)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন ও পরিণাম-লিলবর আল-বারাদী।

ফেব্রুয়ারী '১৫ :

১. তাওহীদের গুরুত্ব ও শিরকের ভয়াবহতা -শায়খ খালেদ বিন সাউদ বিন আমের আল-আজমী ২. মাদায়েন বিজয় -আব্দুর রহীম ৩. ব্রেলভীদের কতিপয় আকীদা-বিশ্বাস -মুহাম্মাদ নূর আব্দুল্লাহ হাবীব।

মার্চ '১৫ :

১. গরীব ও দুর্বল শ্রেণী : সমাজে অবনত মর্যাদায় উন্নত -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ২. অহীভিত্তিক তাওহীদী চেতনা -আব্দুল মান্নান ৩. জালুলার যুদ্ধ ও হলওয়ান বিজয় -আব্দুর রহীম।

এপ্রিল '১৫ :

১. ১৬ মাসের মর্মান্তিক কারা স্মৃতি (১৮/৭-৯, ১১) -অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ২. বিনয় ও নম্রতা -ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী ৩. হিজামা : নবী (ছাঃ)-এর চিকিৎসা -মুহাম্মাদ আবু তাহের ৪. নেতৃত্বের মোহ (১৮/৭-১০) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ৫. আহলেহাদীছ একটি বৈশিষ্ট্যগত নাম (১৮/৭-১২) -অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ ৬. কুরআন ও হাদীছের আলোকে 'সোনা মণি'র ৫টি নীতিবাক্য -আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস।

মে '১৫ :

১. আদালত পাড়ার সেই দিনগুলি (১৮/৮-৯) -শামসুল আলম ২. সমাজ সংস্কারে ইমামগণের ভূমিকা -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর।

জুন '১৫ :

১. আল্লাহর প্রতি ঈমানের স্বরূপ (১৮/৯-১২) -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ২. শবেবরাত -আত-তাহরীক ডেস্ক ৩. ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল -আত-তাহরীক ডেস্ক ৪. সমাজ বিপ্লবের পদধ্বনি।

জুলাই '১৫ :

১. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের আবশ্যিকতা (১৮/১০-১২) -অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ২. যাকাত ও ছাদাক্বা -আত-তাহরীক ডেস্ক ৩. ঈদায়নের কতিপয় মাসায়েল-আত-তাহরীক ডেস্ক।

আগস্ট '১৫ :

১. ইসলামে পোশাক-পরিচ্ছদ : গুরুত্ব ও তাৎপর্য (১৮/১১-১২) -মুহাম্মাদ আবু তাহের ২. আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ -রফীক আহমাদ।

সেপ্টেম্বর '১৫ :

১. ঈদায়ন সম্পর্কিত কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

সাক্ষাৎকার :

মাওলানা ইসহাক ভাট্টি (এপ্রিল-মে'১৫)- আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

দিশারী :

১. সউদী আরবের সঙ্গে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের পক্ষে-বিপক্ষে বাহাছ; বিপক্ষ দলের বিজয় (নভেম্বর'১৪) ২. প্রসংগ : চেয়ারে বসে ছালাত আদায় (জুলাই'১৫) -আব্দুর রহীম।

হক-এর পথে যত বাধা : ১. তোমাকে সউদী আরবের ভূতে ধরেছে (অক্টোবর'১৪) ২. হকের উপর আমল করায় অমানবিক নির্যাতন (আগস্ট'১৫) ৩. আমি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে কারো কথা মানি না (সেপ্টেম্বর'১৫)।

হকের দিশা পেলাম যেভাবে : ১. তুমি বেলাইনে চলে গেছ (ডিসেম্বর'১৪) ২. হকের উপরে অবিচল থাকতে দৃঢ় প্রত্যয়ী (ফেব্রুয়ারী'১৫)।

ভ্রমণ স্মৃতি : ১. মসজিদুল হারামে ওমরাহ ও ই'তিকাফ (অক্টোবর-নভেম্বর'১৪)-আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব ২. বালাকোটের রণাঙ্গণে (ডিসেম্বর'১৪) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ৩. মালয়েশিয়ায় কয়েকদিন (সেপ্টেম্বর'১৫)-আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল।

স্মৃতিকথা : এক পিতার ঘরে ফেরা... (জুলাই'১৫) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন।

সাময়িক প্রসঙ্গ :

১. পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষায় মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক হালচাল (অক্টোবর'১৪) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ২. এনজিওর ক্ষুদ্র ঋণে মরণদশা (ডিসেম্বর'১৪) ৩. রক্তাক্ত পেশোয়ার : চরমপন্থার ভয়াল রূপ (জানুয়ারী'১৫) -আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ৪. শার্লি এবদো, বিকৃত বাকস্বাধীনতা ও আমরা (ফেব্রুয়ারী'১৫) -ঐ ৫. রক্তের এই হোলি খেলা বন্ধ হোক (মার্চ'১৫) -মোবায়েরুদ রহমান ৬. ইসরাঈলকে শত কোটি ডলারের অস্ত্র এবং আইএস'র পরাশক্তি হয়ে ওঠা (জুলাই'১৫) -জামাল উদ্দীন বারী।

মনীষী চরিত :

১. ইমাম নাসাঈ (রহঃ) (জানু-মার্চ'১৫)-স্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী। ২. মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব মুহাদ্দিছ দেহলভী (এপ্রিল-মে'১৫)-নূরুল ইসলাম।

নবীনদের পাতা :

১. জিহাদুন নাফস (মার্চ'১৫)-ইহসান ইলাহী যহীর ২. সুধারণা ও কুধারণা (এপ্রিল'১৫) -ঐ।

মহিলাদের পাতা :

১. বর্ষবরণ ঈমান হরণ (ডিসেম্বর'১৪) -শরীফা বিনতে আব্দুল মতীন ২. মহিলা তালীমী বৈঠক : সমাজ সংস্কারে ভূমিকা (এপ্রিল'১৫) -ঐ।

ইতিহাসের পাতা থেকে :

১. অভাবী গভর্ণরের অনুপম দানশীলতা (নভেম্বর'১৪) -আব্দুর রহীম ২. আবু দাহদাহ (রাঃ)-এর দানশীলতা (ডিসেম্বর'১৪) -ঐ ৩. সততা ও ক্ষমাশীলতার বিরল দৃষ্টান্ত (ফেব্রুয়ারী'১৫) -ঐ ৪. সুলতান মাহমুদের আহলেহাদীছ হওয়ার বিস্ময়কর কাহিনী (আগস্ট'১৫) -ঐ।

হাদীছের গল্প :

১. ওয়ুবাইহীন ছালাত আদায়ের শাস্তি ২. অহংকারের পরিণতি ৩. মদ পানের ভয়াবহ পরিণতি (অক্টোবর '১৪) -আব্দুল মালেক ৪. হালাল রুমী নবীগণের সন্মত ৫. নেতৃত্ব হ'তে বঞ্চিত হ'লে ধৈর্য ধারণ করতে হবে ৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি মু'জিযা (জানুয়ারী'১৫)-ঐ ৭. যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে মেহমান আপ্যায়ন আবশ্যিক হয় (ফেব্রুয়ারী'১৫) -শারমীন আখতার ৮. ভালোর বিনিময়ে ভালো দেওয়া উচিত (মার্চ'১৫)-আব্দুর রহীম ৯. ইবাদত পালনে আবুবকর (রাঃ)-এর ত্যাগ ও রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরত (এপ্রিল'১৫)-ঐ ১০. ইয়াহুয়া বিন যাকারিয়া (আঃ) ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পাঁচ উপদেশ (মে'১৫)-ঐ ১১. রাসূল (ছাঃ)-এর বিস্ময়কর মু'জিযা (আগস্ট'১৫)-ঐ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :

১. দুনিয়ালোভীর উদাহরণ ২. দুনিয়ালোভী ইহকাল-পরকাল উভয়ই হারায় (অক্টোবর'১৪) -আব্দুর রহীম ৩. অপরাধী স্বীয় অপরাধের প্রতিফল পাবে (ডিসেম্বর'১৪) -ঐ ৪. পাপী ব্যক্তি তার পাপের শাস্তি পাবে (জানুয়ারী'১৫)-ঐ ৫. দুরন্ত সাহসের এক অনন্য কাহিনী (ফেব্রুয়ারী'১৫)-ঐ ৬. বিপদের সময় আল্লাহর নিকট সুপারিশ (মার্চ'১৫) ৭. পিতা-মাতার খেদমতে বরকত লাভ (এপ্রিল'১৫) -ঐ ৮. আয় বুঝে ব্যয় না করার ফল (মে'১৫) -ঐ ৯. উত্তম আচরণের মাধ্যমে মানুষকে পরিবর্তন করা যায় (আগস্ট'১৫) -ঐ।

চিকিৎসা জগত :

১. আহার গ্রহণ পরবর্তী কতিপয় মারাত্মক ভুল ২. কোমল পানীয় হজমে বাধা সৃষ্টি করে ৩. বাগান পরিচর্যায় কিডনির পাথরের ঝুঁকি কমে ৪. ওয়ান কমাতে সুখাদু খাবার (অক্টোবর'১৪) ৫. টক দইয়ের উপকারিতা (ফেব্রুয়ারী '১৫) ৬. পান-সুপারীর অপকারিতা ৭. মাছের তেল স্ট্রোক ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় (মার্চ'১৫) ৮. হৃদরোগ সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ ৯. কিডনি সুস্থ রাখার ৭টি উপায় ১০. উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগ (মে'১৫) ১১. হেল্থ টিপস (আগস্ট'১৫)।

শ্বেত-খামার :

১. ক্যাসাভা চাষ লাভজনক (অক্টোবর'১৪) ২. কলা চাষ (ফেব্রুয়ারী'১৫) ৩. রাজহাঁস পালন ও তার পরিচর্যা (এপ্রিল'১৫) ৪. আনারসের চাষাবাদ (মে'১৫)।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি ২. দরসে কুরআন ৩টি ৩. দরসে হাদীছ ১টি ৪. প্রবন্ধ ৩৫টি ৫. সাক্ষাৎকার ১টি ৬. দিশারী ২টি ৭. সাময়িক প্রসঙ্গ ৬টি ৮. মনীষী চরিত ২টি ৯. ইতিহাসের পাতা থেকে ৪টি ১০. নবীনদের পাতা ২টি ১১. মহিলাদের পাতা ২টি ১২. ভ্রমণস্মৃতি ৩টি ১৩. স্মৃতিকথা ১টি ১৪. (ক) হকের পথে যত বাধা ৩টি (খ) হকের দিশা পেলাম যেভাবে ২টি ১৫. হাদীছের গল্প ১১টি ১৬. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৯টি ১৭. চিকিৎসা জগৎ ১১টি ১৮. শ্বেত-খামার ৪টি ১৯. কবিতা ৪৪টি ২০. প্রশ্নোত্তর ৪৮০টি। সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

প্রশ্নোত্তর

মাস ও সংখ্যা

প্রশ্ন

উত্তর সংখ্যা

		আস্কীদা	
অক্টোবর'১৪	পৃথিবীতে সবসময়ই কোন না কোন স্থানে রাতের তৃতীয় প্রহর থাকে। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ এ সময় দুনিয়ার আসামানে নামেন। এক্ষণে তিনি কি তাহ'লে সর্বদাই নিম্ন আকাশে থাকেন?		(৫/৫)
নভেম্বর'১৪	জনৈক ব্যক্তি হাদীছ অস্বীকার করে এবং বর্তমানে নবী হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই অনুসরণীয় সেটা সে বিশ্বাস করে না। এরূপ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা বা তার যবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে কি?		(২৩/৬৩)
নভেম্বর'১৪	ফেরেশতাগণ কি মৃত্যুবরণ করবেন? এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি?		(১৯/৫৯)
নভেম্বর'১৪	খাত্তু অবস্থায় সহবাস করলে শিশু বিকলাস হয়- একথা কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?		(২৭/৬৭)
ডিসেম্বর'১৪	কেবল পরিদর্শনের জন্য মাযার বা শিরকী কার্যকলাপ চলে এরূপ স্থানে যাওয়া যাবে কি?		(৯/৮৯)
ডিসেম্বর'১৪	রাসূল (ছাঃ) কি নূরের না মাটির তৈরী? তিনি যে নূরের তৈরী সূরা মায়েরদার ১৫নং আয়াত কি তার প্রমাণ নয়?		(২১/১০১)
ডিসেম্বর'১৪	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি মৃত্যুবরণ করেছেন না জীবিত রয়েছেন?		(৩০/১১০)
ডিসেম্বর'১৪	আল্লাহ সবকিছু জানেন ও দেখেন। এছাড়া পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তিনি ভাগ্য এমনকি জান্নাতী না জাহান্নামী তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এক্ষণে বান্দার কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের জন্য কিরামান কাতেবীন নিয়োগ করার পিছনে কি তাৎপর্য আছে?		(৩৯/১৫৯)
জানুয়ারী'১৫	আদম (আঃ) আরশের পায়ের লেখা কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দেখে বলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে 'মুহাম্মাদ' নামের অসীলায় মারফ করে দাও, তখন আল্লাহ তাকে মারফ করেন। একথার কোন সত্যতা আছে কি?		(৩৯/১৫৯)
ফেব্রুয়ারী'১৫	দাজ্জাল কি শেষ যামানায় জন্ম লাভ করবে, না পূর্ব থেকেই সে জীবিত রয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।		(২২/১৮২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	শোনা যায় রাসূল (ছাঃ)-এর ছায়া ছিল না। এ বক্তব্য কতটুকু দলীল সম্মত?		(৩০/১৯০)
এপ্রিল'১৫	রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর থেকে নির্গত ঘাম সংরক্ষণ করে জনৈক ছাহাবী তার কবরে নাজাতের জন্য কাফনের কাপড়ে লাগিয়ে দিতে বলেছিলেন মর্মে বক্তব্যটির কোন সত্যতা আছে কি?		(২৫/২৬৫)
জুন'১৫	মানুষের উপর জিন জাতির বিভিন্ন অলৌকিক কর্মকাণ্ড যেমন উড়িয়ে নেওয়া, তার উপর আছর করা ইত্যাদি যেসব বিষয় সমাজে প্রচলিত রয়েছে, এগুলির সত্যতা কতটুকু?		(৫/৩২৫)
জুন'১৫	দাজ্জাল আসবে কিয়ামতের পূর্বে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক দাজ্জালের ফেৎনা থেকে পানাহ চাওয়ার কারণ কি ছিল?		(৮/৩২৮)
জুন'১৫	প্রচলিত আছে যে, আরশের নীচে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম লেখা ছিল। আদম (আঃ) ঐ নামের অসীলায় ক্ষমা পেয়েছিলেন। এ বক্তব্যের কোন ভিত্তি আছে কি?		(৩১/৩৫১)
জুলাই'১৫	'আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন' একথার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?		(৩০/৩৯০)
সেপ্টেম্বর'১৫	কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, আমি কিছু মানুষকে জান্নাতের জন্য এবং কিছু মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এক্ষণে মানুষের কিছু করণীয় আছে কি?		(১/৪৪১)

হাশর-বিচার

অক্টোবর'১৪	একটি মিথ্যা বললে সাত হাজার বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে- এ কথা কোন ভিত্তি আছে কি?		(১৪/১৪)
অক্টোবর'১৪	জনৈক আলেম বলেন, এ শতাব্দীর শেষের দিকে কিয়ামত সংঘটিত হবে, যা বেশ কিছু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এর সত্যতা জানতে চাই।		(৩৬/৩৬)
জানুয়ারী'১৫	বাঘ বা এরূপ কোন হিংস্র প্রাণীর চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?		(১৯/১৩৯)
জানুয়ারী'১৫	কিয়ামতের দিন জিন জাতি কি মানুষের মতই বিচারের সম্মুখীন হবে? তাদের নবী কে?		(৩৪/১৫৪)
জান্নাত-জাহান্নাম			
অক্টোবর'১৪	জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম দরজা খুলবেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?		(৩২/৩২)
জানুয়ারী'১৫	রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে?		(৪০/১৬০)
ফেব্রুয়ারী'১৫	'কিয়ামতের দিন সূর্য সোয়া হাত নীচে নেমে আসবে' হাদীছের এই বাণীটির যৌক্তিকতা ও ওলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা জানতে চাই।		(১/১৬১)
মে'১৫	ঈমানের ছয়টি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী মুসলিম কবরপূজা সহ বিভিন্ন প্রকার শিরকী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া ব্যক্তি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে অমুসলিমদের মত চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হবে কি?		(৩৫/৩১৫)

তাহারাত

অক্টোবর'১৪	দুধপানকারী ছেলে শিশুর প্রস্রাবে কেবল পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু কন্যা শিশুর বেলায় প্রস্রাবের স্থান পানি দিয়ে ধৌত না করলে পবিত্র হয় না, এর কারণ কি?		(৩০/৩০)
জানুয়ারী'১৫	গোসল কি ওয়ূর বিকল্প হ'তে পারে? কেউ যদি ভুলবশতঃ কেবল গোসল করে ছালাত আদায় করে, তবে তা কবুল হবে কি?		(১২/১৩২)
জানুয়ারী'১৫	প্রস্রাব শেষে দু'এক কদম হাঁটার পর সবসময়ই দু'এক ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হ'তে দেখা যায়। এক্ষণে টয়লেটের মধ্যেই টিস্যু নিয়ে দু'এক কদম হাঁটায় কোন বাধা আছে কি?		(২৪/১৪৪)
ফেব্রুয়ারী'১৫	আযল-এর বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।		(৮/১৬৮)
ফেব্রুয়ারী'১৫	প্রবল শীতের কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশংকায় ফরয গোসল না করে তায়াম্মুম বা ওয়ূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?		(১৪/১৭৪)
মার্চ'১৫	রাতে ঘুমানোর সময় ওয়ূ করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?		(১৯/২১৯)
মার্চ'১৫	ফরয গোসল পুকুরে নেমে করা যাবে কি? এতে কি পানি অপবিত্র হয়ে যাবে?		(৩২/২৩২)
মার্চ'১৫	ওয়ূ অবস্থায় মোথা পরে কতক্ষণ যাবৎ পা মাসাহ করা যাবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।		(৩৬/২৩৬)
এপ্রিল'১৫	গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে থাকলে সেখানে ওয়ূ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?		(১৮/২৫৮)
এপ্রিল'১৫	জনৈক ইমাম ছালাতের সময় কারো টাখনুর নীচে কাপড় দেখলে পুনরায় ওয়ূ করে আসতে বলেন। এটা কি ছহীহ হাদীছ সম্মত?		(১৯/২৫৯)

জুন'১৫	মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি কি? মাথা একবার না তিনবার মাসাহ করা যরুরী?	(২৯/৩৪৯)
জুন'১৫	গোসল বা ওযু করা হয় এরূপ পুকুরের পানিতে পেশাব করা যাবে কি?	(৩৯/৩৫৯)
জুলাই'১৫	বগল বা নাতীর নীচের লোম ছাফ করতে লোমনাশক প্রসাধনী ব্যবহার করা যাবে কি?	(৪/৩৩৪)
আগস্ট'১৫	জনৈক ব্যক্তি বলেন, ওযু করার জন্য যে পানির পাত্র ব্যবহার করা হয়, তা পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করলে চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না। এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(১০/৪১০)
ছালাত		
অক্টোবর'১৪	জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ৬ কিলোমিটার দূরত্বে গমন করেও কুছর ছালাত আদায় করেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(১৫/১৫)
অক্টোবর'১৪	ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল মুক্তাদীর জন্য তা প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হয়। এক্ষণে এ রাক'আতে যে তাশাহহুদ পাওয়া যাবে সেখানে দো'আ-দরুদ পড়া যরুরী কি?	(২০/২০)
অক্টোবর'১৪	ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে বাংলা ভাষায় দো'আ করা যাবে কি?	(২২/২২)
অক্টোবর'১৪	ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের শেষের দিকে ছালাতে যোগদান করলে প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, না ইমামের সাথে আমীন বলতে হবে?	(২৭/২৭)
অক্টোবর'১৪	খোঁড়া ইমামের পেছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?	(৩৩/৩৩)
নভেম্বর'১৪	ছালাত আদায়কালে চুল ঢেকে রাখা কি মহিলাদের জন্য আবশ্যিক?	(২/৪২)
নভেম্বর'১৪	জুম'আর খুৎবায় পর মসজিদে প্রবেশ করলে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে কি?	(৩/৪৩)
নভেম্বর'১৪	ফজরের ছালাতের পর মসজিদে বসে যিকির-আযকার করার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?	(৪/৪৪)
নভেম্বর'১৪	বৃষ্টির কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশা একত্রে আদায় করা যায় কি?	(৩২/৭২)
নভেম্বর'১৪	তাহাজ্জুদের ছালাত সর্বনিম্ন কত রাক'আত আদায় করা যায়?	(৩৩/৭৩)
ডিসেম্বর'১৪	কোন কারণ ছাড়াই নফল ছালাতগুলি বসে পড়া শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৮/৮৮)
ডিসেম্বর'১৪	টাখনুর নীচে কাপড় পরা, দাড়ি শেভ করা সহ বিবিধ কবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ছালাত কবুল হবে কি?	(১৪/৯৪)
ডিসেম্বর'১৪	কোন দলীলের ভিত্তিতে ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে সরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতে নীরবে তেলাওয়াত করা হয়? দলীলভিত্তিক জবাব চাই।	(১৮/৯৮)
ডিসেম্বর'১৪	কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাত বিনষ্টের কারণ সমূহ কি কি?	(২৩/১০৩)
ডিসেম্বর'১৪	কোন কোন ক্ষেত্রে ছালাত তরক করা ওয়াজিব? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৬/১১৬)
জানুয়ারী'১৫	আমাদের মসজিদের ইমাম জুম'আ ব্যতীত কোন ছালাত আদায় করে না এবং সিগারেট-জর্দা-গুল ব্যবহার করে। তাকে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?	(৩/১২৩)
জানুয়ারী'১৫	অনেকে বলে থাকে যে, রাতের অন্ধকারে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়, বরং আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৪/১২৪)
জানুয়ারী'১৫	মহিলারা ছালাত অবস্থায় পায়ের পাতা ঢেকে রাখবে কি?	(৫/১২৫)
জানুয়ারী'১৫	আযানের সময় বিভিন্ন মসজিদের আযান শোনা যায়। এক্ষণে যেকোন একটির উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে, না সবগুলিরই উত্তর দিতে হবে?	(১৫/১৩৫)
জানুয়ারী'১৫	ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর সময় যে দু'বার সালাম দেওয়া হয় তা কাকে দেওয়া হয়?	(২৩/১৪৩)
জানুয়ারী'১৫	সূরা ফাতিহার 'ওয়ালযয়াল্লীন' পাঠে কুরীগণের মতভেদ রয়েছে। এক্ষণে এরূপ উচ্চারণত মতপার্থক্যের কারণে ছালাত বিনষ্ট বা গুনাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি?	(২৫/১৪৫)
জানুয়ারী'১৫	জামা'আতবদ্ধ ছালাতে ইমাম অধিকহারে ভুল করলে মুক্তাদীদের করণীয় কি? এরূপ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?	(২৬/১৪৬)
জানুয়ারী'১৫	তাশাহহুদে বসা অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার স্থানের দিকে না আঙ্গুল নাড়ানোর দিকে রাখতে হবে?	(২৭/১৪৭)
জানুয়ারী'১৫	জানাযার ছালাতের সময় লাশ সামনে রেখে মৃতের ঋণ ও অছিয়ত ছাড়াও একজন পরিচালকের মাধ্যম সমাজের বিশিষ্টজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। এরূপ কর্মকাণ্ড শরী'আতসম্মত কি?	(৩৬/১৫৬)
জানুয়ারী'১৫	মাসবুক ব্যক্তি ইমাম হ'তে পারবে কি?	(৩৭/১৫৭)
ফেব্রুয়ারী'১৫	ছালাতে শেষ বৈঠকে দো'আ মাছুরাহ পড়ার পর নিজের জন্য ইচ্ছানুযায়ী দো'আ করা যায় কি?	(৬/১৬৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	শ্বশুর বাড়ীতে স্থায়ীভাবে থাকলেও মাঝে মাঝে পিতার বাড়ীতে যাই। এক্ষণে পিতার বাড়ীতে ছালাত কুছর করা যাবে কি?	(১১/১৭১)
ফেব্রুয়ারী'১৫	সতর না ঢেকে সামান্য বস্ত্র পরা অবস্থায় ওযু করলে উক্ত ওযুতে ছালাত আদায় করা যাবে কি, না সতর ঢেকে পুনরায় ওযু করতে হবে?	(১২/১৭২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	প্রথম কাতারে ডান পাশে দাঁড়ানোর বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?	(৩১/১৯১)
ফেব্রুয়ারী'১৫	ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো শরী'আতসম্মত কি? এটা করায় ছালাত বাতিল হয়ে যাবে কি?	(৩৪/১৯৪)
মার্চ'১৫	ছালাতরত অবস্থায় অজান্তে বের হওয়া মযী ছালাত শেষ হওয়ার পর বুঝতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?	(১২/২১২)
মার্চ'১৫	একই রাক'আতে কয়েকটি সূরা পাঠ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২১/২২১)
মার্চ'১৫	অজান্তে কবরযুক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করে পরবর্তীতে জানতে পারলে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে কি?	(২৩/২২৩)
মার্চ'১৫	প্রতি শুক্রবার ফজরের ছালাতে সূরা সাজদাহ ও দাহর তিলাওয়াতের কোন গুরুত্ব আছে কি?	(২৫/২২৫)
মার্চ'১৫	জনৈক আলেম বলেন, ছাহাবী ও তাবেঈগণ জায়নামাযের চেয়ে মাটির উপর সিজদাকে অধিক উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। এ বক্তব্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য?	(৩৭/২৩৭)
এপ্রিল'১৫	জামা'আত চলাকালীন সময়ে পিছনের কাতারে একাকী হয়ে গেলে সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে আনতে হবে কি?	(১০/২৫০)
এপ্রিল'১৫	ফরয ছালাতের পর নিয়মিত ১টি হাদীছ শুনাতে গেলে মাসবুক ব্যক্তিদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। অন্যদিকে দেরী করলে মুছল্লীরা চলে যায়। এক্ষণে মাসবুক ছালাতরত অবস্থায় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে কথা বলার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?	(১১/২৫১)
এপ্রিল'১৫	ছালাতের সালাম ফিরানোর পর আল্লাহ আকবার না বলে আসতগফিরুল্লাহ বলতে হবে কি?	(২২/২৬২)

মে'১৫	চার বা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের প্রথম তাশাহহুদে দরুদে ইবরাহীমী পাঠ করা যাবে কি?	(১/২৮১)
মে'১৫	মসজিদের ভিতরে বিশেষ করে ছালাতরত অবস্থায় আঙ্গুল ফুটানো যাবে কি?	(৮/২৮৮)
মে'১৫	আমি ছালাত আদায় করি। কিন্তু আমার পরিবার করে না এবং কেউ কেউ তা করতে অস্বীকার করে। এক্ষেপে আমার করণীয় কি?	(১০/২৯০)
মে'১৫	ছয় বছরের শিশু সাথে নিয়ে মসজিদে ছালাত আদায় করলে ইমাম ছাহেব 'শিশুরা ছালাতের একাধিতা বিনষ্ট করে'-এই কারণ দেখিয়ে সাথে আনতে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞা শরী'আতসম্মত কি?	(১৭/২৯৭)
মে'১৫	স্বামী-স্ত্রী জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(১৯/২৯৯)
মে'১৫	ছালাতরত অবস্থায় কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে মুছল্লীদের করণীয় কি?	(২৪/৩০৪)
জুন'১৫	আযানের পূর্বে দরুদে ইবরাহীমী পড়া যাবে কি?	(২৩/৩৪৩)
জুন'১৫	ইমাম যখন সালাম ফিরাবে তখন মুছল্লীরা কি তার জবাব দিবে?	(২৬/৩৪৬)
জুন'১৫	জামা'আত অবস্থায় রুকু থেকে উঠে কওয়া ও দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ সরবে না নীরবে পাঠ করতে হবে?	(৩৭/৩৫৭)
জুলাই'১৫	জামা'আতবদ্ধ ছালাতে শেষ তাশাহহুদের সময় যোগদান করলে তাশাহহুদ সহ অন্যান্য দো'আসমূহ পাঠ করতে হবে কি?	(১/৩৬১)
জুলাই'১৫	জনৈক আলেম বলেন, সূনাতযুক্ত ফরয ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত দো'আ পাঠ করতে হবে। আর সূনাত বিহীন তথা ফজর ও আছর ছালাতের পর বিস্তারিত যিকির করতে হবে। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(১৬/৩৭৬)
জুলাই'১৫	প্রত্যেক চার রাক'আত তারাবীহ ছালাতের পর উচ্চৈঃস্বরে 'সুবহানা যিল-মুলকি ওয়াল মালাকূতি... আবাদান আবাদা... মালাইকাতি ওয়ার রুহ' দো'আ পাঠ করার কোন ভিত্তি আছে কি?	(১৮/৩৭৮)
জুলাই'১৫	বর-কনে বাসর ঘরে জামা'আতে ২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে কি? করতে হ'লে এর নিয়ম কি?	(২৯/৩৮৯)
আগস্ট'১৫	আমি কলেজ ছাত্র। ছালাতের সময় আমার ক্লাস থাকে। এক্ষেপে আমার করণীয় কি?	(৫/৪০৫)
আগস্ট'১৫	একাকী ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে আযান দেওয়া যাবে কি?	(১৭/৪১৭)
আগস্ট'১৫	মাগরিবের আযানের পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করলে তাহিইয়াতুল মাসজিদ পড়তে হবে না বসে থেকে আযানের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?	(২৬/৪২৬)
আগস্ট'১৫	'আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা...' মর্মে বর্ণিত দো'আটি বিতরের কুনূত হিসাবে পাঠ করা যাবে কি?	(২৮/৪২৮)
আগস্ট'১৫	ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(৩৫/৪৩৫)
আগস্ট'১৫	ছালাতে আযাতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?	(৪০/৪৪০)
সেপ্টেম্বর'১৫	চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম দুই রাক'আত না পেলে পরে তা আদায়ের সময় সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?	(৩/৪৪৩)
সেপ্টেম্বর'১৫	যে মহিলা ছালাত আদায় করেনা, তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?	(৫/৪৪৫)
সেপ্টেম্বর'১৫	ছালাতে তাশাহহুদ থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত আঙ্গুল কি একবার উঠালেই চলবে না অনবরত নাড়াতে হবে?	(৮/৪৪৮)
সেপ্টেম্বর'১৫	বাড়ী থেকে মসজিদ দূরে হওয়ায় অলসতাবশতঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয় না। এক্ষেপে জুম'আ ছাড়া পাঁচ ওয়াজু ছালাত বাড়ীতে জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?	(১৭/৪৫৭)
সেপ্টেম্বর'১৫	পুরষের ইমামতিতে মহিলা জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় ইমামের কিরাআতে বা ছালাতে ভুল হলে মহিলারা লোকমা বা ভুল সংশোধন করে দিতে পারবে কি?	(১৯/৪৫৯)
সেপ্টেম্বর'১৫	জনৈক ইমাম বলেন, তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(২১/৪৬১)
সেপ্টেম্বর'১৫	তারাবীহ বা তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দু'রাক'আত শুরু করার সময় ছানা পাঠ করতে হবে না প্রথমে একবার পড়লেই যথেষ্ট হবে?	(২৩/৪৬৩)
সেপ্টেম্বর'১৫	বার্ধক্য জনিত হাঁটুর ব্যথার কারণে চেয়ারে বসে নিয়মিত ভাবে ছালাতের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?	(২৫/৪৬৫)
	জুম'আ ও ঈদায়োন	
নভেম্বর'১৪	ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর এবং চার পাশে প্রাচীর নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৮/৫৮)
নভেম্বর'১৪	মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করলে তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে কি?	(২৮/৬৮)
ডিসেম্বর'১৪	যারা সউদী আরবের সাথে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করে, তাদেরকে খারিজী বলা যাবে কি?	(৩/৮৩)
ডিসেম্বর'১৪	ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি? দলীল সহ জানতে চাই।	(১৩/৯৩)
জানুয়ারী'১৫	রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতীদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ না করে দো'আয় শরীক হ'তে বলেছেন। এটা দ্বারা কি উক্ত ছালাতে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণ হয় না?	(৩২/১৫২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	জুম'আ ও যোহর ছালাতের সময় কি একই? যদি তাই হয়, তবে খুৎবা লম্বা না করে জুম'আর ছালাত আউয়াল ওয়াজুে আদায় করা কি উত্তম হবে?	(১৯/১৭৯)
মার্চ'১৫	মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা কি যরুরী? বিস্তারিত জানতে চাই।	(৩/২০৩)
এপ্রিল'১৫	জুম'আর ছালাতের পর ছয় রাক'আত সূনাত আদায়ের বিষয়টি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(৪/২৪৪)
এপ্রিল'১৫	জনৈক আলেম বলেন, জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় সূনাত ছালাত আদায় করা হারাম। এ বক্তব্য কি সঠিক?	(৩৭/২৭৭)
জুলাই'১৫	জুম'আর ছালাত আদায়রত অবস্থায় মাইকের লাইন বন্ধ হয়ে গেলে এবং কিছু মুছল্লী ইমাম ছাহেবের আওয়ায শুনতে না পেলে তাদের জন্য করণীয় কি?	(১৭/৩৭৭)
জুলাই'১৫	বর্তমানে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করার জন্য কিছু লোকের মাঝে উৎসুক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা সঠিক হবে কি?	(২০/৩৮০)
আগস্ট'১৫	আমাদের এলাকা হানাফী অধুষিত। আমি কি তাদের সাথে ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত পড়ব, না ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকব?	(১৪/৪১৪)
আগস্ট'১৫	জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ পাঠ ও নিজ ভাষায় দো'আ করা যাবে কি?	(৩১/৪৩১)
সেপ্টেম্বর'১৫	জুম'আ ও ঈদের ছালাত একই দিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?	(২৯/৪৬৯)
সেপ্টেম্বর'১৫	জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবার মধ্যে খতীব হাত তুলে দো'আ করতে পারবে কি?	(৩৫/৪৭৫)

মসজিদ

নভেম্বর'১৪	মসজিদে আয়ের কোন উৎস না থাকায় নীচ তলা মার্কেট করে উপরে ২ ও ৩ তলা মসজিদ নির্মাণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২১/৬১)
নভেম্বর'১৪	মসজিদের জমির পিছনের জমিওয়ালারা বের হওয়ার জন্য রাস্তা চাচ্ছে। এমতাবস্থায় মসজিদের জমি বিক্রি বা দান করার মাধ্যমে তা দেয়া যাবে কি?	(৩৪/৭৪)
ডিসেম্বর'১৪	মসজিদে ওয়াকফকৃত কুরআন বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পাঠ করা এবং পরে ফেরত দেওয়া জায়েয হবে কি?	(২/৮২)
ডিসেম্বর'১৪	আব্বাহ-মুহাম্মাদ পাশাপাশি লেখা আছে এরূপ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?	(৫/৮৫)
ডিসেম্বর'১৪	কোন মসজিদে গেটে আজমীরের পীরবাবার ছবি লাগানো থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?	(২৭/১০৭)
ফেব্রুয়ারী'১৫	মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং একপাশে 'আব্বাহ' অপর পাশে 'মুহাম্মাদ' লেখা যাবে কি?	(১৮/১৭৮)
ফেব্রুয়ারী'১৫	পৃথক প্রাচীর থাকা সত্ত্বেও মসজিদের পশ্চিম দিকে কবর থাকলে উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি? আর মসজিদ থেকে কবরস্থান কতটুকু দূরে থাকা আবশ্যিক? মসজিদ পাঁচতলা থাকলে কবরস্থানের দেওয়ালও পাঁচতলা সমান উঁচু করতে হবে কি?	(২৬/১৮৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	মসজিদে নববীতে আয়েশা খুঁটি, হান্নানা খুঁটি এরূপ বিভিন্ন খুঁটি রয়েছে। এসব স্থানের পাশে ছালাত আদায় করায় বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি?	(২৮/১৮৮)
ফেব্রুয়ারী'১৫	গাছের প্রথম ফল বরকতের আশায় মসজিদে বা গরীব-মিসকীনকে দান করা অথবা কোন আলেম ব্যক্তিকে খাওয়ানো যাবে কি?	(৩৫/১৯৫)
মার্চ'১৫	আযান দেওয়ার নির্দিষ্ট কোন স্থান কি শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে? মসজিদ বা মসজিদের বাইরে যেকোন স্থান থেকে আযান দিলে চলবে কি?	(১৩/২১৩)
এপ্রিল'১৫	অনেক মসজিদে দেখা যায় মিহরাবের দু'পাশে বা ভিতরে কা'বা শরীফ অথবা মসজিদে নববীর মিনারের ছবি লাগানো থাকে। এটা শরী'আতসম্মত কি?	(৩/২৪৩)
এপ্রিল'১৫	ছালাত বিশুদ্ধভাবে আদায়ের জন্য পৃথক মসজিদ নির্মাণ করায় এলাকাবাসী উক্ত মসজিদকে যেরার মসজিদ বলে আখ্যায়িত করছে। এফক্ষে আমাদের করণীয় কি? কি কি কারণে কোন মসজিদকে যেরার মসজিদ হিসাবে গণ্য করা যায়?	(৩৬/২৭৬)
মে'১৫	মসজিদে নববীতে একাধারে ৪০ ওয়াজু ছালাত আদায়কারী জাহান্নামের আগুন ও মুনাফিকের আলামত থেকে মুক্তি পাবে মর্মে কোন বিধান আছে কি?	(১৮/২৯৮)
জুন'১৫	মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফ করার পর কমিটির কোন সদস্যের সাথে মনোমালিন্যের কারণে জমিদাতা তাকে বলেন যে, আপনি এ মসজিদে ছালাত আদায় থেকে বিরত না থাকলে কিয়ামত পর্যন্ত এর উপর আমার দাবী থাকবে। এফক্ষে ওয়াকফকারী কি এরূপ বলার অধিকার রাখেন? এতে কি ওয়াকফের কোন ক্ষতি হয়? উক্ত মুছন্নী এই মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?	(১০/৩৩০)
জুলাই'১৫	মসজিদের সামনে বা মেহরাবের সামনে কালেমায়ে ত্বাইয়েবা বা কালেমায়ে শাহাদাত লেখা যাবে কি?	(৮/৩৬৮)
আগস্ট'১৫	পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে বহুতল ভবন তৈরী করে সেখানে মসজিদ, বইয়ের মার্কেট, গাড়ির গ্যারেজ, গবেষণাগার, মাদ্রাসা ইত্যাদি করতে চাই। এটা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৩২/৪৩২)
সেপ্টেম্বর'১৫	বৃষ্টির কারণে মসজিদে মাগরিব ও এশার ছালাত জমা করার পর নির্ধারিত সময়ে এশার আযান দিতে হবে কি?	(৩০/৪৭০)

জানাযা/কাফন-দাফন/কবর

অক্টোবর'১৪	'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ে বড় চাদর, লুঙ্গি ও জামা দ্বারা কাফন করতে বলা হয়েছে। অথচ আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূল (ছাঃ)-এর কাফনের তিনটি কাপড়ের মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। এফক্ষে এর সমাধান কি?	(২৮/২৮)
অক্টোবর'১৪	লাশ দাফনের সময় কবরের ভিতরে যে বাঁশ দেওয়া হয়, সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে সেই বাঁশ কাটা যাবে কি? এছাড়া কবরস্থানের গাছ কেটে বিক্রি করা যাবে কি?	(৩১/৩১)
জানুয়ারী'১৫	মুসলিম মৃতব্যক্তির কাফন-দাফন কার্যে কোন হিন্দু অংশগ্রহণ করতে পারবে কি?	(২/১২২)
জানুয়ারী'১৫	মৃত্যুবরণ করার পর মানুষের কোন আমল কি জারী থাকে?	(১০/১৩০)
জানুয়ারী'১৫	মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের সময় আগত আত্মীয়-স্বজনের আপ্যায়নের জন্য মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে খাবার ব্যবস্থা করা বা টাকা-পয়সা দিয়ে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে ব্যবস্থা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৭/১৩৭)
জুন'১৫	পুরাতন গোরস্থান কবরে ভরে গেছে। এফক্ষে সেখানে নতুনভাবে কবর দেওয়ার জন্য করণীয় কি?	(৭/৩২৭)
আগস্ট'১৫	যারা ছালাত আদায় করে না বা শিরকে লিপ্ত, তাদের জানাযা পড়া যাবে কি?	(৪/৪০৪)
সেপ্টেম্বর'১৫	মহিলা মাইয়েতের চুল বেণী করতে হবে, না স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে?	(৩৩/৪৭৩)

ছিয়াম

অক্টোবর'১৪	ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২৬/২৬)
নভেম্বর'১৪	কোন কোন ক্ষেত্রে শুকরিয়া সিজদা আদায় করা যায়? রামাযানের ছিয়াম শেষ করতে পারার জন্য শুকরিয়া জানিয়ে এ সিজদা করা যাবে কি? এর জন্য কি ওয়ূ করা যরুরী?	(১/৪১)
মে'১৫	রামাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলিতে তারাবীহর জামা'আত প্রথম রাতে না করে শেষ রাতে করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৩/২৯৩)
জুন'১৫	অসুখের কারণে ১৭ বছর বয়সে ব্যাপকভাবে চুল পাকতে শুরু করেছে। এফক্ষে এরূপ চুলে কালো খেঁযাব ব্যবহার করা যাবে কি?	(৩৩/৩৫৩)
জুলাই'১৫	দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?	(১২/৩৭২)
জুলাই'১৫	কুদরের রাত্রিগুলিতে ইবাদত করার নিয়ম কি?	(২২/৩৮২)
জুলাই'১৫	ই'তিকাফ-এর ফযীলত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ই'তিকাফের পদ্ধতি কি ছিল? মহিলারা কি এ ইবাদতে অংশগ্রহণ করতে পারবে?	(২৩/৩৮৩)
জুলাই'১৫	স্কুল-কলেজের পরীক্ষার কারণে রামাযানে ছিয়াম পালন না করে পরে ক্বাযা করা যাবে কি?	(২৪/৩৮৪)

জুলাই'১৫	সফর অবস্থায় ছিয়াম পালন করা অথবা ছেড়ে দেওয়া কোনটা উত্তম হবে?	(২৫/৩৮৫)
জুলাই'১৫	শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালনের ফযীলত কি? রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম থাকলে তা আগে করতে হবে না শাওয়ালের ছিয়াম আগে পালন করতে হবে?	(২৬/৩৮৬)
আগস্ট'১৫	রামাযান মাসে কবরের আযাব স্তৃগিত থাকে কি?	(৩০/৪৩০)
আগস্ট'১৫	ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় না খেয়ে ছিয়াম রাখায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৪/৪৩৪)
সেপ্টেম্বর'১৫	রামাযান মাসে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অনির্ধারিত অর্থ বা খাবার তুলে মসজিদ প্রাঙ্গনে প্রতিদিন ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এরূপ আয়োজন জায়েয কি? এছাড়া বিভিন্ন সংগঠন কর্তৃক যে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয় তা জায়েয কি?	(১৬/৪৫৬)
সেপ্টেম্বর'১৫	ই'তিকাহ অবস্থায় জানাযার ছালাত পড়া বা পড়ানো অথবা জুম'আর খুৎবা দেওয়া যাবে কি?	(২২/৪৬২)
যাকাত-ছাদাক্বা		
ডিসেম্বর'১৪	যৌথ পরিবারে সকলেই বিবাহিত, সবারই সম্ভান-সম্ভতি রয়েছে এবং সকলে একত্রে বসবাস করে এবং একান্নভুক্ত। এক্ষেপে যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সকলের সম্পদ একত্রিত করে যাকাত বের করতে হবে কি?	(১/৮১)
ডিসেম্বর'১৪	অনেক আলেম বলেন, ফিৎরা খেজুর বা যব দিয়ে দিতে হবে। এছাড়া অন্য কিছু দিয়ে দেওয়া যাবে না। ফলে অনেক মানুষ টাকা দিয়ে এগুলি কিনে ফিৎরা দেয়। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৩১/১১১)
ডিসেম্বর'১৪	হাদীছে এসেছে, তোমরা অমুসলিমদের রাস্তার সংকীর্ণ স্থানের দিকে ঠেলে দাও। এক্ষেপে অমুসলিমদের সাথে আমাদের আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত? তাদের সম্মান করলে বা কোন হাদিয়া দিলে গোনাহ হবে কি?	(৩২/১১২)
জানুয়ারী'১৫	জনৈক দানশীল ধার্মিক ব্যক্তি কিছু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর মারা গেছেন। বর্তমানে সেগুলিতে নাচ-গানসহ বিভিন্ন অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। এক্ষেপে এসব পাপের ভার কি কেবল বর্তমান পরিচালকদের না উক্ত প্রতিষ্ঠাতার আমলনামাতেও যুক্ত হবে?	(৮/১২৮)
জানুয়ারী'১৫	যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য মানত করা হয়েছিল, তা পূরণ হয়নি। এক্ষেপে মানত আদায় করতে হবে কি? আর যে বস্ত্র দান করার মানত করা হয়েছিল তার পরিবর্তে সমমানের বস্ত্র দান করা যাবে কি?	(১১/১৩১)
জানুয়ারী'১৫	যাকাত ফাওর অর্থ ছহীহ আক্বীদা আমলের প্রচারের স্বার্থে নির্মিত মসজিদের সম্প্রসারণ, ইমাম ও মুওয়াযযিনের বেতন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যাবে কি?	(১৩/১৩৩)
জানুয়ারী'১৫	মসজিদে মুরগী, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানতকৃত বস্ত্র জমা হ'লে এর হকদার ইমাম ছাহেব হবেন কি?	(২৮/১৪৮)
ফেব্রুয়ারী'১৫	জনৈক হিন্দু ব্যক্তি সুস্থ হওয়ায় নিয়ত অনুযায়ী মসজিদে কিছু টাকা ও কুরআন দিয়ে মানত পূরণ করতে চায়। এক্ষেপে উক্ত মানত গ্রহণ করা যাবে কি?	(৫/১৬৫)
ফেব্রুয়ারী'১৫	রক্ত দান করা কি শরী'আতসম্মত? এটা 'ছাদাক্বা'র অন্তর্ভুক্ত হবে কি?	(১০/১৭০)
মার্চ'১৫	স্থাবর সম্পদ যেমন জমি, বাড়ি, গাছ-পালা এসবের যাকাত দিতে হবে কি?	(৯/২০৯)
এপ্রিল'১৫	রোগমুক্তি বা পরীক্ষায় ভালো করার আশায় কুরআন তেলাওয়াত, দান-ছাদাক্বা, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করা যাবে কি?	(১৪/২৫৪)
মে'১৫	সরকারী এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় যাকাত, ফেৎরা, ওশর, কুরবানীর চামড়া ইত্যাদি গ্রহণ করা এবং তা প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করা যাবে কি?	(১২/২৯২)
জুলাই'১৫	মানতের পশুর গোশত কিভাবে বণ্টন করতে হবে?	(২৮/৩৮৮)
জুলাই'১৫	গর্ভবতী বা দুর্বল দরিদ্র মহিলারা ছিয়াম পালন করতে এবং ফিদইয়া দিতে সক্ষম না হ'লে করণীয় কি?	(৩৭/৩৯৭)
আগস্ট'১৫	আলু, কলা ও পানের ওশর দিতে হবে কি?	(১২/৪১২)
আগস্ট'১৫	ওশরের ধান থেকে ইমাম-মুওয়াযযিনকে কিছু দেওয়া যাবে কি?	(২৫/৪২৫)
সেপ্টেম্বর'১৫	শাড়ী-লুঙ্গি ইত্যাদি কাপড় দিয়ে যাকাত আদায় করা যাবে কি?	(১২/৪৫২)
সেপ্টেম্বর'১৫	আমি একজন কাপড় ব্যবসায়ী। এখানে মূলধন সবসময় কমবেশী হয়। নির্দিষ্ট মূলধন বছর অতিক্রম করেনা। এক্ষেপে আমি যাকাত বের করব কিভাবে?	(২০/৪৬০)
হজ্জ ও ওমরা		
নভেম্বর'১৪	সউদী আরবে থাকা অবস্থায় নিজের হজ্জ করার পর পরিবারের জীবিত বা মৃতদের পক্ষ থেকে প্রতিবছর হজ্জ করা জায়েয হবে কি?	(৬/৪৬)
নভেম্বর'১৪	শুক্রবারে হজ্জ হওয়ার বিশেষ কোন ফযীলত আছে কি? অনেকে এটাকে 'আকবরী হজ্জ' বলে থাকেন। এর ব্যাখ্যা কি?	(৭/৪৭)
নভেম্বর'১৪	হজ্জ পালনকালে মীক্বাতের বাইরে গেলে পুনরায় মক্কায় প্রবেশের সময় ইহরাম বাঁধা আবশ্যিক কি? ইহরাম ব্যতীত প্রবেশ করলে দম দিতে হবে কি?	(৩৬/৭৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	হজ্জের খরচ বহন করার মত মূল্যমানের জমি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ হজ্জ পালন না করে মারা যান, তাহ'লে তিনি গোনাহগার হবেন কি?	(২৫/১৮৫)
মে'১৫	হজ্জব্রত পালনের সময় পুরুষের জন্য মাথায় ও দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে যাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২৭/৩০৭)
মে'১৫	মহিলাদের উপর কখন হজ্জ ফরয হবে? স্বামীর নিকট দু'জনের খরচের সমপরিমাণ অর্থ থাকলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর হজ্জ ফরয হবে কি?	(৩১/৩১১)
কুরবানী		
অক্টোবর'১৪	কুরবানীর গোশত বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৯/১৯)
অক্টোবর'১৪	উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উট যবেহ করা যায় কি?	(৩৮/৩৮)
নভেম্বর'১৪	কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত বা উক্ত উদ্দেশ্যে পোষা পশুর চাইতে উত্তম পেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?	(২০/৬০)
নভেম্বর'১৪	কুরবানীর চামড়ার মূল্য ঈদগাহ নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে কি? কেউ ব্যয় করে ফেললে তার কোন শাস্তি আছে কি?	(২৪/৬৪)
নভেম্বর'১৪	ঈদের ছালাতের পর খুৎবার পূর্বে কুরবানী করা যাবে কি?	(২৫/৬৫)
ডিসেম্বর'১৪	পাঠা ছাগল দ্বারা কুরবানী দেওয়া যাবে কি?	(১১/৯১)
ডিসেম্বর'১৪	কুরবানী একটির বেশী করা জায়েয হবে কি?	(১৭/৯৭)
ডিসেম্বর'১৪	হাদীছে মোটা-তাজা সুন্দর পশু কুরবানী করতে বলা হয়েছে। এক্ষেপে ওষধ প্রয়োগের মাধ্যমে পশু মোটাতাজা করণে	(২৫/১০৫)

মে'১৫	শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২২/৩০২)
আগস্ট'১৫	পশুর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ পশু কুরবানী করা যাবে কি?	(১১/৪১১)
সেপ্টেম্বর'১৫	আমাদের সমাজে ৫০টি পরিবারে ২৩১ জন লোক। আমরা কুরবানীর গোশত এক জায়গায় জমা করে ২৩১ ভাগ করে যে পরিবারে যত লোক সেই কয় ভাগ তাদেরকে দেই। এভাবে গোশত বন্টন করা যাবে কি?	(২৮/৪৬৮)
সেপ্টেম্বর'১৫	কুরবানীর দিন ছালাতের পূর্বে না খেয়ে থাকা এবং কুরবানীর পর কলিজা দ্বারা ইফতার করা কি সুন্নাত?	(৩১/৪৭১)
সেপ্টেম্বর'১৫	ঔষধ প্রয়োগের মাধ্যমে কুরবানীর পশু মোটাভাড়া করা জায়েয হবে কি?	(৩৬/৪৭৬)
সেপ্টেম্বর'১৫	যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ছিয়াম পালন করা যাবে কি? এতে প্রতি দিনের জন্য এক বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায় কি?	(৪০/৪৮০)
সেপ্টেম্বর'১৫	আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়। এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?	

আক্বীদা/নামকরণ

মার্চ'১৫	সন্তান জন্মের ৭ দিন পর আকীকা করা না হলে সেক্ষেত্রে করণীয় কি? পিতা-মাতা আকীকা না করে থাকলে নিজেই নিজের আকীকা করা যাবে কি?	(৪০/২৪০)
এপ্রিল'১৫	সদ্য ভূমিষ্ট শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত শুনাতে হবে কি? না কেবল আযান শুনাতেই যথেষ্ট হবে?	(২/২৪২)
জুলাই'১৫	নাম পরিবর্তন করলে নতুন করে আকীকা দিতে হবে কি?	(৬/৩৬৬)
আগস্ট'১৫	আকীকার সময় নবজাতকের ২টি নাম রাখা যায় কি?	(৬/৪০৬)

বিবাহ-তালাক/পারিবারিক জীবন

অক্টোবর'১৪	ইসলাম গ্রহণ করায় জৈনকা মহিলা স্বীয় খৃষ্টান পিতা-মাতাসহ গোটা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত। খৃষ্টান রাষ্ট্র হওয়ায় সরকারী অলীও নেই। এক্ষেত্রে অভিভাবকবিহীন উক্ত মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে করণীয় কি?	(১/১)
নভেম্বর'১৪	ব্যভিচারে লিপ্ত হলে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা কি আবশ্যিক হয়ে যায়? বার বার সতর্ক করার পরও এরূপ করলে সে ব্যাপারে স্বামীর করণীয় কি?	(৮/৪৮)
নভেম্বর'১৪	শরী'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমান যুগে ছেলে বা মেয়েকে কত বছর বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত?	(১৭/৫৭)
ডিসেম্বর'১৪	স্ত্রী বিদেশে অবস্থানরত তার স্বামীকে ডিভোর্স দিতে চায়, কিন্তু স্বামী তাতে ইচ্ছুক নয়। এক্ষেত্রে উক্ত স্ত্রীর করণীয় কি?	(১৬/৯৬)
ডিসেম্বর'১৪	জিনের সাথে মানুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশনা কি?	(১৯/৯৯)
ডিসেম্বর'১৪	শিরকী আক্বীদা ও আমলে লিপ্ত পিতা-মাতার যুবতী কন্যা ছহীহ আক্বীদা-আমল গ্রহণ করার পর আহলেহাদীছ পরিবারে বিবাহের ব্যাপারে পিতা-মাতার অমতের কারণে তাদের উপেক্ষা করে অন্য কোন নিকটাত্মীয়ের অভিভাবকত্বে বিবাহ করতে পারবে কি?	(২৪/১০৪)
জানুয়ারী'১৫	জৈনিক ধার্মিক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে পরবর্তীতে মারা গেছেন। তার মেয়েরাও ধার্মিক। এক্ষেত্রে তার কোন মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয হবে কি?	(৩০/১৫০)
জানুয়ারী'১৫	আমার ছোট বোন জৈনিক লম্পট ছেলেকে পিতার সম্মতি ছাড়াই বিবাহ করে বাড়ি ছেড়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি? তার দৈনিক খরচ নির্বাহের জন্য প্রদত্ত অর্থ এবং পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে কি? অথচ তা প্রদান করলেও উক্ত লম্পট ছেলেরা তা হারাম কাজে ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?	(৩১/১৫১)
মার্চ'১৫	জৈনকা মহিলা তার বর্তমান স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে পূর্বের প্রেমিককে বিবাহ করতে চায়। এক্ষেত্রে বর্তমান স্বামীকে ত্যাগ করে নতুন বিবাহের ক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা কি?	(৪/২০৪)
মার্চ'১৫	স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের অধিকারী হবেন কে?	(৬/২০৬)
মার্চ'১৫	আমি ২০১৩ সালে স্ত্রীকে মৌখিকভাবে এক তালাক দেই। অতঃপর ৩দিন পর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে সংসার করতে থাকি। কিন্তু ২০১৪ সালে কোর্টের মাধ্যমে পুনরায় তালাক প্রদান করি এবং তালাকনামার কপি ডাকের মাধ্যমে স্ত্রীর পিতার বরাবরে প্রেরণ করি। সে গ্রহণ না করলেও জানতে পেরেছে। অতঃপর ৩ মাস পর ঐ তালাকের জাবোদা কপি পুনরায় স্ত্রীর পিতার বাড়ীতে প্রেরণ করি। উল্লেখ্য, ২য় তালাক দেওয়ার পর থেকেই স্ত্রীর সাথে আমার সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে এটা কি তিন তালাক হিসাবে গণ্য হবে?	(২২/২২২)
মার্চ'১৫	আমাদের দেশে বিবাহ পড়ানোর সময় একই গ্লাসে একই শরবত বর ও কনেকে খাওয়ানো হয়। এগুলি জায়েয হবে কি?	(২৯/২২৯)
এপ্রিল'১৫	মামা বা চাচা মারা গেলে অথবা মামী বা চাচীকে তালাক দিলে ঐ মামী বা চাচীকে তার ভাগ্নে বা ভাতিজা বিবাহ করতে পারবে কি?	(২৬/২৬৬)
এপ্রিল'১৫	যেসব বিবাহে যৌতুক আদান-প্রদান হয়, সেসব বিবাহ অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে কি?	(২৭/২৬৭)
এপ্রিল'১৫	স্বামী স্ত্রীকে মোহরানা পরিশোধ না করে থাকলে সন্তান কি পিতার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিতে পারবে?	(৩৫/২৭৫)
মে'১৫	আমাদের দেশে তৃতীয় পক্ষ থেকে উকীল নিয়োগ করে উক্ত 'উকীল বাবা'র মাধ্যমে বিবাহ পড়ানো হয়। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত?	(৩০/৩১০)
মে'১৫	স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ীর সকলেই হানাফী হওয়ায় ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিলে সবাই দুর্ব্যবহার করে। আমাকে লুকিয়ে ছালাত আদায় করতে হয়। এক্ষেত্রে আমার জন্য 'খোলা' করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে কি?	(৩৮/৩১৮)
জুন'১৫	বিবাহের মোহর নির্ধারণ হয়েছে অনেক বেশী। যা আমার সামর্থ্যের বাইরে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?	(২১/৩৪১)
জুন'১৫	জৈনিক নারীর সাথে জৈনিক পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এক্ষেত্রে উক্ত নারীর মেয়েকে সে বিবাহ করতে পারবে কি?	(৩৪/৩৫৪)
জুন'১৫	স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে কাফী অফিসের মাধ্যমে একত্রে ৩ তালাকের মাধ্যমে ছাড়াছাড়ির ৮ মাস পর তারা পুনরায় একত্রিত হতে পারবে কি?	(৩৬/৩৫৬)
জুলাই'১৫	বিবাহের সময় পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপী পরা কি যরুরী? কনের বাড়ীতে গিয়ে বর গলায় মালা ও হাতে ফুল উপহার নিতে পারে কি?	(৫/৩৬৫)
জুলাই'১৫	বিবাহ রেজিস্ট্রী হওয়ার পর কবুল বলার পূর্বে সহবাস করা জায়েয হবে কি?	(৩৩/৩৯৩)
জুলাই'১৫	আমি ৩ বছর যাবৎ লিবিয়ায় আছি। প্রায় দিন স্ত্রীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়। কিন্তু একজন ইমাম ছাড়াই আমাকে বলেছেন যে, ১ বছরের বেশী এরূপ পৃথক থাকলে দেশে যাওয়ার পর পুনরায় বিবাহ করে সংসার করতে হবে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?	(৩৯/৩৯৯)
আগস্ট'১৫	নিজের বোনের নাভনীকে বিবাহ করা যাবে কি?	(৭/৪০৭)
আগস্ট'১৫	জৈনিক প্রবাসীর গৃহে পাঠদানের সুবাদে গৃহকত্রীর সাথে অনৈতিক সম্পর্ক তৈরী হয়। পরবর্তীতে তার মেয়ের সাথে আমার	(৮/৪০৮)

আগস্ট'১৫	সামাজিকভাবে বিবাহ হয়। বিবাহের পরও পূর্বের ন্যায় অশৈল্পিক সম্পর্ক চলতে থাকে। বর্তমানে আমি দুই সন্তানের পিতা। ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করার পর সব বুঝতে পেরে গত আড়াই বছর যাবৎ নিজ স্ত্রী থেকে দূরে রয়েছি। এক্ষণে আমার করণীয় কি?	(১৫/৪১৫)
সেপ্টেম্বর'১৫	বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের জন্য ওয়ালীমা করা সুন্নাত। এক্ষণে মেয়ের বাড়ীতে যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তা কি শরী'আত সম্মত?	(১৮/৪৫৮)
সেপ্টেম্বর'১৫	বিবাহের মোহর নির্ধারণের শরী'আতের নির্দেশনা কি? সমাজে 'মোহরে ফাতেমী' নামে একটি পরিভাষা চালু আছে। এটা কি সুন্নাত?	(২৪/৪৬৪)
সেপ্টেম্বর'১৫	বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন পাত্র না পেয়ে জেনে-শুনে শিরক-বিদ'আতে লিগু পাত্রের সাথে বিবাহ দিলে অভিভাবককে গুনাহগার হতে হবে কি?	(২৪/৪৬৪)

মহিলা বিষয়ক

অক্টোবর'১৪	বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে নেকাব বিহীন চলা জায়েয হবে কি?	(৩৫/৩৫)
অক্টোবর'১৪	কোন নারী ধর্ষণের শিকার হ'লে সে কি অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে?	(৪০/৪০)
নভেম্বর'১৪	একজন নারী কতজন পুরুষের সাথে পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করতে পারে এবং কোন কোন পুরুষের সাথে তার বিবাহ হারাম?	(১৩/৫৩)
নভেম্বর'১৪	ঋতু বন্ধ করার জন্য ঔষধ ব্যবহারে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৪/৫৪)
নভেম্বর'১৪	হানাফী মাযহাবের অনুসারী স্বামী ছহীহ হাদীছের আলোকে আমল করতে বাধা দিচ্ছেন। এক্ষণে স্ত্রী হিসাবে আমার করণীয় কি?	(৩১/৭১)
ডিসেম্বর'১৪	মহিলাগণ চিকিৎসার ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তার না পাওয়ায় পুরুষ ডাক্তারের নিকটে যাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৫/৯৫)
জানুয়ারী'১৫	আমার জানা মতে, হিন্দুরা যেমন সিঁদুর ব্যবহার করে স্বামীর মঙ্গলের জন্য, মুসলিমদের মাঝেও নাকফুল পরিধানের নীতি এরূপ কারণেই এসেছে। এক্ষণে মহিলাদের জন্য এটা ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত হবে কি?	(৯/১২৯)
ফেব্রুয়ারী'১৫	৪৫ বছরের অধিক বয়সী মহিলা শারীরিক অক্ষমতার কারণে স্বামীর চাহিদা মিটাতে অপরগতা প্রকাশ করলে গোনাহগার হবেন কি?	(১৫/১৭৫)
ফেব্রুয়ারী'১৫	মহিলাদের জন্য হাসপাতালে নার্সের চাকুরী কতটুকু শরী'আতসম্মত?	(২০/১৮০)
ফেব্রুয়ারী'১৫	মহিলারা নখ বড় রাখতে ও নেইল পালিশ ব্যবহার করতে পারবে কি?	(২৪/১৮৪)
মার্চ'১৫	বিবাহের পর স্ত্রীর জন্য শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, না নিজ পিতা-মাতার সেবা করা অধিক যত্নরী? এছাড়া স্বামী এবং নিজ পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধের মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে কার আদেশ-নিষেধ অগ্রাধিকার পাবে?	(১০/২১০)
মার্চ'১৫	মহিলারা সর্বোচ্চ কত বছর বয়সের বালকের সাথে বিনা পর্দায় দেখা করতে পারবে?	(১৭/২১৭)
মার্চ'১৫	জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রথমে টিলা-কুলুখ ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করতে হবে। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(১৮/২১৮)
মার্চ'১৫	স্ত্রীর চাকুরী অথবা ব্যবসার আয়ের অর্থের উপর স্বামীর হক আছে কি? স্বামী স্ত্রীর অর্থের হিসাব রাখতে পারবে কি? এছাড়া স্ত্রী স্বামীকে না জানিয়ে তার পিতার বাড়ীতে কোন খরচ করতে পারবে কি?	(২০/২২০)
এপ্রিল'১৫	বাসায় স্ত্রীর কাজকর্মে সহায়তার জন্য কাজের মেয়ে রাখার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সউদী আরবে সরকারীভাবে খাদেমা নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে মাহরাম বিহীন সেখানে অবস্থান করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৫/২৫৫)
এপ্রিল'১৫	স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এগুলি করা শরী'আত সম্মত কি?	(৩২/২৭২)
এপ্রিল'১৫	কোন মহিলা বা পুরুষ লোক মৃত্যুবরণ করার পর কোন কোন পুরুষ বা কোন কোন নারী তাকে দেখতে পারবে?	(৩৩/২৭৩)
মে'১৫	জনৈক মহিলার মাথায় জট আছে। তা কেটে ফেললে তার ক্ষতি হবে বলে ধারণা করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে ক্ষতির কোন আশংকা আছে কি?	(৩৯/৩১৯)
জুন'১৫	নারীদের জন্য আয়াতুল কুরসী লিখিত স্বর্ণের লকেট ব্যবহার করা যাবে কি?	(২২/৩৪২)
জুলাই'১৫	মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য হোস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। যেমন মহিলা মাদ্রাসা, যেখানে অভিভাবক বা মাহরাম থাকে না। এভাবে লেখাপড়া করা যাবে কি?	(৩২/৩৯২)
আগস্ট'১৫	স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য স্ত্রীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যিক?	(৩৬/৪৩৬)
সেপ্টেম্বর'১৫	কোন মহিলা জন্মানিয়ন্ত্রণের জন্য ইমপ্লান্ট বা অন্য কোন মাধ্যম গ্রহণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামী হবে। একথার শারঈ ভিত্তি আছে কি?	(১০/৪৫০)
সেপ্টেম্বর'১৫	নিফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতদিন? ৪০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও ইবাদতের জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে কি?	(৩৪/৪৭৪)

অর্থনীতি

অক্টোবর'১৪	ঠিকাদারী পেশা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৪/৪)
অক্টোবর'১৪	বর্তমানে প্রচলিত আউটসোর্সিং পেশা গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৬/৬)
অক্টোবর'১৪	ব্রাক, আশা, প্রশিকা, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি এনজিও প্রদত্ত বাথরুম নির্মাণের উপকরণ সমূহ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?	(১১/১১)
অক্টোবর'১৪	আমি জীবনে বহু মানুষের কাছে দুধ বিক্রয়ের সময় ২ লিটারকে আড়াই লিটার বলে বিক্রয় করেছি। এক্ষণে সবার নিকট থেকে পৃথকভাবে ক্ষমা না নিলে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি?	(১৭/১৭)
নভেম্বর'১৪	ব্যবসায়ীরা বলে থাকেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা কথায় কোন যায় আসে না, এটা কি ঠিক? উক্ত টাকা হালাল হবে কি?	(৯/৪৯)
নভেম্বর'১৪	খরগোশের ন্যায় একধরনের প্রাণী 'বেণীপুশ' খাওয়া বা ত্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন করা জায়েয হবে কি?	(১০/৫০)
নভেম্বর'১৪	বর্তমানে প্রচলিত অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা এবং অধিকাংশ চাকরীস্থলেই নারী-পুরুষ একত্রে চাকুরী করে। এক্ষণে এসব স্থানে চাকুরী করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(২২/৬২)
নভেম্বর'১৪	মোবাইল সামগ্রী ত্রয়-বিক্রয়, মোবাইল রিপারিং ইত্যাদি ব্যবসায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৭/৭৭)
নভেম্বর'১৪	আমরা জানি, ইউসুফ (আঃ) একজন অমুসলিম শাসকের অধীনে অর্থ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যেখানে সূদী কারবার এবং অমুসলিম কালচার থাকা স্বাভাবিক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সূদী ব্যাংক বা এনজিওতে চাকুরী করা যাবে কি?	(৩৮/৭৮)
জানুয়ারী'১৫	বিধর্মীদের সাথে অংশীদারী ভিত্তিতে ব্যবসা করা যাবে কি?	(১৬/১৩৬)

জানুয়ারী'১৫	সূদ গ্রহণ না করে কেবল হেফাজতের উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে কি?	(৩৮/১৫৮)
ফেব্রুয়ারী'১৫	আমার কাপড়ের দোকানে মেয়েদের টপস, জিপসি, প্যান্ট, টাইটস ইত্যাদি আধুনিক পোশাক বিক্রয় করে থাকি। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৬/১৭৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	জনৈক ব্যক্তি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা ১ বছরের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে চান। বিনিময়ে তিনি চার কিস্তিতে পরবর্তী একবছরে মোট পাঁচ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং সাথে মাসিক মুনাফা পরিশোধ করবেন। এরপ লেনদেন শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৭/১৭৭)
মার্চ'১৫	নাপিতের পেশা শরী'আতসম্মত কি?	(২৪/২২৪)
মার্চ'১৫	মোমোরী কার্ডে গান, ভিডিও, ইসলামী বক্তব্য ইত্যাদি লোড দেওয়ার ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?	(২৮/২২৮)
এপ্রিল'১৫	হিসাব বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশুনা শেষে সূদী কারবারের কারণে ব্যাংকে চাকুরী করতে পারছে না। এক্ষণে হিসাব বিভাগের সাথে জড়িত শরী'আত অনুমোদিত কোন কোন ক্ষেত্রে চাকুরী করা যেতে পারে?	(২৪/২৬৪)
এপ্রিল'১৫	ইসলামী বা সাধারণ ব্যাংক, বিকাশ, এ.টি.এম কার্ড-এর মাধ্যমে টাকা-পয়সা লেনদেন করায় সার্ভিস চার্জ দিতে হয়। এক্ষণে এতে কোন বাধা আছে কি?	(২৮/২৬৮)
এপ্রিল'১৫	আমি দর্জির কাজ করি। মেয়েরা আমার নিকট থেকে টাইটফিট পোশাক তৈরী করে নেয়। এজন্য কি আমি দায়ী হব?	(৩৮/২৭৮)
মে'১৫	কলম, প্লাস্টিক ইত্যাদি ফ্যাক্টরীর মালিকেরা যদি সুদের উপর ঋণ নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালায়, সেসব প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা যাবে কি?	(১৫/২৯৫)
মে'১৫	দোকানে সিঁদুর সহ হিন্দু ধর্মীয় জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?	(২১/৩০১)
মে'১৫	একজন প্রাণী চিকিৎসক হিসাবে কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২১/৩০৩)
জুন'১৫	বিউটি পার্লার করে বিবাহের সাজগোজ, ফেসিয়াল ও হেয়ার ট্রিটমেন্ট ইত্যাদি শরী'আতসম্মত কাজগুলি করা যাবে কি? এছাড়া শরী'আতসম্মত উপায়ে বিউটি পার্লার পরিচালনার উপায় কি?	(২৮/৩৪৮)
জুলাই'১৫	সরকারকে ট্যাক্স না দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা করা বৈধ হবে কি?	(১০/৩৭০)
জুলাই'১৫	সূদ আদান-প্রদানকারী ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানকে বাসা ভাড়া দেওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১১/৩৭১)
জুলাই'১৫	অনেক প্রাইভেট কোম্পানীতে দাড়ি শেভ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানে চাকুরী করা যাবে কি?	(৩১/৩৯১)
জুলাই'১৫	গার্মেন্টস, গাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ভবিষ্যৎ বিপদের 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি?	(৩৬/৩৯৬)
আগস্ট'১৫	আমরা আমাদের সমিতির মাধ্যমে সকলের সম্মতিক্রমে কোন চাকুরীজীবী ব্যক্তিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিনিয়োগ প্রদান করি ১২টি চেকের পাতার বিনিময়ে। যার দ্বারা আমরা ১২ মাসে মোট ৬০ হাজার টাকা গ্রহণ করি। এরপ বিনিয়োগ পদ্ধতি জায়েয হবে কি?	(৯/৪০৯)
আগস্ট'১৫	জনৈক আলেম বলেন, মাটি পুড়িয়ে ইট প্রস্তুত করা হয়। তাই ইটের ভাটার ব্যবসা করা হারাম। একথা কি ঠিক?	(১৮/৪১৮)
আগস্ট'১৫	রংপুর হারাগাছে বিড়ি-তামাকের ব্যাপক ব্যবসা থাকায় স্থানীয় অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ওয়ায মাহফিল এসব ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। এক্ষণে এসব দানে দাতার কোন নেকী হবে কি? গ্রহীতা তা গ্রহণ করতে পারবে কি?	(১৯/৪১৯)
আগস্ট'১৫	ডাচ-বাংলা ও অন্যান্য মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের এজেন্ট হয়ে উক্ত ব্যাংকগুলিতে কারো একাউন্ট খুলে দিলে যে মজুরী পাওয়া যায় তা বৈধ হবে কি? উল্লেখ্য ঐ একাউন্টে সূদ জমা হয়।	(২১/৪২১)
আগস্ট'১৫	সাধ্যমত চেষ্টা করেও কোন চাকুরী না পাওয়ায় ছেলে সূদী ব্যাংকে চাকুরী নিয়েছে। তাকে শর্ত দিয়েছি যে, হালাল রুঘির জন্য আত্মীয় চেষ্টা করতে হবে এবং যত দ্রুত সম্ভব এ চাকুরী ছাড়তে হবে। এক্ষণে ছেলের উক্ত উপার্জন ভোগ করা পিতা-মাতার জন্য বৈধ হবে কি?	(৩৩/৪৩৩)
সেপ্টেম্বর'১৫	যেসব পণ্যের গায়ে বা লেবেলে প্রাণীর ছবি থাকে, সেগুলোর ব্যবসা করা যাবে কি?	(৭/৪৪৭)
সেপ্টেম্বর'১৫	বাংলাদেশে যেসব ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলিতে বিভিন্ন মেয়াদী ডিপোজিট করা যাবে কি?	(৩২/৪৭২)
শিশুচর্চা		
অক্টোবর'১৪	হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে শোনা যায় তিনি রাতে প্রজাদের অবস্থা দেখার সময় জনৈক মাকে শূন্য হাড়ি চড়িয়ে ক্ষুধার্ত শিশুদের সান্ত্বনা দেওয়ার দৃশ্য দেখে স্বয়ং বায়তুল মাল থেকে পিঠে খাদ্যদ্রব্য বহন করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?	(৭/৭)
অক্টোবর'১৪	মুহাম্মাদ আবুল কাসেম নাম রাখা যাবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এ নাম রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা আছে?	(২৪/২৪)
ডিসেম্বর'১৪	চলাচলের ক্ষেত্রে বা মসজিদে অন্যের পায়ে বা দেহের কোন স্থানে পা লেগে গেলে করণীয় কি?	(১০/৯০)
ডিসেম্বর'১৪	ইবাদতের শুরুতে মুখে নিয়ত পড়তে হবে, না অন্তরে সংকল্প করলেই যথেষ্ট হবে?	(২৮/১০৮)
ডিসেম্বর'১৪	হিন্দু বা খৃষ্টান কোন বন্ধু অভিবাদন বিনিময়ের পর যদি মুছাফা বা কোলাকুলির জন্য এগিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে করণীয় কি?	(৩৮/১১৮)
জানুয়ারী'১৫	কোন কোন সময় সালাম দেওয়া বা নেওয়া নিষিদ্ধ?	(১/১২১)
জানুয়ারী'১৫	কথা কাটাকাটির কারণে এবং পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের কারণে ৬/৭ মাস যাবৎ বান্ধবীর সাথে কথা বলিনি। এক্ষণে এর জন্য কি আমি গোনাহপার হচ্ছি?	(৬/১২৬)
জানুয়ারী'১৫	মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফুযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাকা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না।' এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(২২/১৪২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	কোন মুসলিম বা অমুসলিমকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি?	(৩/১৬৩)
মার্চ'১৫	খাদ্যগ্রহণের আদব কি কি?	(৫/২০৫)
মার্চ'১৫	অমুসলিম দেশে অবস্থান কালে সেদেশের আইন মেনে চলা কি যরুরী?	(৩৪/২৩৪)
এপ্রিল'১৫	যেখানে রাসূল (ছাঃ) অমুসলিম দেশে কুরআন নিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছেন সেখানে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ইতালিয়ানদেরকে কুরআনের অনূদিত কপি উপহার দেওয়া যাবে কি?	(২০/২৬০)
এপ্রিল'১৫	কোন মুসলিম ব্যক্তির মাঝে কুফরী, মুনাফেকী ও শিরকী কার্যক্রম দেখতে পেলে তাকে কাকফের, মুনাফিক বা মুশরিক নামে ডাকা যাবে কি?	(২৩/২৬৩)
এপ্রিল'১৫	অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার সন্তানেরা ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে পারবে কি?	(৩১/২৭১)
মে'১৫	সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব কি কি?	(৫/২৮৫)
মে'১৫	অনেক আলেমকে দেখা যায় শরী'আতের মাসআলাগত বিষয়ে বিরোধী পক্ষের প্রতি মোটা অংকের অর্থের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। এরপ চ্যালেঞ্জ প্রদান ও গ্রহণ কতটুকু শরী'আতসম্মত?	(৬/২৮৬)

মে'১৫	কারো উপর মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে প্রচার করা কিরূপ পাপের অন্তর্ভুক্ত?	(২৯/৩০৯)
মে'১৫	জনৈক হিন্দু ৫০ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তাকে সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?	(৪০/৩২০)
জুন'১৫	হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে করণীয় কি?	(২/৩২২)
জুন'১৫	সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন কি কি বাক্য ব্যবহার করা যায়?	(১২/৩৩২)
জুন'১৫	কোন অমুসলিম ছাত্রকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৫/৩৫৫)
জুলাই'১৫	সামান্য সামানি কেউ প্রশংসা করলে করণীয় কি?	(১৩/৩৭৩)
জুলাই'১৫	পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কি কি?	(২৭/৩৮৭)
আগস্ট'১৫	দরিদ্রতার কারণে স্ত্রীর কাছে মোহরানার টাকা মাফ চাইলে এবং স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে তা মাফ করে দিলে দায়মুক্ত হওয়া যাবে কি?	(২৭/৪২৭)
সেপ্টেম্বর'১৫	মুছাফাহার সময় হাত ধরে বাঁকি দেওয়া যাবে কি?	(১১/৪৫১)
সেপ্টেম্বর'১৫	উপজাতীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের রান্না খাবার খাওয়া যাবে কি?	(১৩/৪৫৩)

মীরাছ

নভেম্বর'১৪	বর্তমানে আমার ৩০ বিঘা সম্পত্তি রয়েছে। আমার স্ত্রী, চার মেয়ে, মা এবং দুই ভতিজা রয়েছে। শরী'আত অনুযায়ী কে কত অংশ পাবে?	(৩৯/৭৯)
ডিসেম্বর'১৪	দু'টি সন্তানের একজনকে পিতা-মাতা বিদেশে বহু অর্থ খরচ করে পড়াশোনা করিয়েছেন। কিন্তু অন্য সন্তানের পড়াশোনার দিকে তেমন কোনই খেয়াল রাখেন না। এরূপ করায় পিতা-মাতা কি স্বাধীন না এর জন্য কিয়ামতের দিন জবাবদিহী করতে হবে?	(২৬/১০৬)
জানুয়ারী'১৫	আমি পেনশন হিসাবে যে অর্থ পেয়েছি তা দ্বারা আমার জন্য হজ্জের ফরযিয়াত আদায় করা যরুরী না স্ত্রী-সন্তানদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা যরুরী হবে? সঠিক সিদ্ধান্ত জানতে চাই।	(২৯/১৪৯)
ফেব্রুয়ারী'১৫	পিতার জীবদ্দশায় বড় বোন এবং মৃত্যুর পর ছোট ভাই মারা গেছে। এক্ষেত্রে বড় বোনের সন্তানেরা নানার সম্পদের অংশীদার হবে কি? আর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তান না থাকায় তার প্রাপ্ত অংশ কারা পাবে? ছোট ভাইয়ের চিকিৎসা বাবদ খরচ করায় বড় ভাই এখন তার সম্পদের কোন অংশ নিতে পারবে কি?	(২১/১৮১)
মে'১৫	পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ছেলে মারা গেলে তার অর্জিত সম্পদে পিতা-মাতা কোন অংশ পাবেন কি?	(২৮/৩০৮)
আগস্ট'১৫	আমার জীবিত পিতা আমাদের দশ ভাই-বোনের মধ্যে ভাইদের কাউকে বেশী কাউকে কম জমি লিখে দিয়েছেন এবং বোনদের কোন জমি দেননি। এক্ষেত্রে তার করণীয় কি?	(২০/৪২০)
সেপ্টেম্বর'১৫	জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতা, স্ত্রী ও তিন মেয়েকে রেখে মারা গেছেন। তাদের মধ্যে অংশ কিভাবে বণ্টিত হবে? শোনা যায় যে, এ ব্যাপারে আলী (রাঃ) প্রবর্তিত আওল বিধান কুরআনের নির্দেশ বিরোধী। এর সত্যতা জানতে চাই।	(১৪/৪৫৪)

দো'আ

অক্টোবর'১৪	টয়লেটে থাকা অবস্থায় আযানের জওয়াব বা দো'আ পাঠ করা যাবে কি?	(২৯/২৯)
ডিসেম্বর'১৪	আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা দো'আ করার পদ্ধতি কি?	(৪/৮৪)
ডিসেম্বর'১৪	ঔষধ খাওয়ার সময় পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?	(২২/১০২)
মার্চ'১৫	দো'আর অর্থ না জানা থাকলে তা দ্বারা আল্লাহর নিকটে কিছু কামনা করলে কবুলযোগ্য হবে কি?	(৩০/২৩০)
জুন'১৫	'বালগাল 'উলা বি কামালিহী' দো'আটি পাঠ করা যাবে কি?	(৯/৩২৯)
জুন'১৫	বিদায়কালে 'আল্লাহ হাফেয' বলে দো'আ করা যাবে কি?	(১১/৩৩১)
জুন'১৫	ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কি দো'আ পাঠ করা যায়?	(২৪/৩৪৪)
জুলাই'১৫	কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ কালে প্রচলিত চারটি কালেমা পাঠ করবে কি?	(২/৩৬২)
জুলাই'১৫	'হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকীল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাছীর'-দো'আটি কি ছহীহ কি? কোন কোন ক্ষেত্রে দো'আটি পাঠ করা যায়?	(১৪/৩৭৪)
জুলাই'১৫	রাসূল (ছাঃ) তায়েফের সফরে নির্ধারিত হওয়ার পর একটি আল্পুর বাগানে বসে 'ময়লূমের দো'আ' হিসাবে পরিচিত যে দো'আটি করেছিলেন, তা ছহীহ কি?	(৪০/৪০০)
আগস্ট'১৫	বিপদের সময় দো'আ ইউনুস পড়া যাবে কি?	(১/৪০১)
সেপ্টেম্বর'১৫	তাসবীহ কি উভয় হাতে গণনা করা যাবে?	(৪/৪৪৪)

কসম-মানত

অক্টোবর'১৪	সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মাতা তাকে হেফযখানায়া পড়ানোর নিয়ত করেন। পরবর্তীতে শত চেষ্টা করেও তাতে সফল হননি। এক্ষেত্রে উক্ত মায়ের করণীয় কি?	(১৩/১৩)
ফেব্রুয়ারী'১৫	স্ত্রী স্বামীকে এরূপ বলেছে যে, 'তুমি যদি আমাকে স্পর্শ কর, তবে তা তোমার মৃত মায়ের সাথে যেনার সদৃশ হবে'। এক্ষেত্রে এর কাফফারা কি হবে?	(২৯/১৮৯)
এপ্রিল'১৫	কা'বাগৃহের কসম খাওয়া যাবে কি?	(২৯/২৬৯)
মে'১৫	ফেসবুক চ্যাটের কারণে স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্যের পর আমি ফেসবুক ব্যবহার করব না বলে কসম করি। বর্তমানে আমি তার সম্মতিতে ফেসবুক ব্যবহার করছি। এক্ষেত্রে উক্ত কসম ভঙ্গের কারণে কোন কাফফারা দিতে হবে কি?	(৭/২৮৭)
সেপ্টেম্বর'১৫	জনৈক মেয়েকে বিবাহ করার ব্যাপারে কসম করার পর পরিবারের অমতের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। এক্ষেত্রে এতে কোন ক্ষতির আশংকা আছে কি? উক্ত কসমের জন্য কাফফারা দিতে হবে কি?	(২৭/৪৬৭)

কুরআনুল কারীম সংক্রান্ত

অক্টোবর'১৪	জনৈক আলেম বলেন, সূরা ফাতিহা কুরআনের অংশ নয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(২/২)
নভেম্বর'১৪	মহিলারা কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য কোন পুরস্কার নিকটে যেতে পারবে কি? এক্ষেত্রে প্রয়োজনে নেকাব খুলে রাখা যাবে কি?	(৩০/৭০)
জানুয়ারী'১৫	তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন নামক তাফসীরটি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রণীত কি?	(২১/১৪১)
মার্চ'১৫	ওমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের শ্রেষ্ঠিতে কুরআন মাজীদের মোট কতটি আয়াত নাযিল হয়? শ্রেষ্ঠপট সহ জানিয়ে বাণিত করবেন।	(১/২০১)

মে'১৫	মহিলারা পরপুরুষের সামনে সশব্দে কুরআন তোলাওয়াত করতে পারবে কি?	(৪/২৮৪)
আগস্ট'১৫	কুরআন হেফয করার পর মুখস্থ না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে কি? 'কুরআন জুলে গেলে কিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না' কথাটির সত্যতা আছে কি?	(৩৯/৪৩৯)
ইতিহাস/কাহিনী		
অক্টোবর'১৪	ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? তার মৃত্যুর ব্যাপারে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?	(৮/৮)
অক্টোবর'১৪	দু'টি অংশ বিশিষ্ট প্রচলিত কালেমায়ে ত্বাইয়েবার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়?	(২১/২১)
অক্টোবর'১৪	মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আকুছা সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?	(৩৭/৩৭)
অক্টোবর'১৪	হাসান (রাঃ) কি মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বিষ প্রয়োগ করায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন?	(৩৯/৩৯)
ডিসেম্বর'১৪	খিযির (আঃ) কি এখনও বেঁচে আছেন? 'কাছুলু আযিয়া' কিভাবে লেখা আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযির (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা জানতে চাই।	(৩৪/১১৪)
জানুয়ারী'১৫	নবী করীম (ছাঃ)-এর দেহে খাতমে নবুঅতের চিহ্ন কোথায় ছিল এবং তা কেমন ছিল? কোন কোন ছাহাবী তা চুমু দিয়েছিলেন বলে যা প্রচলিত রয়েছে। এর সত্যতা আছে কি?	(৩৩/১৫৩)
ফেব্রুয়ারী'১৫	ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৯/১৯৯)
ফেব্রুয়ারী'১৫	হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কি কুরআনের আয়াত সমূহে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছিলেন?	(৪০/২০০)
মার্চ'১৫	জনৈক বক্তা বলেন, ছালাত কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করার ব্যাপারে আল্লাহর নিকটে মুসা (আঃ)-এর বারবার যাওয়ার বিষয়টি সত্য নয় বরং রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং কয়েকবার গিয়ে তা কমিয়ে নিয়ে আসেন।	(৩৫/২৩৫)
এপ্রিল'১৫	রাসূল (ছাঃ)-এর কবর কারা খুঁড়েছিলেন?	(১/২৪১)
এপ্রিল'১৫	ওয়াযের কি নবী ছিলেন? নবী না হলে তিনি কোন নবীর আমলে দুনিয়ায় ছিলেন? এছাড়া কওমে তুব্বা' কোন নবীর কওম?	(৭/২৪৭)
মে'১৫	জনৈক আলেম বলেন, ইবরাহীম (আঃ) আমাদের 'জাতির পিতা'-একথা ভুল। বরং তিনি কুরায়েশ বংশের পিতা। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(২৫/৩০৫)
এপ্রিল'১৫	মুসা (আঃ)-এর লাঠি কি তার নিজস্ব ব্যবহৃত লাঠি ছিল? না আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হয়েছিল?	(৩০/২৭০)
এপ্রিল'১৫	আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ গ্রন্থে তাবুক যুদ্ধের ময়দানে রাসূল (ছাঃ)-এর সে সারগর্ভ ভাষণ সংকলিত হয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি?	(৩৯/২৭৯)
মে'১৫	মদীনার সনদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।	(৩/২৮৩)
জুন'১৫	সুলতান নুরুদ্দীন যঙ্গী কর্তৃক রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক স্বপ্নে আহূত হওয়া এবং তাঁর লাশ চুরির দায়ে অভিযুক্ত দু'জন ইহুদীকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সত্যতা রয়েছে কি?	(৪/৩২৪)
জুন'১৫	ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী কে ছিলেন? জনৈক বক্তা বলেন, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) তাকে কাফের ঘোষণা করেছিলেন। এ কথার সত্যতা আছে কি?	(১৯/৩৩৯)
জুন'১৫	ঈসা (আঃ) কি বর্তমানে জীবিত? কিয়ামতের কতদিন পূর্বে তিনি আসবেন এবং কি কি কাজ করবেন?	(৪০/৩৬০)
জুলাই'১৫	জনৈক আলেম বলেন, নমরুদ উঁচু টাওয়ারে উঠে আল্লাহর লক্ষ্যে তীর নিক্ষেপ করলে উপর থেকে রক্ত মাখা তীর আল্লাহ আবার ফেরত পাঠান। এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(৩৫/৩৯৫)
জুলাই'১৫	হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় রাসূল (ছাঃ) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কেটে দিয়ে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ লেখার মাধ্যমে নবুঅতের দাবী থেকে সরে এসেছিলেন কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে মক্কা বিজয়ের লক্ষ্যে। বর্তমানে এ লক্ষ্যেই কি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত হবে না?	(৩৮/৩৯৮)
আগস্ট'১৫	'বড় পীর' বলে খ্যাত আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই। তাঁর সম্পর্কে যেসব কাহিনী শোনা যায়, তার কোন ভিত্তি আছে কি?	(২৩/৪২৩)
সেপ্টেম্বর'১৫	ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানরা তাঁকে সিজদা করেছিলেন। এক্ষণে আমাদের পিতা-মাতা বা পীর ছাহেবদেরকে সিজদা করতে বাধা কোথায়?	(২৬/৪৬৬)

বাতিল মতবাদ/ফুসফুস/আচার-অনুষ্ঠান

নভেম্বর'১৪	'একবার মাথাব্যথা হ'লে ৬ মাসের গুনাহ মাফ হয়'- এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(২৬/৬৬)
ডিসেম্বর'১৪	'পানির অপর নাম জীবন'- কথাটি কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?	(৬/৮৬)
ডিসেম্বর'১৪	ইয়াযীদী সম্প্রদায় কারা? তাদের সম্পর্কে জানতে চাই।	(১২/৯২)
ডিসেম্বর'১৪	জনৈক বক্তা বলেন, সন্তানহীনা নারী ৪০ দিন সাদা লজ্জাবতী গাছ পেটে বাঁধলে এবং ৪০ দিন দরুদে ইবরাহীমী পাঠ করলে সন্তান হবে। এর প্রমাণসূত্র তাফসীর ইবনে কাছীর বলে উল্লেখ করেছেন। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(২০/১০০)
ডিসেম্বর'১৪	জনৈক আলেম বলেন, প্রত্যেক মানুষ ও জিনের সাথে শয়তান থাকে। এমনকি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথেও ছিল। এ বক্তব্যের কোন সত্যতা আছে কি?	(৪০/১২০)
জানুয়ারী'১৫	জনৈক ব্যক্তি বলেন, কোন ব্যক্তি ওয়ায মাহফিলে যাওয়ার ইচ্ছা করে সামনের পা বাড়িয়ে পিছনের পা তোলায় আগেই সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়। একথার কোন সত্যতা আছে কি?	(৭/১২৭)
ফেব্রুয়ারী'১৫	কা'বাঘরের কাজ সম্পন্ন করার পর আল্লাহ তা'আলা ইব্রাহীম (আঃ)-কে অবশিষ্ট বালু ও পাথর সজোরে চারদিকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, এ পাথরের টুকরা ও বালুকণা যেখানেই পড়বে, সেখানেই মসজিদ তৈরী হবে। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?	(২৩/১৮৩)
ফেব্রুয়ারী'১৫	পীরদের মুরীদ হয়ে কত মানুষ নামাযী হচ্ছে, পাপ কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ এইসব পীরদের সমালোচনা করায় বহু মানুষ এদের থেকে বিমুখ হয়ে পড়ছে। অতএব পীর থেকে সাধারণ মানুষকে বিমুখ করা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(৩২/১৯২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	নামের শেষে হাসান, হোসাইন, আলী ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখা যাবে কি?	(৩৩/১৯৩)
মার্চ'১৫	জনৈক ব্যক্তি আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩৭০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'আলা ইবনুল হাযরামী কর্তৃক লোকদেরকে নিয়ে একত্রিত মুনাজাত করার ঘটনটিকে সম্মিলিত মুনাজাতের পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এর সত্যতা জানতে চাই।	(২/২০২)

মে'১৫	তাবলীগের ভাইয়েরা তাদের চিল্লার দলীল হিসাবে একটি হাদীছ বলে থাকেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, হিজরত দু'প্রকার বা-ভ্রাহ ও বাদিয়াহ। তারা ২য় প্রকার হিজরত করার জন্য দেশের বাইরে যান ও ফিরে আসেন। এ হাদীছটির সত্যতা এবং সঠিক ব্যাখ্যা কি?	(৩৬/৩১৬)
জুলাই'১৫	জনৈক মুফতী লিখেছেন, পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমানের মধ্যে সামান্য কিছু লোক ছাড়া সবাই কোন না কোন মায়হাবের অনুসারী। আর মুসলমানদের সম্মিলিত দলের উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। এর বাইরের সকলেই জাহান্নামী। একথার সত্যতা আছে কি?	(২১/৩৮১)
হাদীছের ব্যাখ্যা ও তাখরীজ		
অক্টোবর'১৪	সূরা হূদের ১০৭-১০৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১২/২২)
অক্টোবর'১৪	'আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত পূর্ণ হবে না' মর্মে হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?	(১৮/১৮)
অক্টোবর'১৪	হাদীছ গ্রন্থগুলি আগে সংকলিত হয়েছে না প্রচলিত চার মায়হাব আগে তৈরী হয়েছে? বিস্তারিত জানতে চাই।	(২৩/২৩)
অক্টোবর'১৪	'আল্লাহ ততক্ষণ বিরক্ত হননা, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও' হাদীছটির ব্যাখ্যা কি? বিরক্ত হওয়ার গুণ কি আল্লাহর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত?	(৩৪/৩৪)
নভেম্বর'১৪	যে ব্যক্তি কোন মুত্তাক্বী আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করল, সে যেন স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করল। এ বর্ণনাটির কোন সত্যতা আছে কি?	(১১/৫১)
নভেম্বর'১৪	শরী'আতে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে ছহীহ দলীল না পাওয়ার ক্ষেত্রে যঈফ হাদীছ ও ইজতিহাদের মধ্যে কোনটি অগ্রগণ্য হবে?	(১২/৫২)
নভেম্বর'১৪	সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(২৯/৬৯)
ডিসেম্বর'১৪	'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াদাহ... আহাদান ছামাদান লাম ইয়ালিদ... ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহ কুফুওয়ান আহাদ। এ দো'আটি পাঠ করলে ৪০ লক্ষ নেকী হয়' এ বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?	(৭/৮৭)
ডিসেম্বর'১৪	ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জটীক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে এসে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি আল্লাহর কাছে আপনার উম্মতের জন্য পানি প্রার্থনা করুন। তারা তো ধ্বংস হয়ে গেল'- এ ঘটনার সত্যতা আছে কি?	(২৯/১০৯)
ডিসেম্বর'১৪	তোমরা আল্লাহর রংয়ে রঞ্জিত হও বা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও' মর্মে বর্ণনাটির সত্যতা জানতে চাই।	(৩৫/১১৫)
ডিসেম্বর'১৪	সূরা ইউসুফের ১০০ আয়াতে পিতা-মাতাকে সিজদা করা যায় বলে প্রমাণ মেলে। এক্ষেত্রে কাউকে সম্মান ও শ্রদ্ধাবশতঃ সিজদা করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৯/১১৯)
জানুয়ারী'১৫	আল্লাহ তা'আলা একদিন জিবরীল (আঃ)-কে কয়েকটি শহর ধ্বংস করতে বললে তিনি ঘুরে এসে বললেন, শহরগুলির একটিতে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে সহই শহরটি ধ্বংস করার নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।	(১৪/১৩৪)
ফেব্রুয়ারী'১৫	'ফেরেশতার শিশুদের সাথে খেলা করার কারণে তারা হাসে বা কাঁদে'- এ বিষয়টির কোন সত্যতা আছে কি?	(৭/১৬৭)
মার্চ'১৫	জনৈক আলেম হাদীছ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি?	(৩৩/২৩৩)
এপ্রিল'১৫	সূরা আর রহমানে দুই উদয়াচল ও দুই অন্তাচল বলতে কি বুঝানো হয়েছে?	(১২/২৫২)
এপ্রিল'১৫	'মুরসাল' হাদীছ শরী'আতের দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি?	(৪০/২৮০)
মে'১৫	রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রোথিতকারী (পিতা) এবং যাকে প্রোথিত করা হয়েছে (সন্তান) উভয়েই জাহান্নামী (আবুদাউদ হা/৪৭১৭)। হাদীছটির সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(২/২৮২)
মে'১৫	ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী 'যে জাতি কোন নারীকে ক্ষমতাসীন করে সে জাতি কখনোই সফলকাম হবে না' (বুখারী)। এক্ষেত্রে নারী নেতৃত্বাধীন দেশের পুরো দেশবাসী, না কেবল ভোটদাতারা এর অন্তর্ভুক্ত হবে?	(১১/২৯১)
জুন'১৫	সূরা তওবা ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই।	(১৮/৩৩৮)
জুলাই'১৫	জনৈক আলেম বলেন, যঈফ হাদীছের বিপরীতে ছহীহ হাদীছ না থাকলে, ঐ যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে। একথা কি ঠিক?	(৯/৩৬৯)
জুলাই'১৫	আবু সাদ্দ খুদরী (রাঃ) যখন কোন যুবককে দেখতেন তখন তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী স্বাগত জানাতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?	(১৫/৩৭৫)
আগস্ট'১৫	হাদীছে বর্ণিত জামা'আত বলে কি বুঝায়? হকপছী তথা নাজাতপ্রাপ্ত জামা'আতের বৈশিষ্ট্য কি?	(২২/৪২২)
আগস্ট'১৫	রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ'ল দুখেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করবেন' (বুখারী হা/২৬৩১)। উক্ত হাদীছে বর্ণিত চল্লিশটি স্বভাব কি কি?	(৩৮/৪৩৮)
শিরক-বিদ'আত		
অক্টোবর'১৪	জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩/৩)
অক্টোবর'১৪	গোপন শিরক বলতে কি বুঝায় এবং তা কি কি? এথেকে বাঁচার উপায় কি?	(১০/১০)
অক্টোবর'১৪	জনৈক লোকের শরী'আতে তাবীয থাকায় রাসূল (ছাঃ) তার বায়'আত গ্রহণ করেননি। এর কোন সত্যতা আছে কি?	(১৬/১৬)
নভেম্বর'১৪	জিনের আছর হলে কবিরাজের ঝাড়ফুক বা তাবীয নাজায়েয হলেও এর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনের আছর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অন্য দিকে এর আশ্রয় না নিলে চরম বিপদে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	(৩৫/৭৫)
ফেব্রুয়ারী'১৫	মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি? এ বিষয়ে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।	(৩৮/১৯৮)
এপ্রিল'১৫	আমাদের মসজিদের কিছু মুছন্নী মাঝে মাঝে ছালাতের পর বাড়ি ও দোকানে গিয়ে গিয়ে ছহীহ দ্বীনের দাওয়াত প্রদান করেন। যা তাবলীগ জামা'আতে ভাইদের আমলের সাথে মিলে যায়। এক্ষেত্রে এটি জায়েয হবে কি?	(৯/২৪৯)
এপ্রিল'১৫	কবরের শান্তি কমানোর জন্য কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতে দেওয়া যাবে কি?	(৩৪/২৭৪)
মে'১৫	এক শ্রেণীর মানুষ ১৮ই জিলহজ্জকে 'ঈদে গাদীর' হিসাবে আখ্যায়িত করে। এদিনের বিভিন্ন ফযীলত যেমন এদিনে রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেন, এদিন আল্লাহ ইসলামের পূর্ণতা ঘোষণা করেন ইত্যাদি বলে থাকে। এর কোন ভিত্তি আছে কি?	(৩২/৩১২)

হালাল-হারাম

অক্টোবর'১৪	আমাদের এলাকায় প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়, যেখানে সকল দলের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়। সে টাকা দিয়ে আয়োজনের খরচ এবং পুরস্কার ক্রয় করা হয়। এরূপ আয়োজনে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?	(৯/৯)
অক্টোবর'১৪	শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে হিদ্‌লের শুটকি খাওয়া যাবে কি?	(২৫/২৫)
নভেম্বর'১৪	সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করায় বিভিন্ন বিদ'আতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?	(১৬/৫৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	গরু বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করতে কোন বাধা আছে কি?	(৪/১৬৪)
ফেব্রুয়ারী'১৫	সন্তান জন্মদানের সময় মা মারা যাওয়ায় উক্ত সন্তানের সহোদর বড় বোন ব্যতীত দুগ্ধ দানের কেউ নেই। এমতাবস্থায় বোনের দুগ্ধদান জায়েয হবে কি?	(২৭/১৮৭)
মার্চ'১৫	গল্প-উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৮/২০৮)
মার্চ'১৫	শ্বশুরবাড়ির সকলেই বিড়ি তৈরীর ব্যবসা করে। এক্ষেত্রে তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, উঠা-বসা জায়েয হবে কি?	(১১/২১১)
মার্চ'১৫	ছেলেদের রাগ কমানোর জন্য অনেকে কানফুল দিয়ে থাকে। এটা শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৪/২১৪)
মার্চ'১৫	দাড়ির সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অনেকে দাড়ি ছেটে সুন্দর করার চেষ্টা করেন এবং দলীল পেশ করে বলেন, আল্লাহ সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন। সউদী আরবের ওলামায়ে কে‌রামও নাকি এ ব্যাপারে একমত। এক্ষেত্রে এটা জায়েয হবে কি?	(১৫/২১৫)
মার্চ'১৫	বিশ্বেশে অমুসলিমদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি?	(২৬/২২৬)
মার্চ'১৫	মাসিক অবস্থায় ভুল বা অজ্ঞতাবশতঃ স্ত্রী সহবাস করে ফেললে করণীয় কি?	(২৭/২২৭)
মার্চ'১৫	সোনা বা চাঁদির পায়ে পানাহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৩৮/২৩৮)
এপ্রিল'১৫	খেলাধুলার সামগ্রী যেমন ব্যাট, ফুটবল, লাটম ইত্যাদি বিক্রয়ের দোকান করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৬/২৪৬)
এপ্রিল'১৫	বিভিন্ন সভা-সম্মেলনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করা কি বিদ'আত? রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে এরূপভাবে যেকোন অনুষ্ঠান শুরু হ'ত বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কি?	(৮/২৪৮)
এপ্রিল'১৫	জনৈক ব্যক্তি কার নিকট থেকে অর্থ ঋণ গ্রহণ করলে ফেরত দেওয়ার সময় কিছু বেশী প্রদান করেন। এরূপ দেওয়া বা নেওয়া শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৩/২৫৩)
এপ্রিল'১৫	অন্যের গাছের নীচে পড়ে থাকা ফল অনুমতি না নিয়ে কুড়িয়ে খাওয়া যাবে কি?	(১৭/২৫৭)
এপ্রিল'১৫	তুক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ইত্যাদি প্রসাধনী ব্যবহার করতে পারবে কি?	(২১/২৬১)
মে'১৫	আমাদের দেশে সাধারণত সেশন জটের কারণে স্নাতক পাশ করতে ২-৩ বছর লস হয়। সে কারণে এসএসসি পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা বয়স কমিয়ে দেয়। এরূপ কাজ শরী'আতসম্মত হবে কি?	(১৬/২৯৬)
মে'১৫	আমাদের এলাকায় লাশ বহনের খাটে কালো কাপড় দেওয়া হয়, যাতে আয়াতুল কুরসী লেখা থাকে। এটা শরী'আত সম্মত কি?	(৩৪/৩১৪)
মে'১৫	এক বিধা জমি ৯০ হাজার টাকার বিনিময়ে কট নিয়েছি বছরে ১ হাজার টাকা করে কর্তন হওয়ার শর্তে। এরূপ চুক্তি শরী'আতসম্মত কি?	(৩৭/৩১৭)
জুন'১৫	মেহেন্দী পাতা ব্যতীত চুল-দাড়িতে লাল কলপ বা বগলী ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৬/৩২৬)
জুন'১৫	নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য অনুদান না দিলে চাকুরী হবে না। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?	(১৬/৩৩৬)
জুন'১৫	বিভিন্ন বিদ'আতী দিবস উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেগুলিতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?	(১৭/৩৩৭)
জুন'১৫	সরকারী খাস জমিতে আম গাছ লাগিয়ে তার ফল খাওয়া বা বিক্রয় করে উপকৃত হওয়া যাবে কি?	(২০/৩৪০)
জুন'১৫	অনেক বক্তা গানের সুরে ওয়ায করে থাকেন। এটা কি জায়েয?	(২৫/৩৪৫)
জুন'১৫	হাদিয়া ও ঘুষ এবং মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য কি?	(৩০/৩৫০)
জুন'১৫	সমকামিতা কিরূপে গোনাহের কাজ? এর শাস্তি কি?	(৩২/৩৫২)
জুন'১৫	চাকুরী শেষে ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন প্রদান করা হয়, তা নেওয়া জায়েয হবে কি?	(৩৮/৩৫৮)
জুলাই'১৫	মসজিদের ইমাম ছাত্রের ছাত্রীরা বেপর্দায় চলে এরূপ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন। এটা জায়েয হবে কি? এছাড়া যেসব এলাকায় প্রতিবেশী বেপর্দা নারীরা চলাফেরা করে, সেসব এলাকায় বাস করা জায়েয হবে কি?	(৩/৩৬৩)
জুলাই'১৫	রামাযানের ইফতারের জন্য বরাদ্দকৃত টাকা উত্ত্ব হ'লে তা মসজিদে বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে লাগানো যাবে কি?	(৭/৩৬৭)
জুলাই'১৫	ঠোটের নীচের লোম কাটা যাবে কি?	(৩৪/৩৯৪)
আগস্ট'১৫	পুরণদের জন্য আংটি ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি? রাসূল (ছাঃ) কি সোলায়মানী পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন?	(১৩/৪১৩)
আগস্ট'১৫	অমুসলিমদের প্রদত্ত ইফতার খাওয়া জায়েয হবে কি?	(১৬/৪১৬)
আগস্ট'১৫	ভাড়া পাওয়ার জন্য মসজিদের ছাদে মোবাইল টাওয়ার স্থাপনে কোন বাধা আছে কি?	(২৪/৪২৪)
আগস্ট'১৫	আমাদের দেশে গভীর রাত পর্যন্ত ইসলামী সম্মেলন হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত? উক্ত সম্মেলনে মহিলারা যেতে পারে কি?	(২৯/৪২৯)
আগস্ট'১৫	এ্যালকোহলযুক্ত সেন্ট মাখা যাবে কি?	(৩৭/৪৩৭)

হদ

জুলাই'১৫	আমার প্রতিবেশী বন্ধু ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন সন্দেহবাদ আরোপ করে এবং রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কটুক্তি করে থাকে। আমার জানা মতে, এরূপ কটুক্তির ক্ষেত্রে কোন তওবার সুযোগ নেই। আর সরকারও এর সমর্থক। এক্ষেত্রে আমি কি তাকে হত্যা করতে পারি?	(১৯/৩৭৯)
জুন'১৫	খালেছ তওবা দ্বারা কবীরা গোনাহ মাফ হয় কি? যেনা, চুরি ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে হদের শাস্তি গ্রহণ করা তওবা কবুল হওয়ার জন্য শর্ত কি? অমুসলিম বা ইসলামী বিধান জারি নেই সেসব দেশে এ শাস্তি গ্রহণ করার উপায় কি?	(২৭/৩৪৭)

জিহাদ-কিতাবল/রাজনীতি

নভেম্বর'১৪	জনৈক ব্যক্তি বলেন, শাহাদাতের আকাজক্ষা না থাকলে ইবাদত কবুল হবে না। এটা কি ঠিক?	(৫/৪৫)
জুন'১৫	জনৈক বক্তা বলেন, 'মাক্কী সুরায় মুসলমানদেরকে 'হে ঈমানদারগণ' বলা হয়নি। কিন্তু মাদানী সুরায় বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত পূর্ণ ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়'। একথা গ্রহণযোগ্য কি?	(১৩/৩৩৩)
জুন'১৫	জিহাদ ও কিতাবলের মধ্যে পার্থক্য কি?	(১৪/৩৩৪)

চিকিৎসা

জানুয়ারী'১৫	শরী'আতে বার্ষিকের কোন চিকিৎসা আছে কি?	(২০/১৪০)
ফেব্রুয়ারী'১৫	ব্রেসলেটের ম্যাগনেটিক পাথরের মধ্যে কোন ওষধি গুণ আছে কি? যদি থাকে তবে তা ব্যবহার করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(৯/১৬৯)
মার্চ'১৫	তাবীয দিয়ে সাপের বিষ নামানো যাবে কি?	(১৬/২১৬)
মে'১৫	সূরা ফাতিহা দ্বারা কিভাবে সাপের বিষ নামাতে হয়?	(৯/২৮৯)
মে'১৫	কুরআন-হাদীছ থেকে দো'আ পড়ে পানিতে ফুক দিয়ে সেই পানি খাওয়া বা তা দিয়ে গোসল করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(১৪/২৯৪)
জুন'১৫	বাচ্চাদের বিভিন্ন অসুখের জন্য ঔষধ ব্যবহার না করে তেল, পানি, মিছরী ইত্যাদি কারো নিকট থেকে পড়ে নিয়ে ব্যবহারে বাধা আছে কি?	(১/৩২১)
জুন'১৫	চিকিৎসা হিসাবে তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি? যদি এটা শিরক হয়, তবে অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ করাও কি শিরক হবে?	(৩/৩২৩)

বিবিধ

নভেম্বর'১৪	ইবাদতে কোন আগ্রহ পাই না। এক্ষণে ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ আশ্বাদনের উপায় কি?	(১৫/৫৫)
নভেম্বর'১৪	স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে চাই। সাধারণ মানুষের দেখা স্বপ্নের কোন গুরুত্ব আছে কি? খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি?	(৪০/৮০)
ডিসেম্বর'১৪	আহলেহাদীছগণ ফিরক্বা নাজিয়াহ হওয়া সত্ত্বেও এদের মাঝে এত দলাদলির কারণ কি?	(৩৩/১১৩)
জানুয়ারী'১৫	কুল, লিচু, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল পাকার সময় পাখিরা ক্ষতি করায় চাষীরা সুরক্ষার জন্য জাল টাঙিয়ে রাখে। কিন্তু তাতে পাখি বসে আটকা পড়ে এবং মারা যায়। এক্ষণে এরূপ জাল ব্যবহার করায় শরী'আতে বাধা আছে কি?	(১৮/১৩৮)
জানুয়ারী'১৫	'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাখিত করবেন।	(৩৫/১৫৫)
ফেব্রুয়ারী'১৫	খাঁচায় আটকে রেখে পাখি পোষায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?	(২/১৬২)
ফেব্রুয়ারী'১৫	পিতা-মাতাকে মারধর করার পর ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইলে মাতা ক্ষমা করলেও জীবিত পিতা ক্ষমা করেননি। এক্ষণে আল্লাহর নিকটে তওবা করলে উক্ত গোনাহ মাফ হবে কি?	(১৩/১৭৩)
ফেব্রুয়ারী'১৫	জারজ সন্তান প্রতিপালন করা যাবে কি? এজন্য ঐ ব্যক্তি কোন ছুওয়াব পাবে কি?	(৩৬/১৯৬)
ফেব্রুয়ারী'১৫	নফস ও রূহের মধ্যে পার্থক্য কি?	(৩৭/১৯৭)
মার্চ'১৫	অনেককেই দেখা যাচ্ছে পিস টিভি দেখা ও ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য শোনার জন্য টেলিভিশন-ইন্টারনেট নিচ্ছেন। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যরা এগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন শরী'আত বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে। এক্ষণে পিতা হিসাবে আমাদের করণীয় কি?	(৭/২০৭)
মার্চ'১৫	সময়ের মূল্য সম্পর্কে শরী'আতে কোন গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কি?	(৩১/২৩১)
মার্চ'১৫	পুরুষের জন্য পর্দার বিধান রয়েছে কি? তাদের পর্দা কিভাবে হবে?	(৩৯/২৩৯)
এপ্রিল'১৫	জনৈক ব্যক্তি বলেন, একজন আহলেহাদীছ ফাসেক একজন শিরক-বিদ'আতে লিগু আবেদের চেয়ে বহুগুণ উত্তম। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।	(৫/২৪৫)
মে'১৫	একসময় গান-বাজনা করতাম এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিখাতাম। এখন সেপথ থেকে ফিরে আসলেও শিখানোর কারণে ঐ ছাত্র-ছাত্রীদের কৃত গোনাহের যে অংশ নিয়মিতভাবে আমার আমালনামায় যোগ হচ্ছে, তা থেকে বাঁচার উপায় কি?	(২০/৩০০)
মে'১৫	যে ব্যক্তির কথা ও কাজে মিল থাকে না, তার আদেশ-নিষেধ মানা যাবে কি?	(২৬/৩০৬)
মে'১৫	আমার ইচ্ছা আলেম হওয়া। কিন্তু পিতা-মাতা আমাকে মাদরাসায় পড়াতে রাযী নন। এক্ষণে আমার করণীয় কি?	(৩৩/৩১৩)
জুন'১৫	প্রবাসী স্বামীর দেশে থাকা স্ত্রীর সাথে তার শ্বশুরের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠলে বিষয়টি হাতেহাতে ধরা পড়ে। তখন পিতা ছেলের নিকটে ক্ষমা চাইলেও পরবর্তীতে একই সমস্যা একাধিক বার দেখা দেওয়ায় এক্ষণে উক্ত স্বামীর জন্য করণীয় কি?	(১৫/৩৩৫)
আগস্ট'১৫	আমাদের দেশে সরকারীভাবে সুস্থ শিশুকে রোগ না হওয়ার আগেই প্রতিষেধক হিসাবে পোলিও সহ বিভিন্ন টিকা দেওয়া হয়। এসব টিকা গ্রহণ করা যাবে কি?	(২/৪০২)
আগস্ট'১৫	বার্ষিকের কষ্ট থেকে মুক্তির কোন উপায় শরী'আতে আছে কি?	(৩/৪০৩)
সেপ্টেম্বর'১৫	আমার পিতা-মাতা কবর পূজারী। তাদেরকে অনেক বুঝিয়েও ব্যর্থ হয়েছি। তারা ছালাত-ছিয়াম, আল্লাহ ও রাসূলকে অস্বীকার করে। পিতা বাড়িচারে জড়িত। মাতা জেনেও তা বাধা দেয় না। এখন আমার করণীয় কি?	(২/৪৪২)
সেপ্টেম্বর'১৫	ছালাত ও ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার স্বরূপ কি?	(৬/৪৪৬)
সেপ্টেম্বর'১৫	শুক্লবর দিনে বা রাতে কেউ মৃত্যুবরণ করলে ক্বিয়ামত অবধি তার কবরের আঘাব মাফ হয়ে যাবে মর্মে বক্তব্যটির সত্যতা আছে কি?	(৯/৪৪৯)
সেপ্টেম্বর'১৫	আগে শোনা যেত গিরগিটি মারলে ১০০ নেকী হয়। এখন জানলাম সেটা টিকটিকি। এক্ষণে কোনটি সঠিক?	(১৫/৪৫৫)
সেপ্টেম্বর'১৫	রাসূল (ছাঃ) নুপুরের আওয়াকে ঘণ্টার-ধ্বনির সাথে তুলনা করে তাকে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষণে মোবাইলের রিংটোন কি এর অন্তর্ভুক্ত হবে?	(৩৭/৪৭৭)
সেপ্টেম্বর'১৫	গ্রাম্য ডাক্তার হিসাবে অনেক মহিলা গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্টের জন্য আমার কাছে আসে। এক্ষণে এ অপারেশন করা জায়েয হবে কি?	(৩৮/৪৭৮)
সেপ্টেম্বর'১৫	আমার আমবাগানের সাথে পুকুর ও শাক-সবজি চাষও করা হয়। দাওয়াতী কাজে ব্যস্ততার জন্য সেগুলি দেখাশোনা সম্ভব না হওয়ায় এক্ষণে উক্ত আমবাগান, পুকুর ও চাষাবাদের জমি সহ লীজ দিতে চাই। এক্ষণে সেটা জায়েয হবে কি?	(৩৯/৪৭৯)

বর্ষশেষের নিবেদন :

১৮তম বর্ষ শেষে ১৯তম বর্ষের প্রাক্কালে এবং আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে আত-তাহরীকের অগ্রযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, যিলহজ্জের এ পবিত্র মাসে আল্লাহর নিকটে আকুলভাবে আমরা সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের খুলু'ছিয়াতকে কবুল করুন এবং দ্বীনদার ভাই-বোনদের হৃদয় সমূহকে আমাদের প্রতি রুজু করে দিন-আমীন! [সম্পাদক]